বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮৭ ॥ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ২০ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৩ সাবান ১৪৪৬ হিজিরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপির অভিযোগ অযৌক্তিক: উপদেষ্টা নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপির অভিযোগ উঠানো যৌক্তিক হয়নি, তাদের অভিযোগ করা অনুচিত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শকে প্রাধান্য দিয়েছি। তাই বিএনপির পক্ষ থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

এখনো আগের মতোই চাঁদাবাজি চলছে বাজারে সিন্ডিকেটও আছে: সারজিস

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, বাজার সিন্ডিকেটের কুশীলবদের বিরুদ্ধে আমাদের আঙুল তুলতে হবে। এখনো আগের মতোই চাঁদাবাজি চলছে। কারওয়ান বাজার থেকে দেশের বিভিন্ন বাজারে ২-এর পাতায় দেখুন

বই ছাপার আগে পুলিশের নিরীক্ষা করার প্রশ্নই আসে না: মোস্তফা ফারুকী

স্টাফ রিপোর্টার : বই ছাপার আগে পুলিশ বা অন্য কারও সেটা নিরীক্ষা করার প্রশ্নই আসে না বলে মন্তব্য করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী? শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এ ২-এর পাতায় দেখুন

লাখো মুসল্লির আমিন, আমিন ধ্বনিতে শেষ হলো বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ তীরে বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের প্রথম ধাপ আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ৯টা ১১ মিনিটে আখেরি মোনাজাত শুরু হয় এবং ৯টা ৩৫টা মিনিটে শেষ হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা জুবায়ের সাহেব। মোনাজাত শেষ আমিন আমিন ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে টঙ্গীর তুরাগ তীর ও ইজতেমা ময়দানের আশপাশ। মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর হেদায়েত, ঐক্য, শান্তি, সমৃদ্ধি, ইহকাল ও পরকালের নাজাত এবং দ্বীনের দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য দোয়া করা হয়। এছাড়া সব ধরনের গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। আখেরি মোনাজাতে নিজের আত্মশুদ্ধি ও নিজ নিজ গুনাহ মাফের পাশাপাশি দুনিয়ার সব ২-এর পাতায় দেখুন

একনেকে ১২ হাজার ৫৩২ কোটি টাকার ১৩ প্রকল্প অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১২ হাজার ৫৩২ কোটি টাকার ১৩টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৯টি মন্ত্রণালয়ের ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৯টি নতুন, আর ৪টি প্রকল্প সংশোধিত। রয়েছে গ্যাস উত্তোলনের দুই প্রকল্পও। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেন। সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। একনেকে অনুমোদিত ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে নতুন ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৭১ কোটি ২৮ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। আর চারটি সংশোধিত প্রস্তাবের জন্য ৭ হাজার ৩৪১ কোটি ৩০ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। সংশোধিত প্রকল্পগুলোতে নতুন করে ব্যয় বাড়ছে ৫০৮ কোটি টাকা। একনেকে ১ হাজার ২৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)। প্রকল্পটিতে সরকার দিচ্ছে ৮৭২ কোটি টাকা, আর বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়ন ৩৮২ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে থ্রিডি সিসমিক জরিপ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন পেয়েছে। ৪৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৭ সালের জুন মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বিজিএফসিএল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৩১২ কোটি টাকা দেবে সরকার। আর সিলেট গ্যাস ফিল্ডসের নিজস্ব অর্থায়ন ১৪১ কোটি টাকা। এর বাইরে মেয়াদ বাড়ানোর জন্য একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২-এর পাতায় দেখুন

আলটিমেটাম দিয়ে কখনো বিশ্ববিদ্যালয় হয় না : শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আলটিমেটাম বা সময় বেঁধে দিয়ে কখনো বিশ্ববিদ্যালয় হয় না বলে জানিয়েছেন শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, ছাত্ররা আন্দোলন ২-এর পাতায় দেখুন

বাজারে পণ্যের দাম বাড়ার কোনো কারণ দেখি না: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের যে দাম দেখছি, তাতে দেশে দাম কমার কথা। বাড়ার কোনো কারণ দেখি না। আমি আশা করি, আমি এ কাজটা করতে পারবো। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বণিক বার্তা আয়োজিত পলিসি কনক্লেভে তিনি এ কথা বলেন। এ আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'খাদ্যপণ্যের যৌক্তিক দাম: বাজার তত্ত্বাবধানের কৌশল অনুসন্ধান'। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আমরা প্রতিযোগিতা কমিশনকে পুরোপুরি স্বাধীন করে দিতে চাই। বাজারে যাতে প্রতিযোগিতাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড না ঘটে। মন্ত্রণালয়ের সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ যেন না থাকে, সেদিকে আগাতে চাই। তিনি আরও বলেন, স্বল্প নয়, দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ করা আমাদের প্রয়োজন। ধান সংগ্রহে সরকারি সংগ্রহটা সীমিত করতে চাই। সরকারি সংগ্রহ আমদানিনির্ভর হওয়া উচিত। তাহলে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে এবং দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আমার মনে হয় শেখ হাসিনার নামে একটা পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া ২-এর পাতায় দেখুন

আমরা প্রতিযোগিতা কমিশনকে পুরোপুরি স্বাধীন করে দিতে চাই। বাজারে যাতে প্রতিযোগিতাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড না ঘটে

'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে' বাবার প্রতিনিধিত্ব করবেন জাইমা

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতিনিধিত্ব করবেন তার মেয়ে জাইমা রহমান। আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠেয় তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেবেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, "ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট যুক্তরাষ্ট্রের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আমাদের দলের নেতা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। "তারেক সাহেব যেতে পারছেন না, তার প্রতিনিধিত্ব করবেন উনার মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। উনি লন্ডন থেকে ওয়াশিংটন যাবেন।" বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, গতকাল রোবব ২-এর পাতায় দেখুন

ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ফখরুল-খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকালে দেশটির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তারা। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বিকাল ৩টার দিকে এই দুই নেতা বাসা থেকে বের হবেন। ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠেয় ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে যোগ দিতে গত ১০ জানুয়ারি বিএনপির একটি প্রতিনিধি দলকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিতরা হলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। দলীয় একাধিক সূত্র জানায়, অনুষ্ঠানে ২-এর পাতায় দেখুন

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

স্টাফ রিপোর্টার : মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির উত্তাল সেই দিনগুলো। রাজপথে বাংলার ছাত্র-জনতার দীপ্ত মিছিল। হাজার কণ্ঠে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। এই উত্তাল আন্দোলনে পাকিস্তান বাহিনীর বুলেটবিদ্ধ রফিক, শফিক ও জব্বারসহ নাম জানা অজানা অনেক শহীদ। বুলেটের প্রতিবাদে শানিত কণ্ঠে সেদিন গেয়ে উঠেছিলেন গণসঙ্গীত শিল্পী আব্দুল লতিফ, গেয়েছিলেন 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়! এই কালজয়ী গান এখনও মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

বর্ষার আগে ঢাকার ১৯ খালে প্রবাহ ফেরাতে পারব: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী বর্ষার আগে ঢাকার ১৯টি খালে পানির প্রবাহ ফিরিয়ে আনা হবে, এমনটি বলেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। রোববার (০২ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর মিরপুরে খাল খনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করতে এসে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকা দক্ষিণের দুটি এবং উত্তর সিটি করপোরেশনের চারটি খাল খনন করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে এ খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। খনন কার্যক্রম উদ্বোধনে আরও ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও ২-এর পাতায় দেখুন

হারানো মোবাইল ফোন মালিকদের কাছে হস্তান্তর করলেন আরএমপি পুলিশ কমিশনার

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী:
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সহায়তায় উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলো আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগেও দুইবার আনুষ্ঠানিকভাবে চুরি অথবা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিক হস্তান্তর করা হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ দুপুর ১২টায় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে মোবাইল হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মোবাইল ফোনের মালিক ও উদ্ধারকারী অফিসারগন উপস্থিত ছিলেন। আরএমপির পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান মহোদয় উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন গুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনার বলেন, হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা অত্যন্ত জটিল ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) তথ্যের ভিত্তিতে আরএমপির সাইবার ক্রাইম ইউনিট অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফোন গুলো উদ্ধার করেছে। এছাড়াও আরএমপির অন্যান্য থানা গুলোকেও হারানো মোবাইল উদ্ধারে প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করে যাচ্ছে তারা। গত জানুয়ারি মাসে আরএমপির সাইবার ইউনিট ৫২ টি এবং আরএমপির অন্যান্য থানা ৬০ টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।তিনি বলেন, অসচেতনতার সুযোগে প্রতারকচক্র অনেক সময় সাধারণ নাগরিকদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে। পুরাতন মোবাইল ফোন কিনে অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এজন্য তিনি যাচাই-বাছাই ছাড়া পুরাতন মোবাইল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আরো বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি হারানো মোবাইল পুনরুদ্ধারে আরএমপির চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতেও এই কার্যক্রম জোরদার করা হবে, যাতে নাগরিকরা আরও দ্রুত ও কার্যকর সেবা লাভ করতে পারেন। এছাড়া কেউ, ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ, অনলাইন প্রতারণাসহ বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের কেউ শিকার হলে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সহায়তা নিতে বলেন। ফোন ফিরে পেয়ে মোবাইল ফোনের মালিকরা আরএমপি'র ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তারা এই প্রয়াসকে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান, যাতে আরও বেশি মানুষ এই সুবিধার আওতায় আসতে পারেন।উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনের প্রকৃত মালিকরা তাদের ফোন ফেরত পেয়ে পুলিশ কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া পুলিশ কমিশনার গণমাধ্যমকে আশ্বাস দেন যাদের নিকট ফোনটি পাওয়া গেছে তারা প্রকৃত দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ। তারা কোথায় থেকে কার কাছ থেকে ফোন গুলো কিনেছে সেই ব্যাপারে তদন্ত করে চুরি বা ছিনতাই এর মূল্য হোতাদের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কারা অধিদপ্তরের লোগো থেকে সরিয়ে ফেলা হলো নৌকা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন পরবর্তী পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে কারা অধিদপ্তরেও। এরই অংশ হিসেবে অধিদপ্তরের নতুন লোগো নির্ধারণ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পরিবর্তিত লোগো থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে নৌকা প্রতীক। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফয়সল হাসান? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো নতুন এ লোগোতে নৌকার প্রতীক সরিয়ে চাবির প্রতীক সংযুক্ত করা হয়েছে? এর আগে, গত ৪ ডিসেম্বর কারা সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ লোগো পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ২-এর পাতায় দেখুন

আখেরি মোনাজাত শেষে ফিরতি পথে মুসল্লিদের বিড়ম্বনা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে ভোর থেকে ময়দানের দিকে গণপরিবহন বন্ধ ছিল। এছাড়া সকাল থেকে যানচলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইজতেমার পথে যেতে পারেনি অনেক গণপরিবহন। আখেরি মোনাজাতে অংশ নিয়ে ফিরতি পথে গণপরিবহনের সংখ্যা কম থাকায় বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে মুসল্লিদের। অনেকেই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ফিরে আসছেন পায়ে হেঁটে, কেউ কেউ পিকআপে, গণপরিবহনে, যৌথভাবে সিএনজিতে, প্যাডেল চালিত ভ্যান, রাইড শেয়ারিং বাহনে করে ফিরছেন। তবে অল্পসংখ্যক যে-সব বাস ওই দিক থেকে আসছে সেগুলোতে ঠাঁই নেই। কিছু কিছু বাসের সিটিং সার্ভিসের নামে বন্ধ রাখা হয়েছে গেই। সেসব বাসে ২-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী:
'খাদ্য হোক নিরাপদ, সুস্থ থাকুক জনগণ' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজশাহীতে আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মেট্রোপলিটন কার্যালয় এ সেমিনারের আয়োজন করে।অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার শাখার রাজশাহী বিভাগের পরিচালক পারভেজ রায়হান।অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিরাপদ খাদ্য অফিসার মো. ইয়ামিন হোসেন।এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার শাখার উপ-পরিচালক মো. জাকিউল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মহিনুল হাসান, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. রকিবুল হাসান ইবনে রহমানপ্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার শাখার রাজশাহী বিভাগের পরিচালক পারভেজ রায়হান বলেন, এক সময় আমাদের সমস্যা ছিল অপুষ্টি কিন্তু এখনকার সমস্যা হচ্ছে অতিপুষ্টি যা শরীরে খুব বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনে। এর কারণে ধীরে ধীরে আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।এর ফলে জটিল রোগ দেখা দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজন কোনো আইন মানে না। আমরা সবাই বুঝি কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। বেশি বেশি ফাষ্ট ফুড এবং ফ্রিজি ড্রিংকস খাওয়া ক্ষতিকর তারপরও আমরা কেন এগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ছি? চাহিদা আছে বলেই ২-এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনা এড়াতে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল নিয়ন্ত্রণের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্ঘটনা এড়াতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছে নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটি। চলাচলযোগ্য রিকশার মান নির্ধারণ ও চালকদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থারও আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। রোববার (০২ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় কমিটির সভাপতি হাজি মোহাম্মদ শহীদ মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক আশীষ কুমার দে এক বিবৃতিতে সরকারের প্রতি এ দাবি জানান। গণমাধ্যমে পাঠানো সংগঠনটির বিবৃতিতে বলা হয়, জনবহুল বড় বড় শহরসহ মহাসড়ক ও দূরপাল্লার সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশার মতো তিন চাকার অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এরপরও ঢাকাসহ সারা দেশে আনুমানিক ৩০-৪০ লাখ ২-এর পাতায় দেখুন

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধের শঙ্কা বাড়াচ্ছে ট্রাম্পের কঠোর শুল্কনীতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নতুন প্রশাসনের দুই সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের তিন প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপ করেছেন। তার এই নীতি বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যযুদ্ধের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত এক নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি হওয়া পণ্যে ২৫ শতাংশ এবং চীন থেকে আমদানি করা পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এতে বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যাবে, প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি ট্রাম্পের প্রথম পদক্ষেপ ২-এর পাতায় দেখুন

তোফাজ্জল হত্যা পুলিশের অভিযোগপত্রে নারাজি ঢাবি প্রশাসনের

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে তোফাজ্জল নামে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবককে হত্যার ঘটনায় হওয়া মামলায় পুলিশের দাখিলকৃত অভিযোগপত্র নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মামলার তদন্ত সুষ্ঠু হয়নি দাবি করে আদালতে নারাজি দাখিল করা হয়েছে ঢাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামানের আদালতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অ্যাডভোকেট সেলিম জাবেদ এ নারাজি দাখিল দাখিল করেন। দুপুরে এ বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। এদিন তোফাজ্জলের ফুফাতো বোন আসমা ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ২০ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

খাদ্য কবে নিরাপদ হবে?

● ৬০ শতাংশ শাক-সবজিতে অতিরিক্ত কীটনাশক

● অনিরাপদ খাদ্যের বড় উৎস হোটেল-রেস্তোরাঁ-ফুটপাত

স্টাফ রিপোর্টার : নিরাপদ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। আমাদের দেশে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত হলেও পুরোপুরি নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি এখনো দুরাশা। গত পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যান বলছে, দেশে অনিরাপদ খাদ্য ক্রমে বাড়ছে। সরকারের কিছু উদ্যোগ থাকলেও স্বাস্থ্যঝুঁকি মুক্ত খাবার তাতে নিশ্চিত হচ্ছে না। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক প্রতিবেদন বলছে, মানুষের তৈরি দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক কারণে সারা বিশ্বে মানুষ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির অভাবে ভুগছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গেও খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট। কেমিক্যাল ঝুঁকি, জৈবিক ও শারীরিক মাধ্যমে খাদ্য দূষণ হচ্ছে। এ অনিরাপদ খাবার খাওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। সারা বিশ্বে ৬০ কোটি মানুষ অনিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। আইসিডিডিআরবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে ক্যানসার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিটি মানুষেরই নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে ২ ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'খাদ্য হোক নিরাপদ, সুস্থ থাকুক জনগণ'। দিবসটি পালন করছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)। এ সংস্থাটি আইন অনুযায়ী জনগণের নিরাপদ খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১৫ সালে গঠিত হয়। উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণ- প্রতিটি ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এ সংস্থার কাজ। আবার এ সংস্থার প্রতিবেদনই বলছে, দেশে দিন দিন অনিরাপদ খাদ্যের সংখ্যা বাড়ছে। বিগত পাঁচ বছরে দেশে যত সংখ্যক খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করেছে বিএফএসএ, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ খাদ্য মিলেছে গত অর্থবছরে (২০২৩-২৪)। তথ্য বলছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এক হাজার ৭৩১টি খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছিল বিএফএসএ। ওই সময় অনিরাপদ খাদ্য শনাক্ত হয় ১৯৬টি, যা মোট নমুনার ১১ শতাংশ। গত অর্থবছর এটা বেড়ে হয় ১৫ শতাংশ। ওই সময় এক হাজার ৩৮১টি নমুনা পরীক্ষা করে অনিরাপদ খাদ্য মেলে ২১৬টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এক হাজার ৭০টি, আদর্শমান উত্তীর্ণ হতে পারেনি ৯১টি, যা ৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বাধিক দুই হাজার ৩৫৪টি নমুনা সংগ্রহ করার বিপরীতে অনিরাপদ বিবেচিত হয় ২৬৮টি, যা ছিল ১১ শতাংশ। খাদ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সবচেয়ে বেশি ভেজাল পাওয়া পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে মধু, ঘি, প্রক্রিয়াজাত পণ্য, গুড়, রুটি, পাউরুটি, মিষ্টি ও মিষ্টজাত পণ্য প্রভৃতি। ৬০ শতাংশ শাক-সবজিতে অতিরিক্ত কীটনাশক : নিরাপদ খাদ্য নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা ওয়েল্ট হাঙ্গার হিলফের তথ্য বলছে, ভেজাল ও দূষিত খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ খাদ্যে ভেজাল রয়েছে। এই ভেজাল খাদ্য ৩৩ শতাংশ বয়স্ক মানুষ ও ৪০ শতাংশ শিশুর অসুস্থতার কারণ। সংস্থাটির এক নিবন্ধ বলছে, বাজারের ৬০ শতাংশ শাক-সবজিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ও ৬৭ শতাংশ বোতলজাত সয়াবিন তেলে ট্রান্সফ্যাট এবং অধিকাংশ জেলার মাটিতে প্রয়োজনীয় জৈব উপাদানের অভাবের কারণে নিরাপদ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা বলছে, বাংলাদেশে নীতিনির্ধারক, কৃষক ও বিক্রেতা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে ন্যূনতম কোনো সচেতনতা এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা নেই। ফলে কৃষিপণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণনের নানা স্তরে খাবারকে রাসায়নিক ও বিষাক্ত উপাদান থেকে নিরাপদ রাখার কোনো ব্যবস্থাই গড়ে ওঠেনি। এ কারণে জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব পড়ছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। তারা আরও বলছেন, খাদ্য নিরাপত্তায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করলেও তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই। এ পরিস্থিতি উত্তরণে সংস্থাগুলোর সমন্বয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা আইনের আলোকে সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার। খাদ্য উৎপাদনেই গলদ : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (ক্রপস উইং) শওকত ওসমান বলেন, 'খাদ্যের নিরাপত্তার বিষয়টি মানুষ বুঝতে শিখেছে। কিন্তু নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশ এখনো একটু পিছিয়ে আছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়,

বাংলাদেশিদের জন্য, তিন ক্যাটাগরিতে ভিসা আবেদন সহজ করলো থাইল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য তিন ক্যাটাগরিতে ই-ভিসা আবেদন আরও সহজ করেছে থাইল্যান্ড। চিকিৎসা, সেমিনার ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ভিসা আবেদন সহজ করেছে দেশটি। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার থাইল্যান্ডের দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, থাই ই-ভিসা আবেদনকারীদের জন্য উন্নত সেবা চালু করা হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন ক্যাটাগরিতে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হবে। ১. কেমোথেরাপি, বড় অস্ত্রোপচার, ক্যান্সার চিকিৎসা ও হৃদরোগের মতো জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজন এমন গুরুতর রোগীদের, সেইসাথে জটিলতার সম্মুখীন বা প্রসবের অপেক্ষায় থাকা গর্ভবতী আবেদনকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা তাদের থাই হাসপাতাল বা বাংলাদেশে অবস্থিত হাসপাতালের প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করে জরুরি অবস্থা নিশ্চিত করতে এবং দূতাবাসে তাদের অনুরোধ জানাতে পারেন। প্রতিটি রোগীকে একজন অ্যাটেন্ডেন্ট আনতে অনুমতি দেওয়া হয়। অতিরিক্ত অ্যাটেন্ডেন্ট নেওয়ার জন্য স্বাভাবিক নিয়মে আবেদন করতে পারেন। ২. ব্যাংককে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো দ্বারা আয়োজিত সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ভিসা সুবিধার জন্য আয়োজক সংস্থাকে তাদের নাম ও যোগাযোগের বিবরণ থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যাশিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে আগে থেকে অবহিত করার জন্য দূতাবাসে ই-মেইলও করতে পারেন। ৩. থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের থাইল্যান্ডের সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা অথবা থাইল্যান্ডের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের কাছে ভিসা সুবিধার জন্য তাদের নাম ও

৭-এর পাতায় দেখুন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের পুনর্বাসনে নীতিমালা হচ্ছে : ত্রাণ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের পরিবার এবং আহতদের পুনর্বাসনে নীতিমালা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম। নীতিমালার অধীনে তাদের পুনর্বাসন করা হবে বলে জানান তিনি। রোববার (০২ জানুয়ারি) সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। নিহতদের পরিবার এবং আহতদের পুনর্বাসনে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ২৩২ কোটি টাকা টাকা বরাদ্দ পেয়েছেন বলেও জানান ত্রাণ উপদেষ্টা। উপদেষ্টা বলেন, এ সপ্তাহের মধ্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন হচ্ছে। অধিদপ্তরের অধীনে একটা নীতিমালা হচ্ছে। এই নীতিমালার অধীনে সরকার আহত-নিহতদের যাবতীয় সহায়তা দেওয়া হবে। সরকার এ কাজগুলো অত্যন্ত সুনি-বিড়ভাবে যতটা দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা করেছে। ফারুক-ই আজম বলেন, গণঅভ্যুত্থানে যারা আহত হয়েছেন, যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশি সহানুভূতি প্রবণ। তাদের বিষয়টি নিয়ে অতি গুরুত্ব দিয়ে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, শহীদদের ব্যাপারেও সরকার অতি দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেটা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আহতদের ব্যাপারে ক্যাটাগরি অনুযায়ী তালিকা হচ্ছে। এই সপ্তাহের মধ্যে সেই তালিকা সম্পন্ন করতে পারব। উপদেষ্টা বলেন, আমরা মনে করি তাদের এ ত্যাগ ইতিহাসে অমোচনীয় এবং এই গৌরব জাতি সমভাবে তাদের সঙ্গে ধারণ করে। তাদের আত্মত্যাগের গৌরব আমরা অমলিন করে রাখতে চাই। এটা যেন আগামীতেও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। চলতি অর্থবছরে নিহতদের পরিবারকে এককালীন ১০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র কিনে দেওয়া হবে এবং আহতদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সহায়তা দেওয়া হবে। বলেও জানান ফারুক-ই আজম।তিনি আরও বলেন, 'আহতদের সারা জীবনের জন্য চিকিৎসা এবং অন্যান্য ভাতা দিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।'

বাংলাদেশি বলে ধারণা উপকূলে ভেসে আসা ২০ মরদেহ লিবিয়াতেই সমাহিত

স্টাফ রিপোর্টার : লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর উপকূল এলাকা থেকে ভেসে আসে ২০ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মরদেহ। মরদেহগুলো পচেগলে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে কোনো নথিপত্র ছিল না। তবে মরদেহগুলো বাংলাদেশি নাগরিক বলা ধারণা করছে স্থানীয় রেড ক্রিসেন্ট। পরিচয় শনাক্ত না হওয়ায় ব্রেগা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে আজদাদিয়া নামক একটি স্থানে সমাহিত করা হয় গত বৃহস্পতিবার লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। বলা হয়, 'লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরের ব্রেগা তীর থেকে গত দুদিনে বেশ কয়েকজন

৭-এর পাতায় দেখুন

রক্ত জড়িয়ে স্বার্থ হাসিল করা ঠিক হবে না: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : রক্ত জড়িয়ে স্বার্থ হাসিল করা ঠিক হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, কেউ কেউ সমস্যা জিইয়ে রেখে ব্যবসা করতে চায়। আর রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমস্যা সমাধান করা। এ কারণে রাজনীতিতে যারা সঙ্গে আছে, তারাই আগামীতে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে মনে করেন তিনি। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বাংলাদেশ প্রফেশনালসের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা: উত্তরণে রাজনৈতিক ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় পাহাড়ি-বাঙালি সমস্যা নিয়েও কথা বলেন তিনি। দুদু বলেন, পার্বত্য অঞ্চল, সমতল অঞ্চল-সবাই কিন্তু বাংলাদেশি। পাসপোর্টে বাংলাদেশি উল্লেখ আছে, বাঙালি না। আমরা বাংলাদেশি এটা যদি বুকে ধারণ করতে পারি তাহলে নব্বই পারসেন্ট সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পার্বত্য অঞ্চলে যে উপজাতিগুলো আছে, তাদের আলাদা আলাদা পরিচয় থাকলেই সমস্যাটা বেশি হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

হাতিরঝিলের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে গোলাগুলি আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : 'আধিপত্য বিস্তারকে' কেন্দ্র করে ঢাকার হাতিরঝিলের ওলন পোড়াবাড়ি এলাকায় দুই পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে এক বিক্রেতা ও এক পথচারী আহত হয়। গত শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে 'অতর্কিত' ছোড়া গুলিতে স্থানীয় কলা বিক্রেতা জিলানী (৫৫) ও পথচারী শুভ (১৮) আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। আহত জিলানীর মেয়ে শেফালী আক্তার বলেন, "আমার আব্বু সকাল বেলা রিকশা চালায় আর সন্ধ্যায় বাসার সামনেই বসে কলা বিক্রি করে। রাত ৯টা-সাড়ে ৯টার দিকে কারেন্ট

৭-এর পাতায় দেখুন

৫০ পিস ইয়াবাসহ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

দিনাজপুর প্রতিনিধিঃ মোঃ নুর আলম

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার ভোগনগর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আতিকুর রহমান রিভাকে ৫০ পিস ইয়াবা সহ গ্রেফতার করেছে বীরগঞ্জ থানা পুলিশ।০১/০২/২০০২৫ ইং দুপুর ২:৩০ মিনিটে বীরগঞ্জ থানা পুলিশ কবিরাজহাট এলাকা থেকে তাকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বীরগঞ্জ থানার একটি চৌকস দল, কবিরাজ হাট এলাকায় অবস্থান করলে ৫০ ইয়াবা মাদক সহ আতিকুর রহমান রিভাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে,উক্ত সাবেক ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামিও ছিলেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ।২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইং তারিখ রবিবারে আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মোঃ আব্দুল গফুর।

এমপি আনার হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ধার্য

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের কলকাতায় ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আজীম আনারকে খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ডিবিকে নতুন করে সময় বেঁধে দিয়েছেন আদালত। আগামী ৬ মার্চের মধ্যে তাদেরকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে, এদিন তদন্ত সংস্থা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) সংস্থা প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এজন্য ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম. এ আজহারুল ইসলামের আদালত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন এদিন ধার্য করেন। এর আগে, গত

৭-এর পাতায় দেখুন

গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের অবরোধ, মিরপুর রোডে যান চলাচল বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই অভ্যুত্থানে আহতরা উন্নত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবিতে রাজধানীর আগারগাঁয়ে মিরপুর রোডের উভয় পাশ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। শ্যামলীর শিশুমেলা মোড় অবরোধ করায় মিরপুর রোডের উভয় দিকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১ টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের রাজস্ব ভবন থেকে শুরু করে টিবি হাসপাতালের রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ করছেন জুলাই। এতে করে মিরপুর রোডের উভয় দিকের পাশাপাশি শ্যামলী থেকে আগারগাঁও সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই সড়কে চলাচলকারী যানবাহনের যাত্রীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ,

৭-এর পাতায় দেখুন

মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুর্শিদ রোববার ঢাকায় মন্তণালয়ের সভাকক্ষে পিকেএসএফ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে মাইক্রোফাইন্যান্স বিষয়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

তিতুমীরে অনশনরত তিন শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মহাখালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা গত পাঁচ দিন ধরে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন। অনশন করতে গিয়ে তিনজন শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১ টা ১০ মিনিটের দিকে তিতুমীর কলেজের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা.রাসেল আহমেদ। এর আগে তিতুমীর কলেজের মূল ফটকের সামনে অনশনরত শিক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা করেন এই চিকিৎসক। তিনি বলেন, অনশনরত শিক্ষার্থীদের শরীরে পানি শূন্যতার

৭-এর পাতায় দেখুন

১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়লো ১৯ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মাসের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে এলপি গ্যাসের নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ১২ কেজির প্রতি সিলিন্ডারের দাম ১৯ টাকা বেড়েছে। এতে চলতি মাসের জন্য এলপিজির ১২ কেজির প্রতি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৪৭৮ টাকা। এতদিন যা ছিল এক হাজার ৪৫৯ টাকা। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) নতুন এ মূল্যের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। যা আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হবে। এছাড়া প্রতিলিটার অটোগ্যাসের দাম ৮৯ পয়সা বাড়িয়ে ৬৭ টাকা ৭৪ পয়সায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে গত মাসের শুরুতে জানুয়ারি মাসের জন্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল এলপিজির দাম। তবে গত ১৪ জানুয়ারি ওই মাসের জন্য ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৪ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার ৪৫৯ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। গত মাসের শুরুতে জানুয়ারি মাসের জন্য ৩ পয়সা কমিয়ে ৬৬ টাকা ৭৯ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছিল অটোগ্যাসের দাম। তবে গত ১৪ জানুয়ারি অটোগ্যাসের দাম ৪৯ পয়সা বাড়িয়ে ৬৭ টাকা ২৭ পয়সা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এরপর গত ২২ জানুয়ারি ৪২ পয়সা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ হয় ৬৬ টাকা ৮৫ পয়সা।

টিউলিপের বিরুদ্ধে তদন্ত, গোপনে ঢাকায় ব্রিটিশ দল

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে ও ব্রিটেনের সাবেক নগরমন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে দেশটির জাতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা-এনসিএ। তার বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গোপনে ঢাকা সফর করেছে সংস্থাটির কর্মকর্তারা। এ সময় তারা বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী তদন্তকারীদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন। গত শনিবার ব্রিটিশ সংবাদপত্র মেইল অন সানডে এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। গত মাসের বৈঠকে বাংলাদেশের

৭-এর পাতায় দেখুন

২৫ কোটি টাকার সম্পদে শাজাহান পরিবারের বিরুদ্ধে ৩ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ২৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন ঢাকার সেগুনবাগিচায় সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অনুমোদিত মামলায় সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের বিরুদ্ধে ১১ কোটি ৩৬ লাখ ৫১ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তার ব্যাংক হিসাবে ৮৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকার সন্দেহভাজন

৭-এর পাতায় দেখুন

৮ জেলায় বিএনপির নতুন কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : আট জেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো- মেহেরপুর, নাটোর, বান্দরবান, চট্টগ্রাম দক্ষিণ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, মেহেরপুর জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক এবং অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন মো. আমিরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ। এ ছাড়া কমিটিতে মাসুদ অরুণ, আমজাদ হোসেন, মো. ইলিয়াছ হোসেন, মো. আলমগীর খান ছাতু, মো. আনছারুল হক, মো. আব্দুল্লাহ, মো. হাফিজুর রহমান, মো. রেজাউল হক, মারুফ আহম্মদ বিজন, মো. জাকির হোসেন, মো. আব্দুল হামিদ, মো. খাইরুল বাশার, মো. ওমর ফারুক লিটন, মীর ফারুক হোসেন, মো. আব্দুল আওয়াল, মো. ইনছারুল হক, মো. আলফাজ উদ্দিন কালু, মোছা. রোমানা আহম্মদ, মো. আব্দুর রশিদ, মো. সাইফুল ইসলাম, মো. আসাদুজ্জামান বাবলু, মো. মকবুল হোসেন মেঘলা, মো. আখেরুজ্জামান, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, মো. মশিউর রহমানকে সদস্য করা হয়েছে। নাটোর জেলায় রহিম নেওয়াজকে আহ্বায়ক এবং আসাদুজ্জামান আসাদকে সদস্য সচিব করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট আহমেদ কমিটি গঠন করা হয়েছে। যুগ্ম আহ্বায়কের পদ পেয়েছেন আব্দুল আজিজ, জিল্লুর রহমান চৌধুরী বাবুল, মিজানুর রহমান ডিউক, মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন, সাইফুল ইসলাম আফতাব, দাউদার মাহমুদ। এ ছাড়া কমিটিতে সদস্য পদ পেয়েছেন শহিদুল ইসলাম রাজু, সাবিনা ইয়াসমিন, আবুল কাশেম, তারিকুল টিটু, ব্যারিস্টার আবু হেনা মোস্তফা,

৭-এর পাতায় দেখুন

বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যু: প্রথম দিনই পেছালো সাক্ষ্যগ্রহণ

স্টাফ রিপোর্টার : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় তেলাপোকার কীটনাশকে বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলায় প্রথম দিনেই সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। গতকাল রোববার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক মাসুদ করিমের আদালতে মামলাটি সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ছিল। তবে আসামিপক্ষ চার্জগঠনের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে গেছেন। এজন্য তারা সাক্ষ্য পেছানোর জন্য সময় আবেদন করেন। আদালত সময় আবেদন মঞ্জুর করে ৫ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্যগ্রহণের পরবর্তী তারিখ ধার্য করেছেন। আসামিরা হলেন-পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস কোম্পানির চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান, এমডি ফরহাদুল আমিন, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মোসলেহ উদ্দিন শামীম ও স্প্রে ম্যান মো. টিটু মোল্লা। গত ১৪ জানুয়ারি আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করেন আদালত। মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২ জুন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার মোবারক হোসেন তুষারের বাসায়

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে মাছ সংকটে শুঁটকি উৎপাদন ব্যাহত রাজস্ব হ্রাসসহ প্রভাব পড়ছে রপ্তানিতেও

দেশের একটি বৃহৎ শুঁটকি উৎপাদনের ক্ষেত্র হলো, সুন্দরবনের দুবলার শুঁটকিপল্লিতে। কিন্তু মাছের ভরা মৌসুমও সেখানে মাছের সংকট দেখা দিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের মিঠাপানিতে দেশি জাতের মাছের সংকট ও সমুদ্রসীমায় মাছের মজুদ হ্রাস পাওয়ায় শুঁটকি উৎপাদনেও প্রভাব পড়ছে। এদিকে, প্রতিবছর শুঁটকি খাত থেকে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় হয় কোটি কোটি টাকা। এছাড়া জাপান, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশে মাছ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়; শুঁটকি উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রভাব পড়ছে রপ্তানি খাতেও। সূত্রমতে, প্রতিবছর শুঁটকি খাত থেকে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে প্রায় ২০,০০০ টন শুঁটকি রপ্তানি করা হয়। সংশ্লিষ্টরা মাছ উৎপাদনে ঘাটতির কারণ হিসেবে অতিরিক্ত মাছ ধরা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং নদ-নদীর দূষণকে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের একটি বৃহৎ শুঁটকি উৎপাদনের ক্ষেত্র হলো, সুন্দরবনের দুবলার শুঁটকিপল্লিতে। কিন্তু মাছের ভরা মৌসুমও সেখানে মাছের সংকট দেখা দিয়েছে। সাগরে জাল ফেলে প্রত্যাশা অনুযায়ী মাছ পাচ্ছেন না জেলেরা। মাছ শুকানোর বেশিরভাগ ভারা (মাচা) ও চাতাল খালি পড়ে আছে। শুঁটকি উৎপাদন কম হওয়ায় এ বছর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হতে পারে বলে মনে করছে বন বিভাগ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে সংস্থাটি। বন কর্মকর্তারা জানান, ধীরে ধীরে সাগরের গভীরতা কমছে। পরিবর্তিত হচ্ছে পানির গতিপথ। যে কারণে মাছের আধিক্য কম হতে পারে। অন্যদিকে সাগরে ঘন ঘন সৃষ্টি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ফলে সাগর উত্তাল থাকায় ঠিকমতো জাল ফেলতে পারছেন না জেলেরা। মাছ কম হওয়ার এটিও একটি কারণ। মাছ সংকটের কারণে শুঁটকি উৎপাদন না হওয়ায় সপ্তাহে এক থেকে সোয়া কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে। সুন্দরবন পূর্ব বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) কাজী মুহাম্মদ নুরল করীম বলেন, মাছ না পাওয়ায় জেলে-মহাজনদের লোকসানের পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব আয়েও ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। গত বছর শুঁটকি খাত

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক প্রতিমন্ত্রী এনাম রিমান্ড শেষে কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন রাজধানীর মিরপুরে হকার সাগর হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমানের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

রাজশাহীতে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক

বাজারে যোগান বাড়ছে।

তিনি সকলকে প্যাকেট খাবার পরিহার করে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।খাবার প্রস্তুতকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিরাপদ খাবার প্রস্তুত করতে হবে। আমরা এককভাবে কেউ এই সমস্যার সমাধান করতে পারব না। আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে এ সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব হবে না।

বই ছাপার আগে পুলিশের নিরীক্ষা

মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন,

অন্তর্বর্তী সরকার জুলাইয়ের স্পিরিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই স্পিরিটের অন্যতম হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ফলে বই ছাপার আগে পুলিশ বা অন্য কারো সেটা নিরীক্ষা করার প্রশ্নই আসে না। যে পুলিশ কর্মকর্তার বরাতে এটা গতকাল থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। স্ট্যাটাসে উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেন, সব রকম বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বলে রাখা ভালো- বই প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সেন্সরশিপের প্রশ্নই আসে না। সরকার মত প্রকাশ এবং লেখার স্বাধীনতায় পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এখনো আগের মতোই চাঁদাবাজি

কয়েকটা স্টেকহোল্ডারকে এখনো চাঁদা দিতে হয়। এসব কারণে নিত্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বণিক বার্তা আয়োজিত পলিসি কনক্লেভে এসব কথা বলেন তিনি। 'খাদ্যপণ্যের যৌক্তিক দাম: বাজার তত্ত্বাবধানের কৌশল অনুসন্ধান' শিরোনামে এ পলিসি কনক্লেভ হয়। এদিকে খাদ্যপণ্যের যৌক্তিক দাম নির্ধারণে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে মন্তব্য করে সারজিস বলেন, সব রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র এখানে থাকা দরকার ছিল। তাদের সদিচ্ছা ছাড়া বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অনিয়ম-দুর্নীতি জেনেটিক্যালি ঢুকে গেছে। সেজন্য দেশকে রাতারাতি বদলানো যাবে না। তিনি বলেন, এটা আমাদের রাজনৈতিক কালচার। নতুন বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে খুনি হাসি-না বলতে পারি আমরা। সে সৎ সাহস আমাদের আছে। উপদেষ্টাদের উদ্দেশ্য করে সারজিস আলম বলেন, এখন যারা উপদেষ্টা রয়েছেন তারা সবাই ভালো মানুষ। দুষ্কৃতকারীরা সবাই দ্রুত ভালো হয়ে যাবে বলে তারা মনে করছেন। কিন্তু সেটা নয়। আপনাদের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এদের সংস্কার করার জন্য। তিনি বলেন, ২৪ জন উপদেষ্টা যদি ২৪টা সংস্কার করেন তাহলেই অনেক বড় পরিবর্তন হবে। এই প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি। শুধু সবার সদিচ্ছা দরকার। সারজিস আরও বলেন, আমদানিকরণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরি। কয়েকটি বৃহৎ কোম্পানি সবকিছু নির্ধারণ করে দেয়। সে ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক বাজার থেকে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দিকে যেতে হবে। সর্বোপরি সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাজারে ভারসাম্য আনা যাবে। বড় বড় কোম্পানি দেশের স্বার্থে অন্তত কিছু হলেও করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। সারজিস বলেন, তারা হাসপাতাল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কিছু করতে পারলে বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ আপনাদের স্মরণ রাখবে। একইভাবে ব্যক্তিগতভাবে সৎ হতে হবে। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিগত লোভই সব অনিয়মের কারণ। এর থেকে বের হতে না পারলে আমরা একই চক্রের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকব।

বর্ষার আগে ঢাকার ১৯ খালে প্রবাহ

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কীভাবে বর্ষার আগে খালগুলোতে প্রবাহ ফেরাতে পারি, আমরা তিন-চারটি মন্ত্রণালয় বসে কাজ করছি। প্রথমে খনন করব। এরপর ধাপে ধাপে বাকি কাজে এগোবো। তিনি বলেন, আমরা চাই খালগুলো হবে প্রাণকেন্দ্র। এই খালে মশা ছাড়া কিছুই নেই। আমরা স্থানীয়দের নিয়ে কমিটি করে দেব। তারাই খাল দখল ও দূষণ রোধে কাজ করবে। খালের পাড়ে সবুজ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। একইসঙ্গে খালে মাছ যাতে বাঁচে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, আমরা আশা করি, চলতি বর্ষার আগে ১৯টি খালের পানির প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে পারব। আমরা এই ১৯টি খাল নিয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান করার পরিকল্পনা করছি। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, খালের সমস্যা দীর্ঘদিনের, যার সমাধান মুহূর্তেই করা সম্ভব নয়। আমরা কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। তার মধ্যে ব্লু নেটওয়ার্ক তৈরি অন্যতম।

তিনি বলেন, আমরা ১৯টি খাল উদ্ধারের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। ব্লু নেটওয়ার্ক একটি চ্যানেল তৈরি করে পার্কের মতো তৈরি করা হবে। যাতে মানুষ খাল দেখে দূরে সরে না যায়, কাছে আসতে বাধ্য হয়।

তিনি বলেন, আমরা কোনো প্রকল্পে না গিয়ে কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। কাজটি আমরা শুরু করে দিয়ে যেতে চাই, দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম ও প্রকল্প হাতে নিলে পরবর্তী সরকার এসে নেবে। উপদেষ্টা আদিলুর রহমান বলেন, গত সাড়ে ১৬ বছরে কীভাবে লুটপাট ও দুর্নীতি হয়েছে, তারই একটি নিদর্শন খাল দখল এবং তাতে দূষণ। এরইমধ্যে টোটাইল বিল দখলমুক্ত করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে কাজ হচ্ছে।

লাখো মুসল্লির আমিন, আমিন

বালা-মুসিবত থেকে হেফাজত করার জন্য দুই হাত তুলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় উপস্থিত লাখ লাখ মুসল্লি প্রার্থনা করেন। ২৪ মিনিট স্থায়ী এই মোনাজাতে দুই হাত ওপরে তুলে লাখ মুসল্লি বারবার বলছিলেন, 'আমিন, আমিন'। মোনাজাতের সময় এই ধ্বনিতে পুরো টঙ্গী এলাকা 'আমিন, আমিন' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। তারা সবাই ইহলোকের মঙ্গল ও পরলোকের ক্ষমা প্রার্থনা করে চাইলেন সুখ ও সমৃদ্ধি। প্রথম পর্বের শুরায়ী নেজামের ইজতেমা আয়োজক কমিটির মিডিয়া সমন্বয়কারী হাবিবুল্লাহ রায়হান বলেন, রোববার বাদ ফজর ভারতের মাওলানা আব্দুর রহমানের হেদায়েতি বয়ানে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। যারা এখান থেকে চিল্লা, ৩ চিল্লার জন্য জামাতে বের হবেন, তারা জামাতে গিয়ে কি আমল করবে এবং মহল্লায় যারা এখান থেকে ফিরে যাচ্ছেন তারা নিজ এলাকায় গিয়ে কি আমল করবে তার দিকনির্দেশনামূলক বয়ান করা হচ্ছে। মাওলাসা আব্দুল মতিন তাৎক্ষণিকভাবে তা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তিনি আরো জানান, এই বয়ানের পরেই ভারতের মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব নসিহতমূলক কিছু কথা বলবেন। তা বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা জুবায়ের।

বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধের শঙ্কা বাড়াচ্ছে

মাত্র, সামনে তার আরও কঠোর শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা থাকতে পারে। আগের চেয়ে কঠোর শুল্ক ব্যবস্থা: ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ফলে তার বাণিজ্যনীতির কঠোর অবস্থান সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকলে সেটি দূর হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার আগে কানাডা ও মেক্সিকোর কর্মকর্তারা ওয়াশিংটনে দৌড়ঝাঁপ করছিলেন, যাতে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে পারেন, উত্তর আমেরিকার ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে এমন শুল্ক আরোপ হবে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তবে তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি ট্রাম্প। শুল্কের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে কেবল কানাডার তেল ও গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে, যা ১০ শতাংশ হারে শুল্কের আওতায় থাকবে। চীনের ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ শুল্ক তুলনামূলক কম মনে হলেও এটি আগে থেকে চলমান ২৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশটির সঙ্গে নতুন করে বাণিজ্য সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনে তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল চীন, যেখানে প্রায় ৩৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। এবার কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য শুল্কের আওতায় আনা হয়েছে। এমনকি স্মার্টফোন, কম্পিউটার ও খেলনার মতো ভোক্তা-সংশ্লিষ্ট পণ্যও এবার শুল্কের আওতায় এসেছে, যা ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আগেরবারের তুলনায় এবারের শুল্ক ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকর হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে ধাপে ধাপে শুল্ক আরোপ করেছিলেন, যা ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতির জন্য সময় দিয়েছিল। এবার ৪ ফেব্রুয়ারি থেকেই নতুন শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। তিনি আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন ব্যবহার করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি এই শুল্ক আরোপের ক্ষমতা পেয়েছেন।

অর্থনৈতিক প্রভাব ও সমালোচনা : বিশ্লেষকদের মতে, এই নতুন শুল্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব আয় ১১০ বিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে, যা দেশটির মোট রাজস্ব আয়ের মাত্র ২ শতাংশ। এই শুল্কের ব্যয় মূলত বহন করতে হবে মার্কিন ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের। মেক্সিকো ও কানাডা থেকে আমদানি হওয়া গাড়ি, টমেটো, অ্যাভোকাডো, ও তেলসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে পারে। ট্রাম্প বিশ্বাস করেন, উচ্চ শুল্ক আরোপের মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বাড়াতে পারবেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মতো দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে না। তিন দশকের বেশি সময় ধরে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। মেক্সিকো ও কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে। তবে তারা একটি দোটানার মধ্যে রয়েছেড় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পাল্টা শুল্ক বসালে তাদের নিজেদের অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, আবার কোনো পদক্ষেপ না নিলে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। ট্রাম্প এর মধ্যেই ইউরোপের বিরুদ্ধে নতুন শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং তেল ও গ্যাসের ওপর সাধারণ শুল্ক বসানোর পরিকল্পনা করছেন। তার লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া সব পণ্যের ওপর শুল্ক বসানো। অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, কানাডা, মেক্সিকো ও চীনের ওপর আরোপিত শুল্ক বিশ্ববাণিজ্যে ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে। তারচেয়েও বড় কথা, এটি এই সংকটের শুরু মাত্র।

পুলিশের অভিযোগপত্রে

আক্তার আদালতে হাজির হয়েছেন। তাদের আইনজীবী ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান বলেন, বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ নারাজি দাখিল করেছেন। আমরা চাচ্ছি, আদালত যেন অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করে বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেন। জানা যায়, গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে ৮টার সময় একজন যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের গেটে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র তাকে আটক করে প্রথমে ফজলুল হক মুসলিম হলের মূল ভবনের গেস্ট রুমে নিয়ে যান। পরে মোবাইল চুরির অভিযোগ করে তারা ওই যুবককে এলোপাতাড়ি চড়-থাপ্পড় ও কিল-ঘুষি মারেন। জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক তার নাম তোফাজ্জল বলে জানান। পরে তাকে মানসিক রোগী বুঝতে পেরে তাকে হলের ক্যান্টিনে নিয়ে খাবার খাওয়ানো হয়। এরপর তাকে হলের দক্ষিণ ভবনের গেস্ট রুমে নিয়ে জানালার সঙ্গে হাত বেঁধে স্ট্যাম্প, হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল কিছু ছাত্র বেধড়ক মারধর করলে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রাত ১টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন দুপুরে শাহবাগ থানায় মামলা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিসের সুপারভাইজার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ। মামলাটি তদন্ত করে গত ৩০ ডিসেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার ইন্সপেক্টর মো. আসাদুজ্জামান। অভিযোগপত্রে প্রতিষ্ঠানের ২১ শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত আসামিরা হলেন- ফজলুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক উপ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. জালাল মিয়া, মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী সুমন মিয়া, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের মো. মোত্তাকিন সাকিন, ভূগোল বিভাগের আল হোসেন সাজ্জাদ। ওই হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আহসান উল্লাহ, ওয়াজিবুল আলম, ফিরোজ কবির, আব্দুস সামাদ, শাকির হাসান, ইয়াসিন আলী, ইয়ামুজ্জামান ইয়াম, ফজলে রাব্বি, শাহরিয়ার কবির শোভন, মেহেদী হাসান ইমরান, রাতুল হাসান, সুলতান মিয়া, নাসির উদ্দিন, মোবাশ্বের বিল্লাহ, শিশির আহমেদ, মহসিন উদ্দিন ও আব্দুল্লাহহিল কাফি। তাদের মধ্যে প্রথম ৬ জন আদালতে অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন।

আলটিমেটাম দিয়ে কখনো

করছে ভালো কথা, তবে তাদের পরিধি দেখা হবে। কর্মসূচি যদি দিতেই হয় শিক্ষা কার্যক্রম ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে এমন আন্দোলন করা ঠিক নয়। দাবির মুখে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে না। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ১৩ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। এসময় শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সাত কলেজ নিয়ে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় করার কাজ চলছে, তাতে তিতুমীর কলেজও থাকবে। তবে কাউকে যদি বিশেষ বিবেচনা করি সেটা হবে রাজশাহী কলেজ। কারণ রাজশাহী কলেজ অনেক পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী। তিতুমীর কলেজকে বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হবে কি? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি কোনো বিশেষ বিবেচনা করিনি। বিশেষ বিবেচনায় যদি নিয়ে থাকি তবে সেটি হবে রাজশাহী কলেজ। কেউ যদি বিশেষ বিবেচনায় থাকে সেটা হবে রাজশাহী কলেজ। আলটিমেটাম বা সময় বেঁধে দিয়ে কখনো বিশ্ববিদ্যালয় হয় না। একটা সুশাসন ও সংস্কারের জন্য আমরা এসেছি। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে তৈরির জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারা কাজ করছেন। তিনি বলেন, দেশের মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অর্ধেকই গঠিত হয়েছে সবশেষ সাত বছরে, যা বিশ্বে এক অনন্য রেকর্ড। আন্দোলন করা ভালো, কিন্তু পরীক্ষাও দিতে হবে। যারা নিয়মিত ক্লাস করতে চায় এবং জনদুর্ভোগ যেন না হয় সেদিকে নজর রেখে কর্মসূচি দেওয়া উচিত। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সময় বেঁধে দিয়ে দাবি জানানো যৌক্তিক নয়। দাবির মুখে আমরা এমন কোনো অযৌক্তিক কিছু আর মেনে নেবো না।

দুর্ঘটনা এড়াতে ব্যাটারিচালিত

ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করছে। এসব রিকশার চালকদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, চালকদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তারা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালান। এতে বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন যেমন ছোটবড় দুর্ঘটনা ঘটছে, তেমনি পথচারীদের চলাচল ও সড়ক পারাপারে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এতে বলা হয়, বেআইনি ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার পরও ব্যাটারিচালিত রিকশা এখনও নিষিদ্ধ করা যাচ্ছে না। কারণ, এর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে অন্তত দেড় কোটি মানুষ নির্ভরশীল। দুর্ঘটনা এড়াতে শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, চালকদের অবিলম্বে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ ধরনের রিকশার অবকাঠামোগত মানোন্নয়নের জোর দাবি জানান নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটির নেতারা।

সংকটে দেশের পোশাক খাত

নেমেছে। যেখানে ভারতের রপ্তানি ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ বেড়ে ৪৪০ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে। বহুদিন ধরে পোশাক খাতে আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে আসা ভারত সরকার এটাকে বড় সুযোগ ধরে তা কাজে লাগাতে আগ্রহী। ভারতে টেক্সটাইল বা বস্ত্র খাতের উন্নয়নে সরকারি অর্থায়নে বহু প্রকল্প চলমান আছে। পাশাপাশি রপ্তানিকারকদের জন্য প্রণোদনা ও শুল্ক ছাড়ের সুবিধাও রাখা হয়েছে। এদিকে, প্রায় সব খাতেই রপ্তানি ভর্তুকি কমিয়েছে বাংলাদেশ। এর দুটি কারণ দেখিয়েছে সরকার। যার মধ্যে রয়েছে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর চাপ কমানো এবং ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদা হারানোর পর বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রস্তুত করা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াতে রপ্তানিকারকরা যে নগদ সহায়তা পেত তাও কমানো হয়েছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এটি সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ করা হয়। আর চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই সুবিধা আরও কমিয়ে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও উৎপাদন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতির মধ্যেও রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) সুবিধাও কমানো হয়েছে। এদিকে, চীনের পর বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্য অনুযায়ী, বছরে ৩৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে তৈরি পোশাকের বাজারের ৭.৪ শতাংশ দখল রেখেছে বাংলাদেশ। বিপরীতে, ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অবস্থানে থেকে বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে ৩ শতাংশের বেশি দখলে রেখেছে। বাজারে এই আরও বাড়াতে চায় দেশটি। এদিকে, বাংলাদেশের অর্ডার ভারতে চলে যাওয়ার প্রধান কারণ রাজনৈতিক সংকট হলেও এক্ষেত্রে চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের উচ্চ শুল্ক আরোপের প্রভাবও রয়েছে। আন্তর্জাতিক খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলো ঝুঁকি নিতে চায় না। সেই কারণে দুই বছর আগেও ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার ও ইথিওপিয়া থেকে বিপুল রপ্তানি আদেশ বাংলাদেশে এসেছিল। কারণ তখন ভালো দাম, গুণমান ও অনুকূল ব্যবসার পরিবেশ ছিল। একইভাবে এখন বাংলাদেশের অর্ডার চলে যাচ্ছে, ভারতও তা লুফে নিচ্ছে। শুধু আর্থিক সহায়তা দিয়েই শেষ করেনি ভারত, বিশ্ববাজারে দখল বাড়াতে আগ্রাসী অভিযানে নেমেছে। ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে বড় বস্ত্রমেলার আয়োজন করছে ভারত। 'ভারত টেক্স ২০২৫' নামে এই মেলা হবে সবচেয়ে বড় টেক্সটাইল প্রদর্শনী। সেখানে বিশ্বের নামীদামি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের টানার চেষ্টা করবে ভারত। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএর তথ্য বলছে, দেশে গত জুলাই ও আগস্ট, এই দুই মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদল এবং চলমান অস্থিরতার কারণে কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। সময়মতো 'শিপমেন্ট' করা যায়নি। ফলে বরাত অনুযায়ী মাল দিতে উড়োজাহাজে পণ্য পাঠাতে হয়েছে। এতে বাড়তি খরচ পড়েছে। তা সত্ত্বেও ৪৫ শতাংশ কারখানার রপ্তানির বরাত এ সময় বাতিল হয়েছে। এতে সামগ্রিকভাবে পোশাক ও বস্ত্র খাতে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে অনেক কারখানায় বেতন দিতে দেরি হচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্যে বেতন-বোনাস নিয়ে অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। শ্রমিকরা বলছেন, বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুরি নির্ধারণ হোক। কারখানা শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে বিভি-ন্ন কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন করে আসছেন। গার্মেন্টস শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজেএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান জানান, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে পোশাক শিল্পে কোনো বিকল্প নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশ থেকে যে রেমিট্যান্স আসছে তার অন্যতম খাত হলো গার্মেন্টস শিল্প। প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক অর্থ আয় করছে। যে কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিরূপণের সে দেশের শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সময়ের প্রয়োজনে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। ভোক্তা চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের বহুমুখীকরণ বা বৈচিত্র্যায়ন, কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হলে পোশাকশিল্প দেশের অর্থনীতিতে যে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে তা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। এদিকে, পোশাক খাতের সংকটের প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে ৫৮ কোটি মার্কিন ডলারের, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৮৭ কোটি ডলার কম। এক বছরের ব্যবধানে ঋণপত্র খোলা কমেছে ৩৩ শতাংশ। ঋণপত্র নিষ্পত্তির হারও ১৯ শতাংশ কমেছে। মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাওয়ার মানে হলো বিনিয়োগ কমে যাওয়া এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ব্যাহত হওয়া, যা অর্থনীতিতে দীর্ঘকালীন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এমন সংকটে তৈরি পোশাকের বাজারে দেশের দখল ধরে রাখা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী কৌশল যেমন জরুরি, তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তাও খুবই জরুরি। এখন নজিরবিহীন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি পার করছে বাংলাদেশ। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা কমাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা অপরিহার্য।

কারা অধিদপ্তরের লোগো থেকে

সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ' এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের সকল কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তোলার মানসে কারা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পরবর্তী সময়ে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কারের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় কারা প্রশাসনেও বেশ কিছু সংস্কার ও পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে শৃঙ্খলা আনয়নসহ বন্দিদের সকল প্রকার প্রাপ্য বিধি বিধানের আলোকে নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দিদের খাবারের তালিকায় আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি, কারাগারগুলোকে উৎপাদনমুখী করা, কারাবন্দি ও কর্মচারীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ এবং প্রতিটি কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের ন্যায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠানো অনুচিত। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি। উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় রাখার জন্য গণঅভ্যুত্থানের পরপরই তরুণরা দল গঠন করেনি। তখন দল গঠন করলে অনেক বেশি মানুষ সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এখনো হয়তো চান। তাই তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সরকার অনেক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। রাষ্ট্রপতি অপসারণের কথা উঠেছিল। তখন আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শকে প্রাধান্য দিয়েছি। উপদেষ্টা নাহিদ বলেন, ড. ইউনূসকে সরিয়ে অন্য কোনো ধরণের পরিকল্পনা বা অন্য কিছুর বিষয়ে তারা (বিএনপি) ভাবছে কি না জানি না। যদি ভেবে থাকেন, তাহলে সেটা কারো জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের জায়গাটি আগের চেয়ে কিছুটা কমছে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমার মনে হয় জাতীয় ঐক্য এখনো অটুট আছে। ঐক্য যদি অটুট না থাকতো, রাজনৈতিক দলগুলো যদি সহযোগিতা না করতো তাহলে সরকার পরিচালনা আরও কঠিন হয়ে যেত। আশা করি সামনের দিনে এই সহযোগিতা অটুট থাকবে। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় আমরা যদি সংস্কারের ধারাবাহিকতায় একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক যাত্রা করতে পারি, তাহলে এটাও আমাদের সবার অর্জন হবে। বিশেষ করে যারা পরবর্তী সরকার পরিচালনা করবেন, তাদের কাজ অনেক সহজ হবে।

বাজারে পণ্যের দাম বাড়ার কোনো

দরকার। কারণ বায়তুল মোকাররমের খতিবের যদি পালিয়ে যাওয়া লাগে, তাহলে বুঝতে হবে কী পরিমাণ ধ্বংস করা হয়েছে সবগুলো খাত। তিনি বলেন, আমাদের নীতিগুলো ধনিক শ্রেণিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য হয়েছে। ভোক্তা বা সাধারণ মানুষকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এসব নীতি গ্রহণ হয় না। বিগত ১৫ বছর দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো বিনিয়োগ হয়নি। যদি সেটি না হয় তাহলে কর্মসংস্থান কীভাবে হবে? আমরা কার কাছ থেকে কর আদায় করবো? শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ব্যাংকগুলোকে গত ১৫ বছরে ক্রিমিনাল ইনস্টিটিউট হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংককে ধ্বংস করা হয়েছে। ব্যাংক আইনে দুর্বৃত্তায়ন করা হয়েছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (টিসিবি) ধ্বংস করা হয়েছে ১৫ বছর ধরে। ১২ হাজার কোটি টাকার একটা অপারেশন করে মাত্র ১৪২ জন। উপকারভোগীদের সংখ্যা ১ কোটি। শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু আমরা যখন প্রাথমিকভাবে যাচাই করেছি, দেখলাম ৪৩ লাখ ভুয়া। তিনি বলেন, আমার ধারণা, টিসিবির উপকারভোগী এক্সট্রা লেভেলে যাচাই করলে আরো ২০-২৫ লাখ ভুয়া পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা টিসিবির টেন্ডারে অংশ নেন না। আমি অনুরোধ করছি আপনারা অংশ নিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, টিকে গ্রুপের পরিচালক মোহাম্মাদ মুস্তাফা হায়দার চৌধুরী, সিটি গ্রুপের এমডি মোহাম্মদ হাসান, পোলট্রি খাতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজী ফার্মসের পরিচালক কাজী জাহিন হাসান।

'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে'

র সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে রওনা হন বিএনপি মহাসচিব ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংলাপের একটি প্ল্যাটফর্ম। গত ১১ জানুয়ারি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে মার্কিন কংগ্রেসের আয়োজিত 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' কমিটি চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানায়।

একনেকে ১২ হাজার ৫৩২ কোটি

সেটি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণ ব্যবস্থাপনা (দ্বিতীয় সংশোধিত) চতুর্থবার মেয়াদ বৃদ্ধি প্রজেক্ট। এছাড়া পরিকল্পনা উপদেষ্টা অনুমোদিত চারটি প্রকল্প একনেকে অবগতির জন্য তোলা হয়। এগুলো হচ্ছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প; এ্যাকুয়েট ইকোসিস্টেম কনভারসেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য নর্থ ইস্ট অ্যান্ড সাউথ ওয়েস্ট রিজন অব বাংলাদেশ ইউএসআইডি ইকোসিস্টেম প্রকল্প; চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট ব্রিজিং (ডিডিএসপি-বি) প্রজেক্ট; পুরান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প।

আখেরি মোনাজাত শেষে ফিরতি পথে

যাত্রীদের কাছে আদায় করে হচ্ছে দ্বিগুণ ভাড়া। আব্দুল্লাহপুর থেকে খিলক্ষেত পিকআপে করে এসেছেন মুসল্লি আব্দুল আলিম। তিনি বলেন, টঙ্গীর দিক থেকে যে-সব বাস ঢাকার দিকে আসছে সেগুলোতে উঠার কোনো কায়দা নেই। এছাড়া শত শত পিকআপ আছে যেখানে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে ৫০/১০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। এমন বিড়ম্বনায় অনেকে পায়ে হেঁটে ফিরতে শুরু করেছেন। আমি ৫০ টাকায় আব্দুল্লাহপুর থেকে পিকআপে খিলক্ষেত এলাম। এখন কুড়িল থেকে রামপুরা যাবো। একটি পিকআপের চালকের সহকারী মোখলেছুর রহমান বলেন, ইজতেমা শেষে একটি ট্রিপ মারবো তাই গত রাত থেকেই টঙ্গীতে গাড়ি নিয়ে গেছি। সারারাত থেকেছি তাই একটু বেশি ভাড়া নিচ্ছি। এরপর সারাদিন আর কোনো ট্রিপ থাকবে না। ইজতেমার দিক থেকে আসা তুরাগ বাসের চালক হামিদুর মিয়া বলেন, আব্দুল্লাহপুর থেকে বাসে যাত্রী তুলে একবারে সায়েদাবাদ পর্যন্ত যাবো। তাই সিটিং করে যাত্রী তুলেছি যে যেখানেই নামুক ভাড়া ১৫০ টাকা। এই ট্রিপ নেওয়ার জন্য গতকাল থেকে ওইদিকে বাস রেখেছিলাম। এর আগে আমিন আমিন... ধ্বনিতে কম্পিত হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার ময়দান। তুরাগ তীর ছাড়িয়ে জনসমুদ্রে রূপ নেয় মুসলমানদের এ জলসা। মোনাজাতে শরিক হয়ে সবাই খোদার ধ্যানে মগ্ন হন। আমিন আমিন বলে পরম করুণাময়ের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। যে যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে আমিন আমিন বলেছেন। গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগতীরে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইজতেমার 'প্রথম পর্বের প্রথম ধাপ' শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) বাদ মাগরিব টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে ভারতের মাওলানা ইব্রাহিম দেওলার আম বয়ানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইজতেমার ৫৮তম জমায়েত শুরু হয়। শুরায়ে নিজামের প্রথম পর্বের প্রথম ধাপের তিন দিনের এ ইজতেমায় লাখো মুসল্লি অংশ নিয়েছেন।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

আছে। ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক রচিত 'ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য' গ্রন্থে লিখেছেন, একাধিক ভাষা বা সম্প্রদায় অধ্যুষিত দেশ বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক স্বার্থের অসম বিকাশ, তা কোন কারণেই হোক না কেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার না করে পারে না। আর সেই প্রতিক্রিয়ার টানে ওই জাতি বা সম্প্রদায় সেই অসমতা দূর করার বা তাদের অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছায় যে কোন রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণ করতে পারে। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের শেকড় ছোঁয়া সম্পর্কের বিষয়টি প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে বিবেচনায় আসে। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের শিক্ষিত অংশ বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। উর্দুকে তাঁরা চেয়েছিলেন মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হিসেবে। বাংলা উর্দু আরবীর মধ্য থেকে বাঙালী জাতি তাঁদের আত্মঅন্বেষ শুরু করেন। কায়েদে আজম জিন্নাহ যখন ঢাকা সফরে এসেছিলেন তখন তার এই সফর শুধু সফরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলেন। সেদিন তার বক্তৃতায় তিনটি কথা উল্লেখ করেন। উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, কমিউনিস্ট ও বিদেশী চরদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্ররক্ষার প্রয়োজনে সতর্কতা থাকতে হবে। অন্যটি হলো লীগের বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি। এই কথাগুলো বলে তিনি গণতন্ত্রের কবর রচনা করে চলে গেলেন। বদরুদ্দীন উমর ভাষাসৈনিক গাজীউল হককে নিয়ে লিখেছেন, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দেয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে যারা পরিচিত তার মধ্যে গাজীউল হক একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। ১৯৫২ সালে তিনি কোন রাজনৈতিক দল অথবা ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত না থাকলেও তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুকে অবলম্বন করে যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও তৎপরতা চলত তার সঙ্গে নিজ জেলা বগুড়া ও পরে ঢাকায়, সম্পর্কিত থাকার কারণে তিনি ছাত্র ও রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ছিলেন। পরে তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ভাল পরিচয় হলেও ১৯৫২ সালে সে রকম কিছু ছিল না। আমি তখন অবশ্য তাকে একজন ছাত্রনেতা হিসেবে জানতাম। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যাদের সামান্য পরিচয় আছে তারা জানেন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত আমতলায় যে বিখ্যাত ছাত্রজমায়েত হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন গাজীউল হক। কিভাবে তিনি ওই জমায়েতে সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন সেটা তার নিজের জবানিতে আমি বলব তার পত্র উদ্ধৃত করে। কিন্তু তার আগে বলা দরকার, আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় যখন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করি তখন সেই আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করি তার সাক্ষাতকার নেয়া এবং তার কাছে কিছু কাগজপত্র থাকলে সংগ্রহের জন্য, যাতে আমি সেগুলো দলিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আমার চিঠির জবাবে ১৩-৩-১৯৬৮ তিনি তার চিঠিতে আমাকে লেখেন, 'আপনার ২-৩-৬৮ চিঠি পেয়েছি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ওপর বই লিখছেন জেনে অত্যন্ত আনন্দিত। অনেকদিন আগে ১৯৫৫ সালে ঢাকা জেলে বসে ঠিক করেছিলাম ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুলে ধরব পূর্ব পাকিস্তানের জনতার সম্মুখে। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তকে কাজে রূপ দিতে পারিনি প্রধানত ২টা কারণে। প্রথম কারণ, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে আমি এমনভাবে জড়িয়েছিলাম যে, কিছু লিখতে গেলেই আমার লেখায় আমার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। লেখকের পক্ষে এ এক অমার্জনীয় অপরাধ। দ্বিতীয় কারণ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তৎকালীন বৃহত্তর সংহতির স্বার্থে সব ঘটনা প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে মনে পড়েছে 'বন্ধুদের কথা', মনে হয়েছে এক অন্যায় করে যাচ্ছি সেদিনের বন্ধুদের সাহস-শৌর্যের প্রথম স্ফুরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশ না করে। আপনি লিখছেন জেনে যেমন আনন্দ অনুভব করছি, তেমনি ভরসা পাচ্ছি। একটি শক্তিশালী লেখনী আমার দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, তাই সম্ভব করতে যাচ্ছেন। 'ভাষা আন্দোলনের ওপর কিছু প্রচারপত্র আমার কাছে ছিল। কিন্তু ৯২(ক) ধারায় সামরিক শাসনের তা হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তা উদ্ধার করা গেল না। সুতরাং আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।' (এই চিঠিপত্রগুলো বাংলা একাডেমি ঢাকা কর্তৃক জুলাই ১৯৮৫ তারিখে প্রকাশিত আমার 'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল' নামে বইটির দ্বিতীয় খ- ছাপা হয়েছে। ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি তার নিজের ভূমিকা সম্পর্কে আমার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি তার চিঠিতে বলেন, '২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠক বসে। আমি সে বৈঠকে উপস্থিত না হয়ে ফজলুল হক হলে কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করতে থাকি। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুক্তি দেখানও হয় যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে সরকারী জুলুম নেমে আসবে। ফলে আসন্ন নির্বাচন পিছিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত জনসাধারণ ভাষা আন্দোলনের পেছনে জমায়েত হবে না। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশের মতে। তোহা সাহেব, অলি আহাদ, আবদুল মতিন উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ওকালতি করেন।' গাজীউল হক সাহেব এখানে তোহা সাহেব সম্পর্কে যা বলেন, তা ঠিক নয়। তোহা সাহেব ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট না দিয়ে ভোটদানে বিরত থাকেন। কারণ, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি তখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই মর্মে কোন নির্দেশও তার কাছে পাঠাতে পারেনি। পরে সিদ্ধান্ত হয় একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট করার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার। এতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য পিছিয়ে গেলেও ছাত্রদের দৃঢ়তায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়। ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায়। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, সফিউরসহ নাম না জানা অনেকে শহীদ হন। এর পর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলন। ছাত্রদের প্রবল প্রত্যাশার মুখে ক্ষমতালিপ্সু পাকিস্তানীদের হিসাব-নিকাশের রাজনীতি উড়ে গিয়েছিল সেদিন। রক্তের বিনিময়ে বাঙালী পেয়েছিল মাতৃভাষা বাংলাকে। এ কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালী জাতির চির প্রেরণার প্রতীক।

ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠানে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নাও যেতে পারেন। তার পক্ষ থেকে একমাত্র কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান যেতে পারেন প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে।

নির্বাচিত সরকার আসার আগে

আমাদের তো সেরকম নাই। ইউ নো দ্য লিমিটিশেন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, একজন দুজন ম্যাজিস্ট্রেট এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তিনি বলেন, চাঁদাবাজিতে এখন তিনটি বড় দল জড়িত। এক, আগে যারা ছিল তারাও আছে; দুই, যারা এখন পলিটিক্যালি ইমার্জিং মাঠপর্যায়ে আছে, তারাও চাঁদাবাজি করছে। তিন, স্থানীয় জনগণ। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের ইস্যুতে প্রশ্ন করা হলে উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক দলের তো ভোটের দিকে নজর থাকে। তারা ক্ষমতায় যেতে চায়। বড় রাজনৈতিক দল যাদের একেবারে মাঠ পর্যায়ে কর্মী আছে, তাদের তো নিয়ন্ত্রণ করা এখন অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য একটু কঠিন হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়ত দুর্যোগের বিষয়টিও, কুমিল্লায় যেমন বন্যা হলো, শেরপুর-ময়মনসিংহে অতিবৃষ্টি হলো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমস্যার সম্মুখীন তো হয়েছি। তাই এখনো মুল্যস্ফীতি অনেক বেশি। সমস্যাটা সমাধান হবে কি না, এমন প্রশ্নে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা চেষ্টা করছি। আমরা আশা করছি, জুনের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৮ এর নিচে নিয়ে আসতে পারবো। একেবারে পাঁচ-ছয়-চারে চলে যাওয়া অসম্ভব। পাঁচ তো আদর্শিক অবস্থান। পরে সিন্ডিকেট নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সিন্ডিকেট ভাঙতে চেষ্টা করছি। আমাদের এখন সরকারি কয়েকটি সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যারা কিনা পর্যাপ্ত নয়। টিসিবি কার্ড দিয়ে বা ডেপুটি কমিশনার, ইউএনও দিয়ে তো মার্কেট কনট্রোল করা যাচ্ছে না। তারা একবার গেল, পরে চলে এলো। পুলিশও আগের মতো সক্রিয় না। মূল বিষয় হচ্ছে, জনগণকে সচেতন হতে হবে।

কোল্ড স্টোরেজে ভাড়া বৃদ্ধি, কৃষক আলু ফেলে দিলেন রাস্তায়

স্টাফ রিপোর্টার : আলু সংরক্ষণের কোল্ড স্টোরেজগুলোতে ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজশাহীর মোহনপুরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন কৃষকেরা। প্রতিবাদে তারা সড়কে আলু ফেলে দিয়েছেন। গতকাল রোববার বেলা ১১টায় মোহনপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা। কৃষকরা জানান, প্রতি কেজি আলুর সংক্ষণের জন্য আগে চার টাকা ভাড়া দিতে হতো তাদের। সম্প্রতি তা বৃদ্ধি করে আট টাকা নির্ধারণ করেছেন কোল্ড স্টোরেজের মালিকেরা। আলু সংক্ষণের ভাড়া কমানো না হলে তারা এই অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি মহাসড়ক অবরোধ করার হুমকিও দেন। সমাবেশে এক হাজার জনের মতো কৃষক অংশ নেন।

বরখাস্ত হচ্ছেন সেই প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা

স্টাফ রিপোর্টার : সংবিধান ও ভোটার তালিকা নিয়ে আইন পরিপন্থি বক্তব্য দেওয়ায় চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হচ্ছেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) সাহাব উদ্দিন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা এফএনএসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা সূত্রে জানা গেছে, সাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে চাকরিবিধি ও নির্বাচন আইন লঙ্ঘনের কারণে বিভাগীয় মামলা করা হবে। এর আগে গত ২৯ জানুয়ারি এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশ দেন ইসি উপসচিব মাহবুব আলম শাহ। জানা গেছে, টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) সাহাব উদ্দিন গত ২১ জানুয়ারি একটি স্কুল পরিদর্শনকালে এক বক্তব্যে বলেন, 'কিছু শিক্ষক ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে সম্ভবত চলে গেছেন, তো এই কাজটা শিক্ষকরা এইভাবে করতে পারে না। শিক্ষিত বেকার যুবকদের এ কাজটি করার কথা। এর পরও আমাদের অনেক শিক্ষক আছেন ইন্টারেস্টেড হয়ে ইলেকশন অফিসে বা পরিসংখ্যান অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। ছুটি ছাড়া কেউ স্কুল ত্যাগ করতে পারেন না।' বক্তব্যে তিনি আরও বলেছিলেন, 'একজন লোক শিক্ষকের বেতন নেবেন, আবার ওই দিকে নির্বাচন কমিশন থেকে বেতন নেবেন, এক সঙ্গে একই সময়ে দুইটা সুবিধা পাওয়ার ট্রেজারি রুলের ভাষায় কোনো বিধিবিধান নেই এবং এটা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ।' থানা শিক্ষা অফিসার (টিইও) ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের (এইউইও) নির্দেশ দিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, 'টিইও এবং এইউইও সাহেবরা এটা কঠোরভাবে দেখুন। যদি কোনো স্কুলে এ রকম পাওয়া যায়, তাহলে ওই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লেখা ইসির চিঠিতে বলা হয়, 'সংবিধানের ১২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ বলা আছে, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১৯ ধারায় বলা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষণ, সংশোধন বা হালনাগাদকরণ কাজে কাউকে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন, তাহলে তিনি অনধিক এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।' এ বিষয়ে ডিপিইও সাহাব উদ্দিনের বক্তব্য জানতে তাঁর মোবাইল ফোনে কয়েকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঘন কুয়াশায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, চালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাট ঘন কুয়াশায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এনামুল হক (৩৫) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হন। এ ঘটনায় অপর ট্রাকের চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জয়পুরহাট-বগুড়া মহাসড়কে কালাই পৌরশহরের ঠুশিগাড়ী (ব্র্যাক অফিস) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ট্রাকের ক্যাবিন থেকে নিহত চালকের লাশ উদ্ধার করে। নিহত ট্রাকচালক এনামুল হক জয়পুরহাট শহরের একাডেমি নগর মহল্লার মোহাম্মদ আলীর ছেলে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘন কুয়াশার মধ্যে সব যানবাহন হেডলাইট জ্বালিয়ে মহাসড়কে চলাচল করছে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কালাই পৌরশহরের ঠুশিগাড়ি এলাকায় ব্র্যাক অফিসের সামনে বালু ও সিমেন্ট বোঝাই দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় দুই ট্রাকের ক্যাবিন দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বালু বোঝাই ট্রাকের চালক ও সহকারী পালিয়ে গেলেও সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের চালক স্টিয়ারিংয়ের চাপে আটকে মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এসে ক্যাবিন কেটে নিহত চালককে বের করেন। ওসি জাহিদ হোসেন বলেন, নিহতের পরিবারের লোকজন থানায় আসলে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। অভিযোগ পেলে অপর ট্রাকের চালক ও সহকারীকে আইনের আওতায় আনা হবে।

বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাথর আমদানি বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে বোল্ডার (পাথর) আমদানি সাময়িক বন্ধ করেছে বুড়িমারী স্থলবন্দরের আমদানিকারকেরা। গত শনিবার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ভারত ও ভুটান থেকে পাথর আমদানি সাময়িক বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা। তবে অন্যান্য পণ্য আমদানি ও সকল কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। বোল্ডারের আমদানি মূল্য কমানোর দাবিতে? বন্দরের ব্যবসায়ীরা বোল্ডার (পাথর) আমদানি সাময়িক বন্ধ করেন।

বাংলাদেশিদের জন্য, তিন

যোগাযোগের বিবরণ থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যাশিত ইভেন্ট সম্পর্কে আগে থেকে জানাতে দূতাবাসে ই-মেল করতে পারেন। ভিসা আবেদনকারীদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য আবেদন ও অর্থপ্রদান ব্যবস্থা আপগ্রেড করার জন্য দূতাবাস সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ভিসা প্রক্রিয়াকরণে কমপক্ষে ১০ কার্যদিবস সময় লাগে। আবেদনকারীদের তাদের আবেদন দ্রুত জমা দেওয়ার জন্য জোরালোভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাঘী পূর্ণিমা পালনের জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার থাই দূতাবাস বন্ধ থাকবে বলেও জানিয়েছে থাই দূতাবাস।

খাদ্য কবে নিরাপদ হবে?

শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই এখন নিরাপদতা নেই, যা দুঃখজনক। আবার অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের সচেতনতা ও অজ্ঞতার কারণে খাদ্য অনিরাপদ হচ্ছে। কৃষকেরা ভুলবশত বেশি পরিমাণে কীটনাশক ও গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করছে। কিছু অসৎ ব্যবসায়ী এ সুযোগটা নিচ্ছে।' পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. আলী আব্বাস মোহাম্মদ খোরশেদ বলেন, 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। অজ্ঞতা ও সচেতনতার কারণে যেমন কৃষকদের কাছে খাদ্য নিরাপদ থাকছে না, তেমনি কেনার পর খাবার খাওয়ার আগ পর্যন্ত খাদ্য নিরাপদ রাখার দায়িত্ব ভোক্তার, সেখানেও কিন্তু খাবার অনিরাপদ হচ্ছে। তাই এখানে উৎপাদক, বিপণনকর্মী ভোক্তাসহ সব অংশীদারের দায়িত্ব নিতে হবে।' অনিরাপদ খাদ্যের বড় উৎস হোটেল-রেস্তোরাঁ-ফুটপাত : এদিকে উৎপাদন ও ভোক্তাদের বাসাবাড়িতে শুধু নয়, দেশে অনিরাপদ খাদ্যের এক বড় উৎস হয়ে উঠছে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও রাস্তাঘাট-ফুটপাতের খোলা খাবার। কারণ শহরকেন্দ্রিক অনেক মানুষ এখন রেস্তোরাঁর খাবারের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। এর মধ্যে উচ্চমূল্যের কারণে নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা ভিড় জমাচ্ছেন রাস্তাঘাটের খোলা খাবারে। তবে ফুটপাত, ফুডকোর্টসহ রেস্তোরাঁগুলো এখন পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। পচা-বাসি কিংবা নিম্নমানের খাবারের কারণে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণকারী মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। সেসব তত্ত্বাবধায়নেও বিএফএসএ খুব বেশি কার্যক্রম দেখাতে পারেনি। যা বলছেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান : এসব বিষয়ে বিএফএসএ চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জাকারিয়া বলেন, 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যত বড় কাজ, সে তুলনায় আমাদের যাত্রা খুব অল্প সময়ের। এ সংস্থার জনবল ও ল্যাবের ঘাটতি রয়েছে। যেখানে দেশের খাদ্য স্থাপনা দ্রুত বাড়ছে। তবে আমরা জাইকার সহায়তায় প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপন করছি। শিগগির এ কাজ শুরু হবে। তখন আমরা প্রচুর খাদ্য পরীক্ষা করতে পারবো। এছাড়া আমরা ভ্রাম্যমাণ কিছু ল্যাব চালু করছি।'জনবল বাড়ানোর প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি। আরও বলেন, 'আইন ও বিধিমালা নতুন করে সংস্কার করছি। সেগুলো বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সমন্বয় করে করছি।

উপকূলে ভেসে আসা ২০ মরদেহ

অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে দূতাবাস বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছে।' 'স্থানীয় উদ্ধারকারী কর্তৃপক্ষের মতে, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি নৌকা ভূমধ্যসাগরে ডুবে যাওয়ার পর এসব মরদেহ ব্রেগা তীরে ভেসে এসেছে।' আরও বলা হয়, 'উদ্ধার হওয়া মরদেহের মধ্যে বাংলাদেশি নাগরিক থাকার আশঙ্কার কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে দূতাবাস এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে যোগাযোগ করছে দূতাবাস।' গত শনিবার দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'এসব মানুষ কোন দেশের নাগরিক তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় রেড ক্রিসেন্টের ধারণা, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। আর যে স্থান থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার হয়েছে সেখানে যাওয়ার অনুমতি এখনো পায়নি দূতাবাস।' সূত্র জানায়, গত ২৪ জানুয়ারি লিবিয়া উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে একটি নৌকা ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ওই নৌকায় অনেক বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন। নৌকাটি ডুবে যাওয়ার পর মরদেহ ভেসে আসে লিবিয়া উপকূলে। তবে ওই নৌকায় ঠিক কতজন বাংলাদেশি ছিলেন, তা এখনো জানা যায়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ব্রেগার ৪০ কিলোমিটার দূরের সাগর এলাকায় মরদেহগুলো ভেসে ওঠেছে। লিবিয়ার রেড ক্রিসেন্ট মরদেহগুলো বাংলাদেশিদের বলে আশঙ্কা করলেও কোনো তথ্য-প্রমাণ পায়নি। ঘটনাস্থল লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের অধীন। সেখানে যাওয়ার জন্য অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় আছে বাংলাদেশ দূতাবাস।

এমপি আনার হত্যার তদন্ত

২২ মে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলাটি দায়ের করেন এমপি আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন। মামলার অভিযোগে ডরিন উল্লেখ করেছেন, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের বাসায় আমরা সপরিবারে বসবাস করি। ৯ মে রাত ৮টার দিকে আমার বাবা আনোয়ারুল আজিম আনার গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহ যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। ১১ মে বিকেল পৌনে ৫টার দিকে বাবার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বললে বাবার কথাবার্তায় কিছুটা অসংলগ্ন মনে হয়। এরপর বাবার মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিলেও বন্ধ পাই। পরে ১৩ মে বাবার ভারতীয় নম্বর থেকে উজির মামার হোয়াটসঅ্যাপে একটি ক্ষুদে বার্তা আসে। এতে লিখা ছিল, 'আমি হঠাৎ করে দিল্লি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে ভিআইপি রয়েছে। আমি অমিত সাহার কাজে নিউটাউন যাচ্ছি। আমাকে ফোন দেওয়ার দরকার নাই। আমি পরে ফোন দেব।' এছাড়া আরও কয়েকটি বার্তা আসে। ক্ষুদে বার্তাগুলো আমার বাবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অপহরণকারীরা করে থাকতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন জায়গায় বাবার খোঁজ করতে থাকি। কোনও সন্ধান না পেয়ে তার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস বাদী হয়ে ভারতীয় বারানগর পুলিশ স্টেশনে সাধারণ ডায়েরি করেন। এরপরও আমরা খোঁজাখুজি অব্যাহত রাখি। পরবর্তীতে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানতে পারি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পরস্পর যোগসাজশে বাবাকে অপহরণ করেছে। এই মামলায় বাংলাদেশে গ্রেপ্তার সাত আসামির মধ্যে ৬ জন ইতোমধ্যে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তারা হলেন, শিমুল ভুঁইয়া ওরফে শিহাব ওরফে ফজল মোহাম্মদ ভুঁইয়া ওরফে আমানুল্যাহ সাঈদ, তানভীর ভুঁইয়া, শিলাস্তি রহমান, কাজী কামাল আহমেদ বাবু, মোস্তাফিজুর রহমান ফকির ও ফয়সাল আলী শাজী। বর্তমানে তারা কারাগারে রয়েছেন। অপরদিকে এ মামলায় দায় স্বীকার না করলেও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়।

গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের অবরোধ,

তাদের অনেকেই সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন না। জুলাই ফাউন্ডেশন থেকে সহায়তা পাওয়ার ধীরগতি নিয়েও বিক্ষোভ রয়েছে। তাদের দাবি, দ্রুত সুচিকিৎসা দিতে হবে, প্রয়োজনে বিদেশে পাঠাতে হবে। এসব দাবি নিয়ে বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ রাস্তার মাঝে চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছেন। রাস্তার মাঝে বেঞ্চ পেতেও বসে আছেন অনেকে। উন্নত চিকিৎসার দাবি জানালেও এ বিষয়ে কেউ 'গুরুত্ব দিচ্ছেন না' অভিযোগ করে শনিবার রাত ১০টার পর সড়কে নেমে আসেন পঙ্গু হাসপাতাল ও জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন থাকা আহতরা। রোববার সকালে তাদেরকে পঙ্গু হাসপাতালের দুই পাশে রাস্তার উপর বেঞ্চ, চেয়ার ও বাঁশ ফেলে আটকে রাখতে দেখা গেছে। আহতদের কেউ কেউ সড়কে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েন। তাতে শিশু মেলা থেকে আগারগাঁও ট্রাফিক সিগন্যাল পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তারা শিশু মেলা মোড়ে অবস্থান নিলে মিরপুরে রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

হাতিরঝিলের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে

চলে গেল; এর মধ্যে কিছু পোলাপাইন দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। হঠাৎ গুলির শব্দ পেয়ে আব্বু বাসার ভেতরে ঢুকতে গেলে তলপেটে এসে গুলি লাগে।" শেফালী জানান, তার বাবার পেটে রাতেই অস্ত্রোপচার করা হলেও গুলিটি বের করা যায়নি। সেই কারণে আবারও অস্ত্রোপচার করা হবে। ডিএমপির শিল্পাঞ্চল জোনের সহকারী কমিশনার রব্বানী হোসেন বলেন, "গুলিতে দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এদের একজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন, আরেকজন চিকিৎসা নিয়ে বাসায় চলে গেছেন। "একজন ফুটপাতে কলা বিক্রি করেন ও আরেকজন সে সময় পিঠা কিনতে এসেছিলেন বলে দাবি করেছেন।" পুলিশ কর্মকর্তা রব্বানী বলেন, "প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, মূলত দুই পক্ষের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। তবে সে সময় উপস্থিত সবাই ১৮-২২ বছর বয়সী ছিলেন।" ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোসা ও একটি রামদা উদ্ধার করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, "এ ঘটনায় এখনও কেউ আটক নেই। তবে আমরা আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িতদের ফাইন্ড আউট করতে কাজ করছি।"

রক্ত জড়িয়ে স্বার্থ হাসিল

আমরা সবাই বাংলাদেশ। তবে যার যার নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, ধর্ম আছে। সে সংস্কৃতি ও ধর্ম তারা ধারণ করবে, পালন করবে। পার্বত্য অঞ্চলে শুধু তারাই থাকবে- এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সংকট তৈরি করতে পারে উল্লেখ করে দুদু বলেন, ওই ভূখণ্ডে যে উপজাতিগুলো আছে তারা তো ঢাকাতেও আছে। সারাদেশেই আছে। এখানে তো সংকট তৈরি হয়নি। এ কারণে সমতল ভূমির মানুষের পাহাড়ে যাওয়ার ফলে সংকট তৈরি হওয়ার বিষয়টি অনেকটা ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া হওয়ার মতোই। বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে এ পর্যন্ত যত কিছু হয়েছে তার পেছনে একটা শক্তি আছে, এটা আমরাও জানি, বিশ্ববাসীও জানে। তবে তারা যদি মনে করে ছোট রাষ্ট্র বিধায় বাংলাদেশের প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই, তাহলে তারা ভুল চিন্তাভাবনার মধ্যে আছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশিরা বীরের জাতি। দেশ রক্ষা করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা এই দেশের মানুষকে দিয়েছেন। পাহাড়ি অঞ্চলে শুধু উপজাতিরাই থাকবে, আর কেউ যেতে পারবে না- এমনটা ভাবলে ভুল হবে বলে মনে করেন শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, আমাদের পরস্পরকে গ্রহণ করতে হবে। সেটা করা সম্ভব না হলে সংকট ঘনীভূত হবে। এটা বিএনপি প্রত্যাশা করে না। ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই মিলে যুদ্ধ করে এই দেশ স্বাধীন করেছি। তবে আমাদেরকে কেউ কেউ পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চাই। এটাই বাংলাদেশের স্পিড, বিএনপির স্পিড, ১৭ বছর ধরে যে রাজনৈতিক দলগুলো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে তাদের স্পিড। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন জামায়াত নেতা শফিকুল ইসলাম মাসুদ, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, এলডিপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়ামুল বশির, হেফাজতে ইসলামের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান প্রমুখ।

তিতুমীরে অনশনরত তিন শিক্ষার্থীর

কারণে তাদের ব্লাড প্রেসার কমে যাচ্ছে। এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। এখানে তাদের আর চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব না। তাদের যদি দ্রুত হাসপাতালে না নেওয়া হয় তাহলে তাদের শরীরে শর্টটার্ম এবং লংটার্মে বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। চিকিৎসক আরও জানান, পানি শূন্যতার কারণে তাদের মধ্যে ডিহাইডারেশনের সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে তাদের কিডনির কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাদের অবস্থা অবনতি দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাদের চিকিৎসা এখানে দেওয়া সম্ভব না। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাদের চিকিৎসা দিতে হবে। উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৫টা হতে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির লক্ষ্যে ৭ দফা দাবিতে এই আমরণ অনশন পালন করছে শিক্ষার্থীরা। তারপর গত বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর থেকে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে কলেজের প্রায় আড়াইশ শিক্ষার্থী রাস্তায় নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসহ বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে সরকারের প্রতিনিধি দলের কাছে তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করে প্রজ্ঞাপন জারির এক দফা দাবি জানায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। দাবি পূরণ না হলে সারা রাত তিতুমীর কলেজের সামনে আন্দোলন এবং আমরণ অনশন করার ঘোষণা দিয়েছিল শিক্ষার্থীরা।

২৫ কোটি টাকার সম্পদে শাজাহান

লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তার স্ত্রী সৈয়দা রোকেয়া বেগমের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ দ্বিতীয় মামলা অনুমোদন দিয়েছে। অন্যদিকে তৃতীয় মামলায় তাদের ছেলে আনিসুর রহমানের বিরুদ্ধে ৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের আনা হয়েছে।

৮ জেলায় বিএনপির নতুন কমিটি

সুফিয়া হক এবং রঞ্জিত কুমার সরকার।

বান্দরবানে স্বাচিন প্রু জেরীকে আহ্বায়ক এবং জাবেদ রেজাকে সদস্য সচিব করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক উসমান গণি, যুগ্ম আহ্বায়ক মজিবুর রশিদ এবং মামাচিংকে সদস্য করা হয়েছে। চট্টগ্রাম দক্ষিণে আহ্বায়ক ইদ্রিস মিয়া, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস, যুগ্ম আহ্বায়ক লিয়াকত হোসেন, মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা এবং লায়ন হেলাল উদ্দিনকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। মানিকগঞ্জে আফরোজা খান রিতাকে আহ্বায়ক করে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে ছয়জনকে। তারা হলেন- এস এ জিন্নাহ কবির, অ্যাড. আজাদ হোসেন খান, আতাউর রহমান আতা, অ্যাড. আফম নুরতাজ আলম বাহার, সত্যেন কান্ত পণ্ডিত ভজন এবং গোলাম আবেদিন কায়সার। মুন্সীগঞ্জে মিজানুর রহমান সিনহাকে আহ্বায়ক এবং মহিউদ্দিন আহমেদকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে মো. আব্দুল্লাহ, শহীদুল ইসলাম মৃধা, আব্দুল বাতেন শামীম, সৈয়দ সিদ্দিক উল্লাহ ফরিদ এবং আমিরুল হোসেন দোলন সদস্য করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে মো. মামুন মাহমুদকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে ১ নং যুগ্ম আহ্বায়ক মুস্তাফিজুর রহমান দীপু ভূঁইয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক মাশেকুল ইসলাম রাজীব, শরীফ আহম্মেদ টুটুল এবং সদস্যের পদ পেয়েছেন মো. গিয়াস উদ্দিন।

এ ছাড়া গাজীপুরে ফজলুল হক মিলনকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে শাহ রিয়াজুল হান্নানকে ১ নং যুগ্ম আহ্বায়ক এবং চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে।

বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যু: প্রথম

তেলাপোকার কীটনাশক দেন ডিসিএস অর্গানাইজেশন লিমিটেডের কর্মীরা। তারা জানান ৩/৪ ঘণ্টা পর বাসায় প্রবেশ করা যাবে। কীটনাশক দেওয়ার ৯ ঘণ্টা পর মোবারক তার স্ত্রী শারমিন জাহান ও সন্তানদের নিয়ে বাসায় আসেন। এরপর তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। ঘরে ঢোকার পর ৩ জুন সকাল ৭টায় শারমিন ও তার দুই সন্তান বমি করেন। তখন আসামি মোসলেহ উদ্দিনকে ফোন করা হলে তিনি জানান, কীটনাশকে এলার্জি ছাড়া অন্য কোনও সমস্যা হবে না। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে ঔষধ খাওয়ালে দুই সন্তান সাময়িক সুস্থবোধ করেন। ওইদিন রাতে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন ৪ জুন ভোর ৪টার দিকে ছোট ছেলে শাহির মোবারত জায়ান অসুস্থবোধ করেন। তখন রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে বড় ছেলে শায়ান মোবারত জাহিন অসুস্থবোধ করলে তাকেও ওই হাসপাতাল নেওয়া হয়। তখন আইসিইউ নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টার দিকে তারও মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ওই বছরের ৫ জুন 'দায়িত্বে অবহেলাজনিত' মৃত্যুর অভিযোগে ব্যবসায়ী মোবারক হোসেন তুষার বাদী হয়ে রাজধানীর ভাটারা থানায় মামলা করেন। মোবারক হোসেন ঢাকা রয়েল ক্লাব লিমিটেডের (উত্তরা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। গত বছরের ৩১ জানুয়ারি তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক সমীর চন্দ্র সূত্রধর চার জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী এনাম রিমান্ড শেষে

দিয়েছেন আদালত। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) ছয় দিনের রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। এসময় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসএম) মনিরুল ইসলাম তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুজ্জামানের আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে গত সোমবার (২৭ জানুয়ারি) তার ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গত ২৬ জানুয়ারি মধ্য রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে নিশ্চিত করেন ডিবি প্রধান রেজাউল করিম মল্লিক। মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ জুলাই মিরপুর গোলচত্বরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন হকার মো. সাগর। ওইদিন আসামিদের এলোপাতাড়ি গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তিনি। এ ঘটনায় গত ২৭ নভেম্বর নিহতের মা বিউটি আক্তার বাদী মিরপুর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৪২ জন আসামি করা হয়েছে। মামলায় এনামুর ৩০ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

দেশে মাছ সংকটে শুঁটকি উৎপাদন

থেকে রাজস্ব আয় হয়েছিল সাত কোটি ২৩ লাখ টাকা। এবার ৮ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এদিকে, সিরাজগঞ্জের তাড়াশে হুমকির মুখে মিঠা পানির মাছের চলনবিলের শুঁটকি শিল্প। চলতি মৌসুমে অন্যান্য বছরের তুলনায় কমেছে উৎপাদন। বর্তমানে চলনবিলের দেশীয় মাছের শুঁটকির দাম আকাশ ছোঁয়া। এ পরিস্থিতিতে অবৈধ জালের বহুল ব্যবহার এবং নিষেধাজ্ঞার সময়ে ডিমসহ মা মাছ শিকারের ফলে বিল অঞ্চলে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এদিকে রাক্ষুসে মাছ বেড়ে যাওয়ায় বিলে দেশীয় মাছের পরিমাণ কমেছে বলে জানায় উপজেলা মৎস্য অফিস। উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, আশ্বিন থেকে মাঘ মাসকে বলা হয় দেশীয় মাছের শুঁটকি তৈরির মৌসুম। এ বছর উপজেলায় দেশীয় মাছের শুঁটকি উৎপাদন হয়েছে ২২০ টন, যা গত বছর ছিল ৩০৭ টন। তা ছাড়া এ বছর খাল-বিলে রাক্ষুসে বোয়াল মাছের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ছোটজাতের দেশীয় প্রজাতির মাছের সংকট দেখা দিয়েছে। চলনবিলকে বলা হয় মাছের উন্মুক্ত প্রজননক্ষেত্র। বর্ষায় বিলে পানি ঢোকা শুরু হলে নতুন পানিতে ডিম ছাড়তে ঝাঁকে ঝাঁকে মা মাছ আসে। ঠিক এ সময়টিতেই ডিমসহ মা ও পোনা মাছ ধরতে চায়না দুয়ারি জাল, সুতি জালসহ নানা অবৈধ জাল পেতে রাখেন অসাধু জেলেরা। এসব জালে আটকা পড়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য রেণুপোনাও। এতে আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে দেশীয় মাছের উৎপাদন হার। চলনবিল অঞ্চলে এ বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বাউত উৎসব বা পোলো উৎসবেও সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, পাবনার চাটমোহর ও নাটোরের সিংড়ায় মেলেনি মাছ। ফলে পণ্ড হয়েছে উৎসব। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে দলবেঁধে এ উৎসবে যোগ দেওয়া মানুষগুলো ফিরে গেছে খালি হাতে। বিষয়টিকে বিল অঞ্চলের জেলেদের জন্য অশনি সংকেত হিসেবে দেখছেন স্থানীয় সচেতন মানুষ। এদিকে শুঁটকির চাতাল মালিকদের ভাষ্য, চলনবিলে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে দেশীয় মাছের পরিমাণ। পাঁচ বছর আগেও ৮-১০ লাখ টাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে মৌসুমি শুঁটকি ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল। তখন মাছের দাম যেমন কম ছিল, তেমনি জোগানও ছিল পর্যাপ্ত। বর্তমানে এ ব্যবসায় পুঁজি বাড়াতে হয়েছে প্রায় তিনগুণ। পাশাপাশি মাছের অস্বাভাবিক দাম বাড়ায় ও চাহিদামাফিক মাছের সরবরাহ না থাকায় এ ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। অন্যদিকে, মৎস্য ভান্ডার হিসেবে খ্যাত উত্তরের জেলা নওগাঁর আত্রাই উপজেলা। এ উপজেলায় প্রায় শতাধিক জলাশয় রয়েছে। এখানে উৎপাদিত দেশিয় বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ পুঁটি, টাকি, শৈল, চান্দা ও চোপড়ার শুঁটকির কদর রয়েছে দেশজুড়ে। এ বছর বন্যা কম হওয়ায় নদী ও জলাশয় গুলোতে দেশীয় মাছ কমেছে। এতে প্রতিকেজিতে ৪০-৫০ টাকা বেশি দামে কিনতে হচ্ছে দেশীয় মাছ পুটি, খলিশা ও টাকি। এতে দেশীয় মাছ সংকটে শুঁটকি উৎপাদন কমেছে। এর সঙ্গে জড়িতরাও কষ্টের মধ্যে পড়েছে। আত্রাই উপজেলার ভরতেঁতুলিয়া শুঁটকি পল্লিতে গত এক মাস থেকে শুঁটকি তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন এর সাথে জড়িতরা। শুঁটকি বিক্রি করে সারা বছর চলে ভরণপোষণে। তবে এ বছর মাছ সংকটে শুঁটকি উৎপাদন নিয়েও দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা। অনেক চাতাল এখনো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এ সব শুঁটকি দেশের উত্তরের জেলা সৈয়দপুর, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, জামালপুর ও ঢাকায় সরবরাহ হয়ে থাকে। শুধু দেশেই নয়, ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা রয়েছে শুঁটকির কদর। এই মাছগুলো প্রথমে সৈয়দপুর যায়। এরপর সেখান থেকে ট্রেনযোগে ভারতে রপ্তানি করা হয়। ব্যবসায়ীরা জানান- এ বছর বন্যা কম হওয়ায় দেশীর মাছের প্রজনন কমেছে। শুঁটকি ব্যবসায়ীদের মতে, নদীতে পানি থাকলেও বিল বা অন্যান্য যেসব জলাশয় রয়েছে সেখানে পানি নাই। এতে করে দেশীয় মাছ কম হচ্ছে। আবার চায়না জাল (রিং জাল) দিয়ে মাছ শিকারের কারণে প্রজনন কমেছে। এতে করে প্রতি বছরই কমছে দেশীয় মাছ। কাঁচা মাছ কম থাকায় শুঁটকির চাতাল ফাঁকা পড়ে রয়েছে। মাছের প্রজনন বিষয়ে মৎস্য অফিসের সঠিক তদারকির প্রয়োজন।

টিউলিপের বিরুদ্ধে তদন্ত, গোপনে

কর্মকর্তারা এনসিএ'র গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন যে তারা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চুক্তির তদন্তে টিউলিপের বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ তথ্য প্রকাশের ফলে টিউলিপের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইমেল রেকর্ড খতিয়ে দেখার, এমনকি তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করতে পারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ব্রিটেনের এই সাবেক নগরমন্ত্রী ও তার মা শেখ রেহানা সিদ্দিকসহ পরিবারের চার সদস্যের বিরুদ্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তিন দশমিক নয় বিলিয়ন পাউন্ড আত্মসাৎ করার অভিযোগে তদন্ত চলছে। ২০১৩ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শেখ হাসিনার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন টিউলিপও। বাংলাদেশের এক সরকারি সূত্র সংবাদপত্রটিকে জানায়, এনসিএ ব্রিটেনে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের দ্বারা টিউলিপের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছে। সূত্রটি আরো জানায়, টিউলিপের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে এনসিএ। টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলো যদি প্রমাণিত হয় তাহলে যুক্তরাজ্যে ২০১০ সালের ঘুষ আইনের অধীনে তার ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাংলাদেশী কর্মকর্তা জানান, ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনের আয়োজিত এই বৈঠকের জন্য এনসিএই অনুরোধ করেছিল। এর আগে, গত বছরের অক্টোবরে এনসিএ বাংলাদেশে এসেছিল। সে সময় তারা অন্তর্বর্তী সরকারকে চুরি যাওয়া কোটি কোটি টাকা উদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তার প্রস্তাব দেয়, যা ব্রিটেনের মতো দেশে পাচার করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জে নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ ৩ শিক্ষার্থী, লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ফুলজোড় নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়া তিন স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। কামারখন্দ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক অপু কুমার মণ্ডল জানান, গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ফুলজোড় নদীর ঝাঁটিবেলাই এলাকা থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত শনিবার সন্ধ্যার পর একজনের মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা। মৃতরা হলেন- সিরাজগঞ্জ শহরের বাহিরগোলা ঘোষপাড়া এলাকার বিশ্বজিৎ নিয়োগীর ছেলে কৃষ্ণ নিয়োগী (১৫), সয়াধানগড়া নতুনপাড়ার প্রভাষক ইমরুল হাসান সোহেলের ছেলে সারজিল (১৫) এবং ঝাঁটিবেলাই গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে রাফি। তারা সবাই সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সৈকত ও আব্দুল মমিন বলেন, ঝাঁটিবেলাই গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এনামুল হক রঞ্জুর নাতি জারিফের পাঁচ বন্ধু তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। দুপুরে তারা ছয় জন ফুলজোড় নদীতে গোসল করতে নামে। গোসলের এক পর্যায়ে তিনজন নদীতে ডুবে যায়। বাকিরা সাঁতরে উঠে আসে। ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা অপু কুমার বলেন, "খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করি। সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাফির মরদেহ উদ্ধারের পর রাতে উদ্ধার অভিযান স্থগিত করা হয়। "রাজশাহী থেকে আসা ডুবুরিদল গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে আবার উদ্ধার অভিযান শুরু করে। বেলা ১২টা থেকে সাড়ে ১২টার মধ্যে সারজিল ও কৃষ্ণ নিয়োগীর মরদেহ উদ্ধার হয়।" মৃতদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে কামারখন্দ থানার ওসি মোখলেসুর রহমান জানান।

সাতক্ষীরায় ট্রলি চাপায় শিক্ষার্থী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরার দেবহাটার ট্রলির চাপায় এক শিক্ষার্থীর প্রাণ গেছে। এ ঘটনায় ট্রলি চালককে আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করেছে এলাকাবাসী। গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের দেবীশহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে দেবহাটা থানার ওসি হযরত আলী জানান। নিহত ৮ বছর বয়সী মারিয়া আফরিন মিম শিমুলবাড়িয়া গ্রামের আলমগীর হোসেনের মেয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে দেবহাটা থানার এসআই তন্ময় সাহা বলেন, "মিম স্কুলের সামনে চলন্ত ইটবোঝাই ট্রলির চাপায় নিহত হয়। "এ সময় স্থানীয় এলাকাবাসী ট্রলি চালক মনিরুল ইসলাম মুন্নাকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়।" তবে এ ঘটনায় মিমের লাশের ময়নাতদন্ত এবং কোনো ধরনের অভিযোগ দিতে তার পরিবার অস্বীকৃতি জানিয়েছে বলে জানান তন্ময়।

ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আটক

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। নগরীর টাইগারপাসে গত শনিবার রাতে নেভি কনভেশন সেন্টারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের বিক্ষোভের পর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ফখরুল আনোয়ারকে আটক করা হয়। নগর পুলিশের উপ কমিশনার (উত্তর) ফয়সাল আহম্মেদ বলেন, "ফখরুল আনোয়ারের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা আছে। ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে।চ ফখরুল আনোয়ার প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল আনোয়ারের ছোট ভাই ও ফটিকছড়ির সাবেক এমপি খদিজাতুল আনোয়ার সনির চাচা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, চট্টগ্রামের সাবেক সিটি মেয়র এম মনজুরুল আলমের নাতনীর সাথে আওয়ামী লীগ নেতা ফখরুল আনোয়ারের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল নেভি কনভেশন সেন্টারে। ওই অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির দুই সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী ও খাদিজাতুল আনোয়ার সনি উপস্থিত থাকার খবর ছড়িয়ে পড়ে। এরপর অনুষ্ঠানে অনেকে যখন খাওয়া দাওয়া করছিলেন তখন সেখানে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একদল নেতাকর্মী ঢুকে 'আবু সাইদ-মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ', 'আমার ভাই কবরে খুনী কেন বাইরে'সহ ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে হই হট্টোগল শুরু করে। অনুষ্ঠানস্থলে বিক্ষোভকারীরা ফখরুল আনোয়ারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভও করতে থাকেন। পরে সেখানে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য গিয়ে বৈষ্যমবিরোধী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিয়ে বাইরে যায়। এসময় বাইরে থেকে কনভেশন সেন্টারের ফটক টপকে অনেক বহিরাগত লোকজনকেও প্রবেশ করতে দেখা গেছে। অনুষ্ঠানে বিক্ষোভের কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। উপ কমিশনার ফয়সাল আহম্মেদ জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানস্থলে সাবেক দুই এমপি সনি ও নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীর উপস্থিতি পুলিশ 'টের পায়নি'। আবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকাদেরও অনেকে বলেছেন, ওই দুই এমপি সেখানে ছিলেন না।

মিছিল প্রস্তুতিকালে ছাত্রলীগের ১০ নেতাকর্মী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে মিছিলের প্রস্তুতিকালে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ১০ নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ। গত শনিবার দিবাগত রাতে নগরীর সদরঘাট থানাধীন নেভাল-২ এলাকা থেকে তাদের আটক করে সদরঘাট থানা পুলিশ। আটককৃতরা হলেন, সাব্বির হোসেন (২৩), মোহাম্মদ সাজিদ ইরফান (২০), কামরুল ইসলাম ওয়াসিম (১৯), সাজ্জাদ হোসেন মারুফ (২০), আবু বক্কর সিদ্দিক (২৩), মোহাম্মদ শাহিদ সাব্বির (২২), তন্ময় দাশ (২৩), নিলয় শীল (২৩), কৌশিক ধর (২২) ও সোলেমান আহমেদ (২৫)। সদরঘাট থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিব সাত্তি বলেন, আটককৃতরা নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রকীগের নেতাকর্মী। তারা মিছিলসহ নাশকতামূলক কার্যক্রম করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সংবাদ পেয়ে দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মেঘনায় ডাকাতের গুলিতে জেলে নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ভোলার মেঘনা নদীতে ডাকাতদের গুলিতে এক জেলে নিহত হন। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন আরও দুই জেলে। নিহত জেলের নাম মো. হাসান মাঝি (৩৫)। তিনি ভোলা সদর উপজেলার পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। গুলিবিদ্ধ কাঞ্চন মাঝি ও আব্বাস মাঝি একই এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। গত শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে ভোলা সদর উপজেলার ভাংতির খাল ও তালাতুলি মধ্যবর্তী মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ ও স্থানীয় জেলেরা জানান, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আব্বাস মাঝির নেতৃত্বে একটি ট্রলারে করে হাসান মাঝি, কাঞ্চন মাঝিসহ মোট ৬ জেলে ভাংতির খাল ও তুলাতুলি এলাকার মধ্যবর্তী মেঘনা নদীতে মাছ শিকার করতে যান। সাড়ে ৭টার দিকে জাল টানার সময় ৭-১০ জনের একটি ডাকাত দল পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা আত্মরক্ষায় চিৎকার করলে ডাকাতরা গুলি করে। ওই সময় ডাকাতদের গুলিতে হাসান নিহত হন ও কাঞ্চন মাঝি ও আব্বাস মাঝি গুলিবিদ্ধ হন। পরে ডাকাতরা চলে গেলে অন্যান্য জেলেদের সহযোগিতায় ট্রলার চালিয়ে তারা তীরে ফিরে আসেন। পরে স্থানীয় জেলে ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুলিবিদ্ধদের ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।ভোলার ইলিশা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ তাজিব ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে তারা মরদেহ উদ্ধার করেছেন।

ঘন-কুয়াশা: দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে সাড়ে ১০ ঘণ্টা পর ফেরি চালু

স্টাফ রিপোর্টার : ঘন কুয়াশার কারণে সাড়ে ১০ ঘণ্টা বন্ধের পর রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়। গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পুনরায় ফেরি চালু হয়। গত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যায়। রাত সাড়ে ৯টা থেকে দুর্ঘটনা এড়াতে কর্তৃপক্ষ ফেরি চলাচল বন্ধ রাখে। ফলে সারারাত অপেক্ষমাণ যাত্রী ও যানবাহন চালকদের তীব্র ঠান্ডায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সরেজমিনে গতকাল রোববার সকাল ৮টার দিকে দেখা যায়, ঘাটের জিরো পয়েন্ট থেকে দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, 'কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসায় গতকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে গত শনিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। বর্তমানে এ নৌপথে ছোট-বড় ১৫টি ফেরি চলছে।' তিনি আরও বলেন, 'দীর্ঘক্ষণ ফেরি বন্ধ থাকায় ঘাট প্রান্তে যানবাহনের সিরিয়াল তৈরি হয়েছে। আশা করছি, দুপুরের মধ্যে যানবাহনগুলো নদী পার হতে পারবে।'

লক্ষ্মীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে গভীর নলকূপ স্থাপনের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নাঈম (১৮) নামে এক শ্রমিক নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হন আরও তিনজন। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার দরবেশপুর ইউনিয়নের আইয়েনগর গ্রামের পাঠান বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম ভোলা সদর উপজেলার ৬নং বনিয়া ইউনিয়নের নবীপুর গ্রামের নূর নবীর ছেলে। আহতরা হলেন রাফি, আকবর ও রায়হান। এরমধ্যে রাফির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রমিকরা জানান, পাঠান বাড়ির প্রবাসী মোরশেদ আলমের ঘরের পাশে গভীর নলকূপ (ডিপ টিউবওয়েল) স্থাপনের কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। ঘটনার সময় লোহার একটি পাইপ বিদ্যুতের তারে গিয়ে পড়লে ৪ জন স্পৃষ্ট হয়। এসময় নাঈম ঘটনাস্থলেই মারা যান। রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাশার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক

পণ্য সরবরাহ-বাজার স্বাভাবিক রাখতে আলাদা কমিশন গঠনের প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার : নিত্যপণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সমন্বিত খাদ্য সরবরাহ চেইন উন্নয়ন ও পরিবীক্ষণ কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, এই কমিশন এখনকার সংস্কার কমিশন নয়। এ ধরনের কমিশন অন্যান্য দেশেও আছে। বাজারে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য ঠিক রাখতে স্থায়ীভাবে এই কমিশন গঠন করতে হবে। গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বণিক বার্তা আয়োজিত খাদ্যপণ্যের যৌক্তিক দাম: বাজার তত্ত্বাবধানের কৌশল অনুসন্ধান শীর্ষক নীতি সম্মেলনে তিনি এ প্রস্তাব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, খুচরা বাজারকে টার্গেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা যেহেতু অন্য জায়গায়। ওই দাওয়াইতে কাজ দিচ্ছে না। যারা ব্যবসা করছেন তাদের তথ্য- উপাত্ত সরকারের জানা থাকতে হবে। তাদের লাইসেন্স থাকতে হবে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কিছু আইনগত পরিবর্তন আনতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, এখন যে কাঠামো আছে তাতে একজন যতবড় হতে চান, তত বড় হতে পারেন। এটিতে কোনো বাধা নেই। বাজারে প্রভাব যাতে বিস্তার না করতে পারে সে জন্য আইনি সংস্কার দরকার। প্রত্যেককে ম্যান্ডেটরি লাইসেন্স করতে হবে। একজন ডিস্ট্রিবিউটর একজনের পণ্য বিপণন করে এটি বন্ধ করতে হবে। বড় গ্রুপ একটা পণ্যের পুরো সাপ্লাই চেইন কিনে নেয়। বাংলাদেশে খাদ্য সরবরাহ চেইনের সংহতকরণ: স্বচ্ছতা, অধিগম্যতা, আইনি বিষয় ডিজিটালাইজেশন শীর্ষক উপস্থাপন করে তিনি বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কিছু আইনি সংস্কার করা দরকার। একজন পরিবেশক শুধু একজনের পণ্য সরবরাহ করবে, এ সিস্টেম পরিবর্তন করতে হবে। বাজারে পণ্যের উচ্চমূল্য নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারে মতোই পদক্ষেপ নিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, আগের সরকারের মতোই এই সরকার উদ্যোগ নিয়েছে যা আমাকে মর্মাহত করেছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে কোনা উদ্যোগ যে কাজ করছে না এটাকে নীতির দুষ্টচক্র বলছি। ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ালে মিডিয়া চাপ দিতে শুরু করেন। সরকার কিছু একটা উদ্যোগ তড়িঘড়ি করে নিতে যান। আবার ব্যবসায়ীরা চাপ দিচ্ছেন দাম বাড়াতে হবে। সরকার ডিউটি কমিয়ে দিচ্ছে। ফুড সাপ্লাই চেইনে যে নীতির দুষ্ট চক্র তৈরি হয়েছে তা ভাঙ্গা দরকার। এ জন্য আমাদের ফুড মার্কেট দরকার যার সঠিক অবকাঠামো থাকবে। এখানে রেজিস্টার্ড এজেন্টস ছাড়া কেউ কাজ করবে না। সঠিক জবাবদিহি নিয়ন্ত্রণ হবে। সরকারের কাছে বাজারের পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত না থাকায় সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার বড় কারণ হলো, বাজারের পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সরকারের কাছে নেই। বার্ষিক উৎপাদন ও সরবরাহের তথ্য হয়তো জানা আছে, কিন্তু প্রাত্যহিক উৎপাদন ও সরবরাহের তথ্য সরকারের জানা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশক ও সরবরাহের তথ্য স্থানীয় পর্যায়ে না থাকলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের কাছেও এ তথ্য থাকে। এরকম একটা পরিস্থিতি দিয়ে সরকারের পক্ষে কখনো বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এই অর্থনীতিবিদ বলেন, বাজার প্রসারিত হয়েছে, এর ওপর নিয়ন্ত্রণ কমেছে। তদারকির জায়গা কমেছে। এ কারণে বাজারে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। বাজারে জবাবদিহির কাঠামোর ঘাটতির দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। এ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, খাদ্যস্ফীতি রোগের উপসর্গ মাত্র, সমস্যা নয়। অনেক সময় উৎপাদন পর্যাপ্ত থাকার পরও বাজারে সংকট থাকে। চাহিদার হিসাবটাও আমাদের ঠিকঠাক হয় না। সরকারের কাঠামোর ভেতরে তা থাকতে হবে। সরকারের কাছে ব্যাপক ও সমন্বিত তথ্য-উপাত্ত থাকা দরকার। বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন চেয়ারপারসন এএইচএম আহসান, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন চেয়ারম্যান (সচিব) ড. মইনুল খান, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলীম আখতার খান, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ফয়সল আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এসিআই লজিস্টিকস লিমিটের (স্বপ্ন) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির বলেন, রোজায় সয়াবিন তেল ও চাল নিয়ে সরকার ভাবতে পারেন। ব্রাজিলিয়ান চিনির জোগান বেড়েছে। ছোলার সমস্যা হবে না। তিনি বলেন, আমার কাছে মনে হয় সয়াবিন তেলে তারা মুনাফা করতে পারে না। আমরা রিফাইনারির সঙ্গে কথা বলি। আমরা যদি ধরে নেই তারা মুনাফা করছে। তারা সিন্ডিকেট করছে, এটা আসলে কল্পনা। এই কল্পনার জগৎ থেকে বের হতে হবে। আমাদের একটা দেশ, এই বাংলাদেশ। এইখানে বেসরকারি খাত একেবারে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য আসেনাই। আমরা ভোক্তাদের নিয়েও ভাবি। কারওয়ান বাজার ২ নম্বর কাঁচামাল আড়ত ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ফরিদ আহমেদ রাসেল বলেন, যে কোনো পণ্যের মূল্য রসিদকে যদি নীতিমালায় নিয়ে আসা হয় তাহলে দাম সহনীয় আসতে পারে। কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহ-সভাপতি এসএম নাজের হোসাইন বলেন, বাজারে ৩১টা পণ্যের শুল্ক কমালে তার প্রভাব পড়েনি। অন্যদিকে, কদিন আগে যখন ভ্যাট বাড়ানো হলো, ওইদিন রাতেই পণ্যের মূল্য বেড়ে গেলো।

সম্পাদকীয়

ঢাকার বায়ুদূষণ

বেশ কিছুদিন থেকে ঢাকার বায়ু স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি দূষিত। ২০২৪ সালে ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা ছিল ৮৩.৩ মাইক্রোলিটার প্রতি তিন বর্গ ঘনমিটার বায়ুতে। শ্বাস নেয়ার অনুপোযোগী বায়ুদূষণের মাত্রা হচ্ছে ৫৩.৩ পিএম একই সমান আয়তনের বায়ুতে। অর্থাৎ ঢাকার নাগরিকদের সারা বছর ধরে অস্বাস্থ্যকর বায়ুর ভেতর বাস করতে হয়েছে। এ বছরও খুব একটা ভালো শুরু হয়নি। শুধু ঢাকাতে বায়ুদূষণের কারণে বার্ষিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৯২ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ। সারা দেশে ১৭.৬ শতাংশ মৃত্যুঝুঁকি এবং কর্মক্ষমতা হারানোর ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে বায়ুদূষণ। প্রায় ২১ মিলিয়ন জন অধ্যুষিত ঢাকা নগরী বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বাতাসের নগরী। বিশ্বের তৃতীয় বাস অযোগ্য শহরের তকমা নিয়ে ধুঁকছে ঢাকা নগরী, ধুঁকছে এর নাগরিকেরা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মহামান্য হাইকোর্টকে রুলনিশি জারি করতে হয়েছে বায়ুমান রক্ষার জন্য। মূলত ঢাকার অতিরিক্ত যানবাহনের ধোঁয়া, যানবাহনে ব্যবহৃত ভেজাল জ্বালানির ব্যবহার, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন, সারা বছর ধরে চলমান নির্মাণকাজ, চতুর্দিকে ভাগাড়, জলাধার ভরাট, অবাধে বৃক্ষ নিধন, ঢাকার চতুর্দিকে অসংখ্য ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া সবকিছু ঢাকার বায়ুমানকে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক করে তুলেছে। ১০৫৫৫টি মেয়াদোত্তীর্ণ বাস, মিনিবাস, ১৪৬৮৩টি মেয়াদোত্তীর্ণ ট্রাক এবং লরির নির্গত ধোঁয়ার আক্রমণে ঢাকার বায়ু ক্ষতবিক্ষত। এগুলো ক্রমান্বয়ে সরিয়ে ফেলার সরকারি পরিকল্পনা এখনো বাক্সবন্দী। যারা এটা নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে এসব বাস, ট্রাক নির্বিবাদে চলাচল করছে। যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে কালো বিষাক্ত ধোঁয়ার আস্তরণ ছড়িয়ে পরিবেশ এবং বায়ুদূষণ করছে। দায়িত্ব পালনরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। এসব গাড়ি, ট্রাক, লরি প্রভৃতি থেকে কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, সিসা, এমনকি কার্বন মনোক্সাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস। বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে সিসার কণা, সাথে জৈব গ্যাসের সংমিশ্রণ যা বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে প্রচণ্ড স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। বাতাসে এসব দূষিত এবং বিষাক্ত পদার্থের মিশ্রণ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্যান্সার, গর্ভপাত, বিকলাঙ্গ ও কম ওজনের শিশু জন্মের জন্য দায়ী। শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের রোগজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে দূষিত বায়ুর ভূমিকা ৪০ শতাংশ। ঘরে ঘরে এখন শ্বাসতন্ত্রের ওষুধের বিরাট বাজার। ওজোন গ্যাসে ২০২১ সালে ১৫০০০ শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। বায়ুদূষণে বাংলাদেশীদের গড় আয়ু কমেছে চার বছর ৮ মাস। সাথে কর্মযোগের হিসাব তো আছেই। অতিরিক্ত ঘন জনবসতি এবং বাধা বন্ধনহীনভাবে মানহীন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠায় পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। বায়ুদূষণ রোধে রাজনীতিবিদদের সংশ্লিষ্টতা ও দায়বোধ না থাকায় পরিস্থিতি ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, ঢাকা হয়তো অদূরে একটি পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হবে। পরিস্থিতির মোকাবেলায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ- ঘরে বায়ু বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন এবং বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার কতটুকু বাস্তবসম্মত অবশ্যই ভাবার দাবি রাখে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ি যে কোনো মূল্যে সরানো দরকার। প্রয়োজনে সারা বছর ধরে নির্মাণকাজের চলমান ধারার পরিবর্তন জরুরি। ফুটপাথ, সড়কদ্বীপ ও সড়ক বিভাজে দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে গার্লস গাইড, বয় স্কাউটসহ বিভিন্ন শিশু-কিশোর সংগঠনকে কাজে লাগানো যেতে পারে। মসজিদের খতিব ও ইমামদের এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা, স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণ এবং যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বৃক্ষরোপণ বৃত্তি স্কিম চালুর পরিকল্পনা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ অধিদফতর, বিআরটিএ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা করা দরকার। বায়ুদূষণ রোধে গাছের বিকল্প নেই। তাই গাছ লাগানো এখন জরুরি অবস্থার মতো।

> **ফুটপাথ, সড়কদ্বীপ ও সড়ক বিভাজে দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে গার্লস গাইড, বয় স্কাউটসহ বিভিন্ন শিশু-কিশোর সংগঠনকে কাজে লাগানো যেতে পারে। মসজিদের খতিব ও ইমামদের এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা, স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণ এবং যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বৃক্ষরোপণ বৃত্তি স্কিম চালুর পরিকল্পনা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ অধিদফতর, বিআরটিএ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা করা দরকার**

একই সাথে শহরের ভেতর চলাচলকারী গাড়ির সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ নেয়া দরকার। মোটকথা তাৎক্ষণিক, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ পরিশোধন কর্মসূচির মাধ্যমে বায়ুদূষণ সীমিত পর্যায়ে আনা দরকার। ঢাকার চতুর্দিকের ইটভাটাগুলোয় কাঠ ও কয়লার পরিবর্তে গ্যাস, ইলেকট্রিক চুল্লি বা বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। প্রয়োজন শহরের পাশে প্রবহমান জলাধার এবং নদীগুলো দূষণমুক্ত করা। বায়ুদূষণ রোধে সর্বাত্মক এবং সর্বজনীন প্রচেষ্টা ছাড়া সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বায়ু' কর্মযজ্ঞ শুরুর সময় এখনই।

রমজানে বাজারে অস্থিরতা যেন সৃষ্টি না হয়

সারা বিশ্বের মুসলমানের কাছেই রমজান একটি অত্যন্ত পবিত্র মাস। বাংলাদেশও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং এখানেও রমজানে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে মানুষের জীবনে। এ সময়েই আমরা আবার লক্ষ করি, বাজারে বেশকিছু নিত্যপণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। প্রতিবারই এটি ঘটতে দেখা যায় এবং মনে হয়, এর কোনো প্রতিকার নেই। অথচ বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশে রমজানে ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম কমানোর ব্যবস্থা করেন। রমজানে সব জিনিসের চাহিদা বেড়ে যায়, এটা কিন্তু ঠিক নয়। নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের চাহিদা অনেক বাড়তে দেখা যায়। সেসব পণ্যেরই দাম বৃদ্ধি পায় বেশি। এজন্য ভোক্তাদেরও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়। বাজারে পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ স্বাভাবিক থাকার পরও অনেক ভোক্তাকে দেখা যায় রমজান শুরুর আগেই অহেতুক পণ্যসামগ্রী কিনে ঘরে এনে জমা করতে। এতে বাজারে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হয় এবং এর সুযোগে কিছু ব্যবসায়ী ওইসব পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন। ভোক্তারা বুঝতে পারেন না, তাদের এমন আচরণের কারণে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং এতে সাধারণ মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্য আগে থেকে প্রচারণা চালাতে হবে। ব্যবসায়ী নেতারা, সেই সঙ্গে মিডিয়া এ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে পারে। রমজানে যেসব পণ্যের চাহিদা বেশি হারে বেড়ে যায়, সেগুলোর আমদানি যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয়। অন্যান্য পণ্যের আমদানি কমিয়ে দিয়ে হলেও এ সময়ে বাজার শান্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিকমতো আমদানি হওয়ার পরও সরবরাহ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে কারণেও সংকট দেখা দেয় এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ভুল রিপোর্টিংয়ের কারণেও পণ্যসামগ্রীর বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, আমদানি ও সরবরাহ পরিস্থিতি ঠিক থাকলেও স্থানীয় বাজারে কারসাজির কারণে অনেক সময় পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এমনকি যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণ দেখিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়।এদিকে মিডিয়া পরিচালনাকারীদের সুদৃষ্টি রাখতে হবে। সরকার টিসিবির মাধ্যমে কিছু জরুরি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে কম দামে। এ সময়ে এই কার্যক্রম বাড়াতে হবে। তালিকায় নতুন পণ্যসামগ্রী যোগ করতে হবে রমজানে। টিসিবির কার্যক্রম নির্দিষ্ট কিছু শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ অন্তত রমজানে যাতে না ওঠে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

ব্রেন রট: বর্তমান সময়ের এক মারাত্মক ব্যাধি

আয়শা আক্তার

আপনি কি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনের মধ্যে ডুবে আছেন? বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকে একবার লগ ইন করলে আর বের হতে পারছেন না? কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন আপনাকে আবদ্ধ করে রাখছে! আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম, পড়ালেখা কোনো কিছুই যেন পাত্তা পাচ্ছে না এই নেশার কাছে। যদি আপনার উত্তর হ্যাঁ হয় তবে আপনি 'ব্রেন রট' বা 'মস্তিষ্কের পচন' রোগে আক্রান্ত। চলুন জেনে নেয়া যাক ব্রেন রট বিষয়টা আসলে কী? এই শব্দটি দ্বারা মানুষের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতির অবনতি বোঝায়। মূলত এটি দেখা দেয় সোশ্যাল মিডিয়ায় সারাক্ষণ পড়ে থাকা, গুরুত্বহীন এবং নিম্নমানের কন্টেন্ট অতিরিক্ত দেখার ফলে। এই শব্দের উৎপত্তি হয় ১৮৫৪ সালে হেনরি ডেভিড থোরোর বই 'ওয়াল্ডেন' থেকে। আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে ইন্টারনেটবিহীন যুগে 'ব্রেন রট' শব্দটি ঠিক কী অর্থে ব্যবহৃত হতো? আসলে, এই বইয়ে লেখক তখনকার সময়ে মানুষের অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ব্যয় করা, সমাজের জটিল ধারণাকে অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা এবং এর ফলে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার অবনমনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে ২০২৪ সালে এসে শব্দটি জেনারেশন আলফা এবং জেনারেশন জেডের অনলাইন সংস্কৃতির মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে এটি মূলধারায় পরিণত হয়েছে। অধিক জনপ্রিয়তার কারণে ২০২৪ সালের ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার এর খেতাব পেল 'ব্রেন রট' শব্দটি। এমনকি গত এক বছরের মধ্যে শব্দটির ব্যবহার প্রায় ২৩০ শতাংশ বেড়েছে। এর আধুনিক ব্যবহারকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'একজন ব্যক্তির মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার অনুমিত অবনতি, বিশেষ করে তুচ্ছ বা চ্যালেঞ্জিং বলে বিবেচিত উপাদান যা অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে দেখা হয়।'

তবে করোনাকালে এই শব্দের ব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কেননা আইসোলেশনের সময় গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় বিনোদনস্বল্পতার কারণে মানুষ অধিক মাত্রায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অকারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় পড়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় শর্টস, রিলস দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একে বলা হয় ডুমসক্রোলিং। আর এই ডুমসক্রোলিং এর ফলাফলই হলো 'ব্রেন রট' বা 'মস্তিষ্কের পচন'। মনোবিজ্ঞানী ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যান্ড্রু প্রজিবিলস্কি বলেন, 'শব্দটির জনপ্রিয়তা আমরা যে সময়ের মধ্যে বাস করছি তা প্রকাশ করে।' এই ব্রেইন রটের ফলাফল যে কত ভয়ংকর আর তা থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী? বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রেন রটের ফলে কোন কাজে উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলা, স্মৃতিবিভ্রম, খিটখিটে মেজজ থেকে শুরু করে পরবর্তীতে ক্যানসারের সৃষ্টি হতে পারে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আপনার চেষ্টা আর কিছু অভ্যাস এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। একটি প্রবাদ আছে, 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন।' আর দেহ সুস্থ থাকলে ব্রেন রট বা মস্তিষ্কের পচন কখনই আমাদের তাড়া করতে পারবে না। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসে ঘুমের বিষয়টি। পরিপূর্ণ ঘুম মানুষের মন এবং শরীর দুটোই ভালো রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা ফোনের প্রতি এতটাই ঝুঁকে পড়েছি যে অধিক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে স্ক্রলিং, শর্টস, রিলস দেখছি। বিশেষত, আমাদের তরুণ প্রজন্ম ফোনের নেশায় অত্যাধিক মাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়েছে, যা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমের। এছাড়া শারীরিক কসরত এবং মেডিটেশন আমাদের শারীরিক ও আত্মীক প্রশান্তি দিতে পারে। অধিকন্তু, তেল জাতীয় খাবার যতটুকু সম্ভব বর্জন করতে পারি। তাছাড়া হাতে ফোন নিয়ে রুমের মধ্যে পড়ে না থেকে বাইরে মানুষের মাঝে অধিক সময় ব্যয় করা হতে পারে একটি উত্তম পন্থা। অর্থাৎ আমরা প্রয়োজনীয় কাজ ব্যতীত ফোন থেকে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে 'ব্রেন রট' সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারি।

চাই জীবনমুখী যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষা

মাহরুফ চৌধুরী

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসন-আমলের উত্তরাধিকার বহন করেই যাত্রা শুরু করেছিল। যদিও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় উচ্চশিক্ষার কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মানের অভাব এখনও দৃষ্টিগোচর। গত দুই দশকে দেশে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের তেমন উন্নতি ঘটেনি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-উত্তর গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে উচ্চশিক্ষার মান আরও সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করে শিক্ষার্থীদেরকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে প্রস্তত করা এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে– আমাদের উচ্চশিক্ষা আসলে কেমন হওয়া উচিত? সঙ্গত কারণেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নকে ঘিরে সুধিমহলে বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা, এবং বিতর্ক চলমান। জাতির সম্মুখে উচ্চশিক্ষাকে জীবনমুখী যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও বাধা রয়েছে এবং দেশের সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেসব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। দেশের উচ্চশিক্ষার উচ্চমান নিশ্চিত করতে আরও গভীর আলোচনা-পর্যালোচনা এবং একটি সম্মিলিত উদ্যোগের দাবি রাখে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র নয়, বরং গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সামগ্রিকভাবে জাতির উন্নয়নে অবদান রাখার প্রধান বাহন হয়ে উঠবে। বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় একটি উন্নত, উদ্ভাবনী এবং প্রতিযোগিতামূলক জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে এবং অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে শিক্ষার্থীদের জন্য জীবনমুখী যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গঠনতন্ত্র, মৌলিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে আধুনিক মানদ- নির্ধারণ ও সেগুলোকে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, দক্ষতার উন্নয়ন ও বিকাশ, এবং সেই জ্ঞান ও দক্ষতাকে সমাজে প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব শুধু পাঠদান নয়; বরং নতুন জ্ঞান তৈরি এবং নিত্যনতুন উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে আরো জীবনমুখী করার পাশাপাশি গবেষণার ওপর আরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত ক্যাম্পাসে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের জন্য অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত আর্থিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রশাসন থেকে উৎসাহ ও স্বীকৃতি দেওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু দেশেই নয়, বিশ্ব পরিম-লেও নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করতে পারবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন সমাজ ও রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক খাতের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে শিক্ষাকে জীবনমুখী কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে কর্মমুখী ও বাস্তব জীবনের চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতির যুগে এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে সফলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উৎপাদনমুখী শিল্পখাতের মধ্যে যে ধরনের কার্যকর সহযোগিতা দেখা যায়, তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ শুধু জ্ঞান বিতরণে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে শিল্প ও অর্থনৈতিক খাতের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখা। শিল্প খাতের সঙ্গে এই সমন্বয় নিশ্চিত করা গেলে, শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ, উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী এবং শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতায় নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করে যথাযথ স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথ ডিগ্রি প্রোগ্রাম, শিক্ষার্থী বিনিময় প্রোগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হবে। এ উদ্যোগগুলো শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক জ্ঞান, যোগাযোগ দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক সচেতন বৃদ্ধি করবে এবং তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলবে। এর পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন, শিক্ষক বিনিময় কার্যক্রম এবং তাদের গবেষণায় বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। এসব উদ্যোগ উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণে সহায়ক হবে এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানের উচ্চতায় নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উচ্চশিক্ষাকে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও যুগোপযোগী করতে আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি শিক্ষাপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিক্ষার বিস্তারে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে শিক্ষার্থীদের দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা সম্ভব নয়। এটি শুধু শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন নয়, বরং শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতেও সহায়তা করবে। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা শুধু শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতাই বৃদ্ধি করবে না, বরং এটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে, যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করা উচ্চশিক্ষার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। একাডেমিক শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মানসিক সুস্থতা, নৈতিক মূল্যবোধ, এবং মানবিক গুণাবলির চর্চা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল না হলে তাদের পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা বিকশিত করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে নৈতিকতার অভাব শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যা পরবর্তীতে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় নৈতিক স্খলন ও মানসিক বৈকল্য খুবই স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই উচ্চশিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ তাদের সামগ্রিক উপযোগিতা ও দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে আধুনিক অবকাঠামো এবং সমৃদ্ধ ক্যাম্পাস জীবনের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য মানসম্পন্ন অবকাঠামো নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শারীরিক অবকাঠামোর মান শুধু শিক্ষার গুণগতমান উন্নত করতেই নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বস্তি ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। বলা হয়ে থাকে, উত্তরাধিকার ও পরিবেশই নিশ্চিত করে একজন মানুষ পরিণত বয়সে কেমন হবে। তাই একুশ শতকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের এমন একটি পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে তারা জ্ঞানার্জন, গবেষণা এবং সুস্থ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পাবে। উন্নত অবকাঠামো ও সমৃদ্ধ ক্যাম্পাস জীবন কেবল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নত করবে না, বরং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সহযোগিতা, সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা, সহাবস্থান, পরমতসহিষ্ণুতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলিও বিকাশে সহায়তা করবে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় শিক্ষা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা গেলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থা ও আগ্রহ আরও বাড়াবে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও জ্ঞান পরিমাপের জন্য কার্যকর ও যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অপরিহার্য। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাস্তরে প্রচলিত শিখন মূল্যায়নের গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক নয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুখস্থবিদ্যার প্রবণতা বাড়ছে এবং তারা প্রকৃত সমস্যা সমাধানে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারছে না। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনার সময় এসেছে। সৃজনশীল ও সমন্বিত মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাস্তবজীবনের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। বিশেষ করে সমস্যানির্ভর ও প্রকল্পভিত্তিক শিখন মূল্যায়নের মাধ্যমে একদিকে শিক্ষার মানও উন্নত হবে এবং অপরদিকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিশ্বমানে পৌঁছবে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন হলে শিক্ষার্থীরা কেবল দেশীয় চাকরির বাজারেই নয়, বরং বৈশ্বিক চাকরির বাজারেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক প্রয়োজনে নানা গবেষণা ও উদ্ভাবনমুখী কর্মকা- পরিচালনা করতে হবে। এসব কর্মকা- শুধু জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রেই সহায়ক হবে না, বরং দেশে শিল্প, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আর সেজন্য গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ, গবেষণা ল্যাবরেটরি স্থাপন, শিল্পকারখানার সঙ্গে যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আগ্রহী করে তুলতে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে দেশব্যাপী বিজ্ঞান মেলা ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে।একদিকে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি। যেমন ইন্টার্নশিপ, প্রশিক্ষণ, এবং যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জগতের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে রাখবে। অপরদিকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইন শিক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্য বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। একইসঙ্গে শিক্ষকদেরও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষাকে রাষ্ট্রসংস্কারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার ওপরও জোর দিতে হবে। দেশের জন্য সুনাগরিক ও সুশাসক তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈতিকতা, মানবাধিকার এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের চর্চা বাড়ানো প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। একুশ শতকের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একদিকে যেমন জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে, অপরদিকে তেমনি দেশের শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীদের মানবিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের পাশাপাশি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠুক বিশ্ব বিদ্যার আলয়। আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত আগামীর প্রত্যাশায় রইলাম।

> **উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন হলে শিক্ষার্থীরা কেবল দেশীয় চাকরির বাজারেই নয়, বরং বৈশ্বিক চাকরির বাজারেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক প্রয়োজনে নানা গবেষণা ও উদ্ভাবনমুখী কর্মকা- পরিচালনা করতে হবে। এসব কর্মকা- শুধু জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রেই সহায়ক হবে না, বরং দেশে শিল্প, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আর সেজন্য গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ, গবেষণা ল্যাবরেটরি স্থাপন, শিল্পকারখানার সঙ্গে যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আগ্রহী করে তুলতে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে দেশব্যাপী বিজ্ঞান মেলা ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে।একদিকে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি। যেমন ইন্টার্নশিপ, প্রশিক্ষণ, এবং যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জগতের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে রাখবে। অপরদিকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইন শিক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্য বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। একইসঙ্গে শিক্ষকদেরও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষাকে রাষ্ট্রসংস্কারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার ওপরও জোর দিতে হবে। দেশের জন্য সুনাগরিক ও সুশাসক তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈতিকতা, মানবাধিকার এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের চর্চা বাড়ানো প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। একুশ শতকের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একদিকে যেমন জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে, অপরদিকে তেমনি দেশের শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে**

খেজুর গুড়ের বাণিজ্যিক গুরুত্ব

জিল্লুর রহমান

খেজুরের রস ও গুড় পছন্দ করে না, এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। এক সময় শীত আসলেই মায়ের হাতে বানানো হরেক রকমের পিঠা-পুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যেত। শীত মৌসুম এলে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের প্রতীক মধুবৃক্ষ বলে খ্যাত 'খেজুর গাছ'কে ঘিরে জনপদে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করত। শীত মৌসুমে খেজুর রস দিয়ে তৈরি গুড়, পাটালি, পিঠা, পায়েস ইত্যাদি নিয়ে গ্রামবাসীরা অতিথিদের আপ্যায়নে চেষ্টা করত। কিন্তু সেই খেজুরের রসের দানা গুড়, ঝোলা গুড়ের ঘ্রাণ এখন আর গ্রামের হাট বাজারে খুব একটা দেখা যায় না। সবাই শীতের ঐতিহ্য মিষ্টি খেজুরের রসের স্বাদ আজ ভুলতে বসেছে। তবে ইদানিং বাণিজ্যিকভাবে খেজুর গুড়ের উৎপাদন ও বিপণন একটি সম্ভাবনায় লাভজনক পেশা হিসাবে গড়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খেজুর গুড়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তারা মানসম্মত খেজুর গুড়ের উৎপাদন, বিপণন ও বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। এসব উদ্যোক্তাদের অনেকেই অন্যলাইনে ব্যবসার প্রসার ও বিস্তারের জন্য কাজ করছে। অবশ্য একসময় শীত মৌসুমে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে গাছিরা খেজুরগাছ থেকে রস নামানো ও গুড় তৈরির কাজটি নিজেরাই করতেন। রসের একটি অংশ নিতেন গাছি, একটি অংশ পেতেন গাছের মালিক। কিছুটা নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাজার বন্দরে বিক্রি হতো। কয়েক বছর ধরে এই সনাতন ব্যবস্থা থেকে খেজুর গুড় উৎপাদন অনেকটা বাণিজ্যিক রূপ পেয়েছে। দেখা দিয়েছে নতুন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। এখন মৌসুম এলেই খেজুরগাছ রীতিমতো ইজারা দেয়া হয়। কোনো কোনো এলাকায় খেজুরগাছ বাণিজ্যিকভাবে লাগানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় রস নামানো ও গুড় তৈরির কাজটি কোথাও কোথাও মজুরি ভিত্তিক পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও খুলনা জেলা বরাবরই খেজুরগাছ, গুড় ও রসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব এলাকায় এক সময় অর্থকরী ফসল বলতে খেজুর গুড়ের বেশ কদর ছিল। যশোরের ঐতিহ্যবাহী গুড় পাটালির ইতিহাস অনেক প্রাচীন। যশোরের খেজুরের রস ও গুড় স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়। সাত-আট বছর আগেও শীতকালে এসব এলাকার গাছিরা খেজুর গাছের রস সংগ্রহে খুবই ব্যস্ত সময় কাটাতেন। তারা খেজুরের রস ও পাটালী গুড় বিক্রি করে বিপুল অংকের টাকা আয় করতেন। তবে সাম্প্রতিককালে খেজুর গুড়ের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, চাপাইনবাবগঞ্জ ইত্যাদি জেলায়ও বেশ কিছু উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। জানা যায়, শুধু বৃহত্তর রংপুরের পাঁচ জেলা- লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারীতে প্রায় ১০০টি পয়েন্টে খেজুরের গুড় তৈরি হচ্ছে। শীত মৌসুমে গুড় তৈরির অস্থায়ী কারখানাগুলোতে গড়ে প্রতিদিন ১৫ টন খেজুরের গুড় উৎপাদন হচ্ছে। উৎপাদিত বেশিরভাগ গুড় স্থানীয়রাই সরাসরি কারখানা থেকে কিনে নিচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ ও বিপণন করছে। এ বছর রাজশাহীতে শীতের শুরু থেকেই গাছিরা খেজুরের রস সংগ্রহ শুরু করছে। সেই রস থেকে বিশেষ উপায়ে তৈরি হচ্ছে খেজুর গুড়। রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা যায়, চলতি মৌসুমে (২০২৩-২৪) রাজশাহীতে মোট ১১ লাখ ৮ হাজার ১৮টি খেজুর গাছ থেকে (৫৪১ দশমিক ৩৭ হেক্টর জমিতে) ৮৮ লাখ ৬৪ হাজার ১৪৬ কেজি বা ৮ হাজার ৮৬৪ টন গুড় উৎপাদন হবে। আর বিক্রি হবে ১৪১ কোটি ২০ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। অনলাইনের বাজার ধরলে মোট গুড় বিক্রি হবে ১৫০ কোটি টাকার বেশি। উক্ত তথ্যমতে, আম, পান যেমন রাজশাহীর অর্থনীতির চাকাকে বেশ সচল করেছে ঠিক তেমনি খেজুর গুড়। বর্তমানে হাট-বাজারগুলোতে বিক্রির পাশাপাশি শিক্ষিত যুব-সমাজ অনলাইনে গুড় বিক্রি করছে। উপরোক্ত তথ্য সূত্রে আরও জানা যায়, দেশজুড়ে রাজশাহীর আমের যেমন খ্যাতি, তেমনই খেজুর গুড়ের সুখ্যাতি। জেলার গাছিরা শীতের মৌসুমে গাছ থেকে রস সংগ্রহের পরে প্রক্রিয়াজাত করে এ গুড় তৈরি করেন। উৎপাদিত গুড় কেনাবেচা হয় উপজেলার হাটগুলোতে। সেখান থেকে কিনে পাইকাররা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করেন। এসব গুড় বর্তমানে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। অর্জন হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। এ অঞ্চলের খেজুর গুড় খুবই সুস্বাদুও। জানা যায়, রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলায় প্রচুর খেজুর বাগান রয়েছে। এছাড়া সড়কপথ, পতিত জমি ও বাড়ির আঙিনাতেও রয়েছে খেজুর গাছ। শীতে এসব গাছ হয়ে ওঠে গাছিদের কর্মসংস্থানের উৎস। একজন গাছি প্রতিদিন ৪৫ থেকে ৫০টি খেজুর গাছের রস আহরণ করে। বিকেলে গাছে কোর (মাটির তৈরি হাড়ি) লাগিয়ে আসেন। আর সকালে রসভর্তি কোর নামান গাছিরা। তারা খেজুরের রস ও গুড় তৈরিকে কেন্দ্রে করে বছরের আড়াই থেকে তিন মাস ব্যস্ত থাকেন। অন্যদিকে, যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য মতে, যশোরের খেজুরের গুড় একটি জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ গুড়ের সুনাম দেশব্যাপী। কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টায় বিগত বছরগুলোতে রস আহরণ ও গুড় উৎপাদন বেড়েছে। কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, জেলায় প্রায় ২৩ লাখ খেজুরের গাছ আছে এবং এর মধ্যে সাড়ে ৩ লাখ গাছ থেকে রস আহরণ করে ৬ হাজার ৫০০ গাছি। ২০২৪ সালে ৩ হাজার ৪০ টন গুড় উৎপাদন হয়েছিল এবং চলতি বছর ৩ হাজার ১শ টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বছর গুড়ের দাম বেশ ভালো, ফলে কৃষক লাভবান হবে বলে ধারণা করা হয়। দেশে ও বিদেশে খেজুর রস ও এর গুড়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পরিকল্পিত উপায়ে এর উৎপাদন বাড়াতে পারলে গ্রামীণ জনপদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এটি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া, গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারি উদ্যোগে এর বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ করা দরকার। তরুণ উদ্যোক্তাদের যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ব্যবসায় যুক্ত করতে পারলে দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা সম্ভব। এক সময় দেশের চাহিদা মিটিয়ে ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক দেশে খেজুরের গুড় রপ্তানি হতো। এজন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশি বেশি খেজুর গাছ রোপণ করা প্রয়োজন এবং গাছালীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খেজুরের রসের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা দরকার। স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতা ও কঠোর নজরদারির অভাবে ইটের ভাটায় অবাধে খেজুরগাছসহ ফলবান বৃক্ষ পোড়ানোর কারণে খেজুর বৃক্ষের বিরাট অংশ উজার হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় হয়তো খেজুর রসের ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। খেজুরের রসের পিঠা পায়েশ তখন শুধুই স্মৃতির রোমন্থন হয়ে বেঁচে থাকবে। এজন্য খেজুর গাছ যাতে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে সেজন্য পরিকল্পিত উপায়ে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ গাছের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব, ঐতিহ্য ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই লেবাননে ইসরায়েলের হামলা, নিহত ও আহত বহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: লেবাননে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হামলায় অন্তত ২৪ জন আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার দক্ষিণ লেবাননের অন্যতম প্রধান শহর নাবাতিহে এ হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। লেবাননের ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর একটি ড্রোন নাবাতিহের আল-ফাওকার আল-রাওদাত স্কুলের কাছে রাস্তায় একটি পিকআপ ট্রাককে লক্ষ্য করে গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এতে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং রাস্তায় পার্ক করা গাড়িগুলো পুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ওই এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া বেশ কয়েকজন নাগরিক আহত হন। বিস্ফোরণের শব্দ আশপাশের এলাকাজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। এই হামলার ঘটনায় নাবাতিহের আল-ফাওকার মেয়র ইয়াসির গান্দুর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "ইসরায়েলি বাহিনী আমাদের বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করছে, যারা নিজেদের বাড়িতে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করছিলেন।" লেবাননের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি নাবাতিহের ওপর এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, "এটি স্পষ্টতই ইসরায়েলের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির লঙ্ঘন।" তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারা ইসরায়েলের ওপর চাপ প্রয়োগ করে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। গত ২৭ নভেম্বর লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরও ইসরায়েল লেবাননে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। লেবাননের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ের মধ্যে অন্তত ৮৩ জন লেবাননবাসী নিহত হয়েছেন এবং বহু মানুষ আহত ও বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা যখন নিজেদের গ্রামে ফেরার চেষ্টা করছিলেন, তখন ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২২৮ জন আহত হন। বিশেষ করে, যুদ্ধবিরতির দিনও ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে ছয় নারীসহ অন্তত ২৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে। পরদিনও দুজন নিহত ও ১৭ জন আহত হন। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় ইসরায়েলি বাহিনীর দক্ষিণ লেবানন থেকে সরে যাওয়ার কথা ছিল। আর হিজবুল্লাহর সদস্যদের লেবানন-ইসরায়েল সীমান্ত থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে লিতানি নদীর উত্তরে চলে যাওয়ার কথা ছিল। চুক্তি অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ইসরায়েলের উচিত ছিল দক্ষিণ লেবানন থেকে তার বাহিনী ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা এবং ওই অঞ্চলে লেবাননের সেনাবাহিনী মোতায়েন করা।

এয়ার ইন্ডিয়া বোমা হামলা মামলায় খালাস পাওয়া ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে কানাডায় একজনের যাবজ্জীবন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: কানাডায় ১৯৮৫ সালের এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট বোমা হামলার মামলায় খালাস পাওয়া শিখ ব্যবসায়ী রিপুধামান সিং মালিক হত্যার দায়ে দুই আসামির একজন ট্যানার ফক্সকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সুপ্রিম কোর্ট। ফক্সকে ২০ বছর পর্যন্ত প্যারোল মুক্তি দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ২০২২ সালের ১৪ জুলাই কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের সারে শহরে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে গাড়িতে বসা অবস্থায় রিপুধামান সিং মালিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর পুলিশ কাছাকাছি একটি পুড়ে যাওয়া গাড়ি খুঁজে পায়, যা সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের ব্যবহৃত বলে ধারণা করা হয়। হত্যার অভিযোগে ট্যানার ফক্স ও হোসে লোপেজকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বছরের অক্টোবরে ফক্স ও লোপেজ আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকার করেন। গত মঙ্গলবার ব্রিটিশ কলম্বিয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ফক্সের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন। লোপেজের সাজা আগামী শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) ঘোষণা করা হবে। মালিকের পরিবারের সদস্যরা আদালতে ফক্সের কাছে অনুরোধ জানান, যেন তিনি হত্যার পরিকল্পনাকারী ও অর্থদাতাদের নাম প্রকাশ করেন। মালিকের পুত্রবধূ সন্দীপ কর ঢালিওয়াল আদালতে বলেন, ''আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনাকে যারা নিয়োগ দিয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ করুন।'' আদালতে প্রসিকিউটর ম্যাথিউ স্টেসি বলেন, ''ফক্স ও লোপেজ ইচ্ছাকৃতভাবে মালিককে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এই হত্যার জন্য তাঁদের আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল।'' তবে কে তাঁদের ভাড়া করেছিল, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ২৩ জুন ১৯৮৫ সালে কানাডা থেকে ভারতের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ১৮২ আয়ারল্যান্ড উপকূলে বিস্ফোরিত হয়।

ট্রাম্পের হুমকির পর গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা ফ্রান্সের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা এবং সামরিক হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স সেখানে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে। গত মঙ্গলবার ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ-নোয়েল ব্যারোট এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানান। ট্রাম্প ২০২৩ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর একাধিকবার গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের কথা বলেছেন। প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহারের হুমকিও দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের এই অবস্থানের ফলে ইউরোপীয় দেশগুলো বিশেষ করে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ-নোয়েল ব্যারোট বলেছেন, 'গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তবে এখনই কোনো সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা নেই। তবে গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে ইউরোপ অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে।' তিনি আরও বলেন, 'গ্রিনল্যান্ড বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত যাতে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা তৈরি না হয়।' ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ডেনমার্ক ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়। এর মালিক এখানকার বাসিন্দারা।' ট্রাম্পের সামরিক হুমকি মোকাবিলার জন্য ডেনমার্ক আর্কটিক অঞ্চলে প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে ২ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। মাত্র ৫৭ হাজার জনসংখ্যার দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের বেশিরভাগ অংশ বরফে আচ্ছাদিত হলেও এটি বিরল খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। ব্যাটারি এবং উচ্চ-প্রযুক্তির যন্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় এই খনিজগুলোর কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বীপটির গুরুত্ব অনেক বেশি। ট্রাম্প প্রশাসন গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য 'গুরুত্বপূর্ণ' হিসেবে উল্লেখ করেছে। এটি প্রথমবার নয় যে ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের কথা বলেছেন। ২০১৯ সালে তার প্রথম প্রেসিডেন্সি মেয়াদেও তিনি দ্বীপটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তখনও ডেনমার্ক দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয় যে গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়।

ইউক্রেন সংকট: শান্তি আলোচনায় পুতিন, তবে জেলেনস্কি বাদ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে প্রস্তুত, তবে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে নয়। গত মঙ্গলবার এক বক্তব্যে পুতিন বলেন, জেলেনস্কির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি তাকে বৈধ শাসক মনে করেন না। তাই শান্তি আলোচনায় তার কোনো ভূমিকা থাকা উচিত নয়। ফ্রান্স টুয়েন্টি ফোর-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে প্রায় তিন বছর ধরে। যুদ্ধ থামাতে নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয় পক্ষকেই চাপ দিচ্ছেন। গত সপ্তাহে ট্রাম্প বলেছিলেন, জেলেনস্কি যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চান এবং আলোচনায় বসতেও প্রস্তুত। পুতিন এর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "যদি জেলেনস্কি আলোচনায় বসতে চায়, তাহলে আমি প্রতিনিধি পাঠাবো।" তবে তিনি জেলেনস্কিকে অবৈধ শাসক উল্লেখ করে বলেন, "যদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহলে যে কেউ আলোচনায় নেতৃত্ব দিতে পারে। যা আমাদের জন্য উপযুক্ত ও সংগতিপূর্ণ, সেটার চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব।" পুতিনের এই মন্তব্যের পরপরই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)-এ লিখেছেন, "আজ পুতিন আবারও প্রমাণ করলেন যে তিনি আলোচনায় ভয় পান, শক্তিশালী নেতাদের ভয় পান এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।" রুশ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের এক প্রতিবেদনে পুতিন বলেন, "যদি পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে, তাহলে দুই মাস বা তারও কম সময়ে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব।

ভারতের মহাকুম্ভ মেলায় পদদলিত হয়ে নিহত ১৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় পদদলনের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে পৌঁছেছে। গতকাল বুধবার ভোরের আগে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ মহাকুম্ভে পবিত্র স্নানের জন্য আসা লাখ লাখ মানুষের ভিড়ে এই পদদলনের ঘটনা ঘটে। উত্তরপ্রদেশ সরকার জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে ধাক্কাধাক্কি শুরু হলে পদদলনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে থাকা অ্যাম্বুলেন্সগুলো আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়।

নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা উপেক্ষা করে ট্রাম্পের আমন্ত্রণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে তাঁদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ট্রাম্পের এই আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, কারণ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইতোমধ্যেই নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। আইসিসি গত বছরের ২১ নভেম্বর এক ঘোষণায় জানায়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের গাজায় পরিচালিত সামরিক অভিযানের জন্য নেতানিয়াহু, তাঁর সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালান্ট এবং হামাসের নেতা মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিশেষত, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে গাজার নাগরিকদের ক্ষুধার মুখে ঠেলে দেওয়া এবং সেখানকার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, এই পরোয়ানা কার্যকর করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যদিও ইসরায়েলি সরকার এ অভিযোগকে 'ইহুদিবিদ্বেষী' বলে নিন্দা জানিয়েছে। আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মধ্যেই ট্রাম্পের এই আমন্ত্রণ ইসরায়েলের প্রতি তাঁর অটল সমর্থনের প্রকাশ বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ কেবল ইসরায়েলকে কূটনৈতিক সমর্থন দেওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে না, বরং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। এদিকে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির মধ্যেই নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। যুদ্ধবিরতির ফলে গাজায় ১৫ মাস ধরে চলা সংঘর্ষ কিছুটা হলেও থেমেছে। তবে যুদ্ধবিরতির মধ্যে এই সফর ও আলোচনার বিষয়বস্তু কী হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ট্রাম্প গাজা পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কয়েকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, মিসরকে উচিত গাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় দেওয়া। তাঁর মতে, ফিলিস্তিনিদের এমন স্থানে বসবাস করা উচিত, যেখানে তারা সংঘর্ষ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। তবে মিসর, জর্ডান ও অন্যান্য আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, কারণ তারা গাজাকে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার পর ইসরায়েল নজিরবিহীন সামরিক অভিযান চালিয়েছে, যার ফলে গাজায় ৪৭ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি। অন্যদিকে, ইসরায়েলের মতে, হামাসের হামলায় ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫০ জন জিম্মি হয়। বর্তমানে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ছয় সপ্তাহের জন্য একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুসারে, প্রথম ধাপে হামাস ৩৩ জন জিম্মিকে মুক্তি দেবে এবং বিনিময়ে ইসরায়েল

কয়েকশ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে। এই যুদ্ধবিরতির ফলে কিছু বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি গাজা সিটিতে ফিরে আসতে শুরু করেছেন, যদিও শহরটি পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পরও ট্রাম্পের হোয়াইট হাউস আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এটি একদিকে ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থনের প্রতিফলন, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। গাজায় চলমান মানবিক সংকট, যুদ্ধবিরতি ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমীকরণ কীভাবে গড়ে উঠবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিনোদন

নতুন রূপে পর্দায় আসছেন আবুল হায়াত

বিনোদন ডেস্ক : বৃদ্ধাশ্রমের গল্পকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে নতুন সিনেমা 'দায়মুক্তি'। এটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সিনেমাটিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিংবদন্তি অভিনেতা আবুল হায়াত। যেখানে ভিন্ন লুকে ধরা দেবেন ৮২ বছর বয়সী এই অভিনেতাকে। সমাজের দায়বদ্ধতায় জড়ানো পারিবারিক এবং সামাজিক গল্পের চলচ্চিত্রটিতে তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আরেক একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী দিলারা জামান। এ প্রসঙ্গে আবুল হায়াত বলেন, আমি আর দিলারা ভাবী অনেক নাটকে কাজ করলেও প্রথমবার একসঙ্গে সিনেমায় অভিনয় করেছি। প্রযোজক এবং পরিচালকের আগ্রহেই মূলত আমার এই সিনেমায় কাজ করা। গল্পটা ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে আমার চরিত্রটিও। আশা করছি, সিনেমাটি দর্শকের ভালো লাগবে। দিলারা জামান বলেন, হায়াত ভাইয়ের সঙ্গে অনেক নাটকে কাজ করা হয়েছে। দায়মুক্তি সিনেমায় কাজ করার মধ্যদিয়ে সিনেমাতেও একসঙ্গে কাজ করা হলো আমাদের। গল্পটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। সিনেমাতে যারা অভিনয় করেছেন প্রত্যেকেই যার যার চরিত্রে ভালোভাবে অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। আমি আশাবাদী দায়মুক্তি নিয়ে। বাকিটা আসলে দর্শকের আগ্রহের উপর নির্ভর করছে। 'দায়মুক্তি' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন অসংখ্য সুপারহিট সিনেমার পরিচালক বদিউল আলম খোকন। তিনি বলেন, জন্মদাতা বাবা-মার প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত আর সন্তান হিসাবে মা-বাবার প্রতি আমাদের দায়িত্বটা কি তার একটা সুন্দর গল্প এই সিনেমাতে তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক গল্পের সিনেমাটি আশা করছি, সবার ভালো লাগবে। জসিম উদ্দিন প্রযোজিত সিনেমাটিতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক ও চিত্রনায়িকা সুস্মি রহমান।

ভক্তদের জন্য নতুন অ্যালবাম নিয়ে আসছেন লেডি গাগা

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় মার্কিন পপ তারকা লেডি গাগা আগামী ৭ মার্চ প্রকাশ করতে যাচ্ছেন তার সপ্তম মিউজিক অ্যালবাম 'মেহ্যাম'। গত সোমবার রাতে নিউইয়র্ক এবং লাস ভেগাসে বিলবোর্ডের মাধ্যমে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়। অ্যালবামটির ব্যাপারে লেডি গাগা বলেন, 'এ অ্যালবামটি শুরু হয়েছিল আমার সেই ভয়কে মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যেটি আমি প্রথমদিকে পপ মিউজিকের প্রতি অনুভব করতাম এবং যে গানগুলো আমার শুরুর দিকের ভক্তরা ভালোবাসতেন।' তিনি আরও বলেন, 'সৃজনশীল এই কাজটি ছিল একটি ভাঙা আয়না ফের জোড়া লাগানোর মতো ঘটনা। যদিও আপনি টুকরোগুলো ঠিকভাবে জোড়া দিতে পারবেন না, তবে আপনি নতুনভাবে সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারবেন, যা তার নিজস্বতার মাধ্যমে অসাধারণ হয়ে উঠবে। আসন্ন অ্যালবামে মোট ১৪টি গান থাকবে, যার মধ্যে পূর্বে প্রকাশিত 'ডিজিস' এবং 'ডাই উইথ এ স্মাইল' গান দুটি আগেই রিলিজ হয়েছিল। এদিকে লস অ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত 'ফায়ার এইড' কনসার্টে অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে লেডি গাগার।

পরীমণির সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে মুখ খুললেন শেখ সাদী

বিনোদন ডেস্ক : প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদ নিয়ে হরহামেশাই সংবাদের শিরোনামে থাকেন ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা পরীমণি। সম্প্রতি এই নায়িকার সঙ্গে বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্মের গায়ক শেখ সাদীর প্রেমের সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে গত সোমবার ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন পরীমণি। যেখানে অভিনেত্রীর জামিনদার ছিলেন শেখ সাদী। এরপর তাদের প্রেম নিয়ে আলোচনা আরো জোরালো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পরীমণির পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য না আসলেও শেখ সাদী মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, পরীর সঙ্গে তার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তবে পারিবারিকভাবে একটি সম্পর্ক রয়েছে। সাদী বলেন, 'পরীমণির সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক হতেই পারে না। পারিবারিকভাবে আমাদের বোঝাপড়া ভালো। আমাদের পরিবারের সদস্যরা তার বাসায় যান; তিনিও আমাদের বাসায় আসেন। পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে তার সঙ্গে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ না জেনে না বুঝে আমাদের নিয়ে রিউমার ছড়াচ্ছেন।' পরীমণির সঙ্গে পরিচয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে শেখ সাদী বলেন, 'একই অঙ্গনে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে পরীমণির সঙ্গে বেশ আগেই পরিচয়। পেশাগত কারণে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। নিয়মিত কথাবার্তাও হয়; এটা নিয়ে বলার তো কিছু দেখি না।' জামিনদার হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে এই গায়ক বলেন, 'দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আদালতে গিয়েছিলাম। পরীমণি আমার সহকর্মী। তার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির খবর শুনে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। তখন পরীমণির সঙ্গে কথা হয়। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন। জামিন হওয়ার পর তার আইনজীবী একজন জামিনদার হন; আমি আরেকজন জামিনদার হই।' প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর ভালোবেসে চিত্রনায়ক শরিফুল রাজকে বিয়ে করেন পরীমণি। এরপর ২০২২ সালের ১০ আগস্ট তাদের ছেলে শাহীম মুহাম্মদ রাজ্যের জন্ম হয়। পরের বছরেই বিচ্ছেদের পথে হাঁটে এই জুটি। বর্তমানে পরীমণি সিঙ্গেল মাদার হিসেবে দুই সন্তানকে বড় করছেন।

অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে মিথিলার 'জলে জ্বলে তারা'

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দায় জুটিবেঁধে কাজ করলেও এই প্রথম বড় পর্দায় দেখা যাবে এফ এস নাঈম ও রাফিয়াত রশিদ মিথিলাকে। মুক্তি পেতে যাচ্ছে তাদের 'জলে জ্বলে তারা' সিনেমা। এটি নির্মাণ করেছেন অরুণ চৌধুরী। সিনেমাটি ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুদান পায়। ২০২১ সালের অক্টোবরে মানিকগঞ্জে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়। করোনাকালীন সেই সময়ে মাত্র তিন সপ্তাহেই শুটিং শেষ হয়। এরপর একাধিকবার সিনেমাটি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হলেও নানা কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। গত বছরও সিনেমাটি মুক্তির তালিকায় ছিল। কিন্তু জুলাই বিপ্লবের কারণে আর মুক্তি দেননি নির্মাতা। এখন ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সিনেমাটি দর্শকের সামনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। নির্মাতা অরুণ চৌধুরী বলেন, 'এটা রোমান্টিক গল্প। যে কারণে ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে মুক্তি দেওয়ার কথা ভেবেছি। ১৪ ফেব্রুয়ারি রিলিজ ডেটও নিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'প্রথমবার পর্দায় দর্শক নাঈম-মিথিলার রসায়ন দেখবে। রোমান্টিক, মানবিক গল্পটি দর্শক পছন্দ করবেন।' দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় পরে বড় পর্দায় আসছেন নাঈম। নাঈম বলেন, 'প্রথমবার দর্শক আমাকে বড় পর্দায় প্রধান চরিত্রে দেখবেন। ভালোবাসা দিবস হলে সিনেমাটি আলাদা গুরুত্ব পায়। আমাদের গল্পটি মানবিক সম্পর্কের। এখানে সবগুলো গান রোমান্টিক। এগুলো দর্শকদের ভিন্ন একটি অনুভূতি দেবে।' 'জলে জ্বলে তারা' সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, মনিরা মিঠু, আজাদ আবুল কালাম, নূর ইমরান মিঠু প্রমুখ।

এবার রণবীরের সাথে পর্দা শেয়ার করতে যাচ্ছেন জাহ্নবী কাপুর

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুরের ক্যাসানোভা ভাবমূর্তি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক করে সবসময়ই থেকেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আলিয়া ভাটকে বিয়ে করে সংসার পেতেছেন। বাবাও হয়েছেন এক কন্যার। তবে রোমান্টিক বয়ের তকমাটা সরছে না। তার এই ভাবমূর্তিকেই কাজে লাগাতে চাচ্ছে একটি অতিপরিচিত কন্ডোম উৎপাদক সংস্থা।

নিজের প্রেম জীবন নিয়ে কথা বললেন রাশমিকা মান্দা

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা বিভিন্ন কারণে সংবাদের শিরোনাম হয়ে থাকেন। কখনও সিনেমার কারণে কখনও আবার তার বহুচর্চিত বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে। যা নিয়ে নেটিজেনরা বেশ আলোচনা-সমালোচনা করে থাকেন। এক সাক্ষাৎকারে এবার প্রেম জীবন নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তার জীবনেও একজন সঙ্গী রয়েছেন। রশ্মিকা বলেন, 'নিজের বাড়ি, আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের জায়গা। আমি সেখানে শান্তি খুঁজে পাই। মনে হয়, শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে আছি। আসলে সাফল্য আসবে, যাবে। এটা চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু, বাড়িতে এক অন্য শান্তি। আমার জীবনেও অনেক কাছের মানুষ আছেন। আমিও কারও বোন, কারও মেয়ে, কারও আবার সঙ্গী। জনপ্রিয়তা যার যার নিজের জায়গায়। আমি আসলে এই জীবনকে খুব উপভোগ করি।' রাশমিকার মুখে 'কারও সঙ্গী' কথাটা শুনে ভীষণই খুশি ভক্তরা। অবশেষে অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন, তারও একজন সঙ্গী রয়েছেন। অভিনেত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একজন পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোন বিষয়টিতে তার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ? তার কথায়, 'চোখ হলো মানুষের আত্মার জানালা। এমন লোকেদের প্রতি আকৃষ্ট হই যাদের মুখে হাসি আছে। আমি এমন লোকদের পছন্দ করি যারা চারপাশের মানুষকে সম্মান করেন।' প্রসঙ্গত, গত দুই বছর ধরে রাশমিকা ও বিজয়ের মধ্যে প্রেম নিয়ে চর্চা চলছে। দু'জনকে একসঙ্গে মালদ্বীপে ছুটি কাটাতেও দেখা গেছে। তবে কখনোই মুখে স্বীকার করেননি অভিনেত্রী।

অবশেষে লাইভলির কাছে ক্ষমা চাইলেন বালডোনি

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডে এই মুহূর্তে বহুল আলোচিত ঘটনার একটি পরিচালক ও অভিনেতা জাস্টিন বালডোনির বিরুদ্ধে অভিনেত্রী ব্লেক লাইভলির আনা অভিযোগ। অভিনেত্রী দাবি করেছেন, সিনেমার শুটিং সেটে বালডোনি তাকে যৌন হেনস্তা করেছেন। এ নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। দুই পক্ষই জড়িয়েছেন আইনি লড়াইয়ে। এবার আইনি লড়াইয়ের মধ্যে একটি নতুন বিষয় সামনে এসেছে। জাস্টিন বালডোনি ক্ষমা চাইলেন ব্লেক লাইভলির কাছে। ভ্যারাইটি বলছে, 'ইট এন্ডস উইথ আস' ছবির পরিচালক বালডোনি একটি ভয়েস নোটে লাইভলির লেখা এডিট করে প্রকাশ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ছয় মিনিটের ভয়েস মেসেজে বালডোনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। অনুশোচনাও জানিয়েছেন। ভয়েস নোটে বালডোনি তার ভুলগুলো তুলে ধরেছেন।

কাপ্তাই হ্রদে ধরা পড়া বড় কাতলা নিয়ে আসামবস্তি বাজারে বিক্রি করতে এসেছেন এক জেলে। আসামবস্তি, রাঙামাটি।

পানি সংকটে বোরোধান রোপণ করতে পারছে না কৃষক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের হাইমচরে জমি প্রস্তুত করেও পানি সংকটে বোরোধান রোপণ করতে পারছে না কৃষক। আর এভাবে চলতে থাকলে, বীজতলায় ধানের চারা বেশি দিন রাখলে ভালো উৎপাদন না হওয়ার আশঙ্কায় চাষিরা। গত সোমবার সকালে হাইমচরে চরভাঙ্গা, গন্ডামারা, কমলাপুর, ছোট লক্ষীপু-রসহ মেঘনা নদীর পূর্ব অঞ্চল সরেজমিনে ঘুরলে চাষীরা তাদের এ হতাশার কথা জানায়। দেখা যায়, চাষিরা জমি প্রস্তুত করেও পানি সংকটে বোরোধান রোপন করতে পারছে না। তাই বীজতলায় ধানের চারা বেশি দিন রাখা ঠেকাতে ভালো উৎপাদনের আশায় দ্রুত পানির প্রয়োজন জানিয়েছেন ভুক্তভোগী চাষিরা। জানা যায়, হাইমচরে খাল সংস্কার না হওয়ায় বর্ষা আসলে পানি প্রতিবন্ধকতায় ফসলের জমিসহ বাড়ি ঘর পানিতেলে ডুবে যায়। গেলো বর্ষাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এখানকার সাধারণ চাষীরা। তাই পানি উন্নয়ন বোর্ড হাইমচরে দুটি খাল বিপি-৫, ডব্লিউ আই সি পুনঃ খননের কাজ শুরু করে। চরভাঙ্গার মহসিন, নাইমুল, ফারুকসহ আরো অনেকে বলেন, জমি প্রস্তুত করেও পানির অভাবে বোরোধান রোপণ করতে পারছি না। বীজতলার সময় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধান চাষে উৎপাদন কমে যাবে। বহু দিন ধরে খাল পুনঃ খনন করার কাজ চলমান রয়েছে। কবে তা শেষ হবে আর খালে পানি আসবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। বর্ষায় পানি বেশি থাকায় কোন ফসল আমরা উৎপাদন করতে পারিনি।

এখন ঠিক মতো পানি না পেলে এবারও ফসল ফলাতে না পারলে আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে। তাহার আরো বলেন, দু একজন চাষী পুকুর, ডোবা থেকে পানি দিয়ে চাষাবাদ শুরু করলেও এখনো পরিপূর্ণ পানি না থাকায় সব শুকিয়ে মাঠ ফেটে ধানের চারাগাছ জ্বলে যাচ্ছে। হাইমচর উপজেলার দায়িত্বে থাকা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাসান গাজী বলেন, আমরা দুটি খাল পুনঃ খননের কাজ করছি। এরমধ্যে উত্তরে বি পি-৫, কমলাপুর থেকে মহজমপুর ব্রিজ পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ ১৮৫ মিটার। দক্ষিণে ডব্লিউ আই সি টেক কান্দি থেকে সাবু মাষ্টারের মোড় পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ ৫০ মিটার। খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করছি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই খাল পুনঃ খনন সম্পন্ন করে পানি সরবরাহ করতে পারবো। হাইমচর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাকিল খন্দকার বলেন, প্রতিবছর বোরো মৌসুমে ধান চাষ করতে পানির প্রয়োজন হয়। আমরা ইতিমধ্যেই পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পানি সরবরাহ করার জন্য চিঠি দিয়েছি।

তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড খাল পূনঃ সংস্কার কাজ করায় পানি সরবরাহে বিলম্ব হচ্ছে। তিনি বলেন, বোরোধান চাষিরা যদি সময় মতো পানি না পায় তাহলে ধান চাষে অনেকটা বিঘ্নতা হবে। তাই আমরা বারবার পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছি। দ্রুত যেন পানি সরবরাহ করা হয়। হাইমচরে বোরোধান চাষ করা হয় ৬৯০ হেক্টর জমিতে। ফসল ঠিক মতো ঘরে তোলা গেলে ২৯৭৮ মেঃ টন ধান উৎপাদন হবে। ইতিমধ্যেই ১৬০০ জন কৃষককে ৫ কেজি ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ১০ কেজি এমওপি সার দিয়েছি। এখানে ৪২০০ জন কৃষক বোরোধান চাষের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

সুজানগরে পাট ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাইয়ের ক্লু উদ্ধার

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : অবশেষে পাবনার সুজানগর পৌর বাজারের বিশিষ্ট পাট ব্যবসায়ী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রী বাসুদেব ওরফে বেগু হালদারের টাকা ছিনতাইয়ের ক্লু উদ্ধার করেছে সুজানগর থানা পুলিশ। আধুনীক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুইজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতারের মাধ্যমে ওই ক্লু উদ্ধার করা হয়। সেই সঙ্গে গ্রেফতারকৃত দুই ছিনতাইকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ছিনতাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত আরো একজন ছিনতাইকারীকে চিহ্নিত করতে পেরেছে থানা পুলিশ। তবে সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। গ্রেফতারকৃত দুই ছিনতাইকারী হলো উপজেলার চরসুজানগর গ্রামের আবু শেখের ছেলে বাবুল শেখ (৪০) ও চরভবানীপুর গ্রামের মালু শেখের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩২)। এদের মধ্যে বাবুল শেখকে গত বৃহস্পতিবার সুজানগর পৌর বাজার থেকে এবং সাইদুল ইসলামকে নাটোর থেকে গ্রেফতার করা হয়। সুজানগর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ গোলাম মোস্তফা জানান, গত বছরের ৪অক্টোবর ভোর ৪টার দিকে পাট ব্যবসায়ী বেগু হালদার বাসা থেকে বের হয়ে পাট কেনার জন্য সুজানগর পৌর বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বাসার কিছুটা অদূরে যাওয়ার এক পর্যায়ে ৩জন অজ্ঞাত সশস্ত্র ছিনতাইকারী তাকে ছুরিকাঘাত করে তার কাছে থাকা ১লক্ষ ৭৫হাজার ৫'শ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বেগু হালদার বাদী হয়ে গত ৪অক্টোবর বিকাল ৩টার দিকে অজ্ঞাতনামা ওই তিন ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে সুজানগর থানায় একটি ছিনতাই মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মোঃ আবুল বাসার মামলা দায়েরের পরই আসামীদের গ্রেফতারের মাঠে নামেন।

তবে ছিনতাইয়ের পর পরই আসামীরা আত্মগোপন করায় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের গ্রেফতার করা যায়নি। এরই এক পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এবং আধুনীক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ওই দুই আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত দুই আসামী আদালতে ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত থাকার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেওয়ার পাশাপাশি অপর ছিনতাইকারীর নাম প্রকাশ করেছে। তবে সে গা-ঢাকা দিয়ে থাকায় গ্রেফতার করা যায়নি। থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ গোলাম মোস্তফা বলেন খুব শিগগিরই গা-ঢাকা দিয়ে থাকা ওই ছিনতাইকারীকেউ গ্রেফতার করা হবে।

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে মাঠে গরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। নুরুইল, বগুড়া।

কাহারোলে জেঁকে বসেছে মাঘের শীত

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার উপর দিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে মাঘের মৃদু শৈত্য প্রবাহ বেড়েছে। শীতের দাপটে কাবু হয়ে পড়েছে মানুষসহ প্রাণীকুল। বইছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ। হিমেল বাতাস শৈত্য প্রবাহে জেঁকে বসেছে শীত। তীব্র শীতে কাঁপছে কাহারোল উপজেলার মানুষ। ঘন কুয়াশার সাথে হিমেল হাওয়ায় মিলছে না সূর্যের দেখা। কাহারোল উপজেলার মানুষের জন জীবন কাবু করে দিয়েছে। সড়ক-মহাসড়কে সব ধরণের যানবাহন হেড লাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে চলাচল করছে। নিত্যান্ত প্রয়োজন কিংবা জীবিকার তাগিদে ছুটে চলা মানুষের দেখা মিলছে পথে-ঘাটে। ঈশানপুর গ্রামের বোরো চাষী শামসুল ইসলাম বলেন, গত কয়েকদিনে শীতের তীব্রতা বেশী, দেখা মিলছে না সূর্যের, বোরো ধানের জন্য জমি চাষ করে কুয়াশার কারণে জমিতে ধান রোপন করতে পারছি না। কৃষি শ্রমিকেরা তীব্র শীতের কারণে মাঠে কাজ করতে রাজী হচ্ছে না। তীব্র শীতে সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছে বয়ষ্ক-বয়ঃবৃদ্ধ ও শীশুরা। বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ। এ ব্যাপারে কাহারোল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বর্তমানে চিকিৎসা নিতে আসছে বয়ষ্ক-বয়ঃবৃদ্ধ ও শিশুরা। বর্হিবিভাগে প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হাসপাতালে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

কয়রায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামুলক সভা

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রা থানা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, আত্মহত্যা প্ররোচনা, ইভটিজিং, জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতামুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার বেলা ১১ টায় সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এই সচেতনতামুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম খায়রুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কয়রা থানার অফিসার ইনচার্জ জিএম ইমদাদুল হক। এতে আরও বক্তব্য রাখেন সহকারি প্রধান শিক্ষক রনজিত কুমার বাইন, সহকারি শিক্ষক দেবদাস মন্ডল, আব্দুস সবুর, আঞ্জুমানারা খাতুন, শিক্ষার্থী রুহান বিনতে রউফ, আনিসা আক্তার প্রমুখ।

চাঁদপুরে প্রাইম ব্যাংক জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে প্রাইম ব্যাংক জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৪-২৫। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন গনি মডেল উচ্চবিদ্যালয় ও আল আমিন স্কুল এন্ড কলেজের ক্রিকেট দল। গতকাল বুধবার সকালে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন চাঁদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক ও চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট উপকমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান। চাঁদপুরের ক্রীড়া সাংবাদিক অ্যাডভোকেট ইয়াসিন আরাফাত ইকরামের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রীড়া সংগঠক এবং ছাত্র প্রতিনিধি মারজুক মুঈদ। টুর্নামেন্টের আয়োজনে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও সহযোগিতায় রয়েছেন চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুরের জেলা ক্রীড়া, অফিসার রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট কোচ শামীম ফারুকী, সাবেক জাতীয় দলের ফুটবলার জাহাঙ্গীর গাজী, সাবেক ক্রিকেটার আলম, ক্রিকেটার মোরসালিন খান আম্পায়ার সোলেমান ও হিমু। টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন চাঁদপুর জেলা শহরের ৪ টি বিদ্যালয়।

ভোটার তালিকা হালনাগাদে উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা হালনাগাদ উপলক্ষে চাটমোহর উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভা উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক মোঃ মেহেদী হাসান শাকিলের সভাপতিত্বে ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার সাজ্জাদ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মগরেব আলী,উপজেলা দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি এস এম মিজানুর রহমান,প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েল প্রমুখ। সভায় সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য,বিভি-ন্ন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা,ভোটার তালিকায় নিয়োজিত শিক্ষকমন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসক্লাব রাজারহাটের শীতবস্ত্র বিতরণ

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : প্রেসক্লাব রাজারহাট এর উদ্যোগে ২শতাধিক মেহনতী, অসহায় দুঃস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করেন রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আল ইমরান। প্রেসক্লাব কার্যালয়ে শীতবস্ত্র বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোঃ গোলাম রসুল রাকিব, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা কফিল উদ্দিন, প্রেসক্লাব সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক প্রহলাদ মন্ডল সৈকত, সহ-সভাপতি এম আজিজুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ ইসলাম লাভলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুর রহমান শিমু, প্রেসক্লাব সদস্য শাহজাহান সুজন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক জাকির হোসেন, সদস্য সচিব।

কাহারোলে মুরগীর খাবার বিতরণ

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় প্রাণি সম্পাদক দপ্তরের আয়োজনে ১ শত ৫০ জন সুফলভোগীদের ৫০ কেজি করে মুরগীর খাবার দেওয়া হয়, সমতল ভুমি বসবারত অনগ্রসর নৃ-গোষ্টির আর্থসামাজিক ও জীবন মান উন্নয়ন লক্ষ গৃহিত প্রকল্পের আওতায় খাবার বিতরণ করেন, কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্রাণি সম্পদক কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আবু সরফরাজ হোসেন ও ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ মোঃ আশাদুজ্জামান শুভ।

ভালুকায় নব কায়দায় ডাকাতি

ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ভালুকায় মোবাইল ফোনে বাড়ীর মালিকের সাথে কথা বলে ডাকাতি। নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার সহ প্রায় তিন লাখ টাকার মালামাল লুট করে পালিয়ে যায় ডাকাত দল। ভালুকা উপজেলার বহুলী গ্রামে খাদিমুলের বাড়ীতে ডাকাতি করার পুর্বে বাড়ীর মালিকের স্ত্রীর মোবাইল ফোনে অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে। অপরিচিত নম্বর দেখে ফোনে বাড়ীর মালিক খাদিমুলের স্ত্রী জানতে চায় এতো রাতে কেন ফোন দিয়েছেন। কিন্তু ফোনে কোন উত্তর আসেনি। ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে ৭/৮ জনের একদল ডাকাত। ঘরের লোকজনকে হাত পা বেধে ডাকাতি শুরু করে। এসময় বাড়ীর মালিকের স্ত্রী কৌশলে ফোনে পাশের বাড়ীর তার ভাগ্নি সালমাকে ডাকাতির কথা জানিয়ে ফোন কেটে দেয়। সালমা তার মামীর কথা বুজতে না পেয়ে আবার মামীকে ফোন দেয়। এসময় তার মামী ফোন রিসিভ করে এবং ডাকাতদের সাথে কথা কাটাকাটি করে।এতে সালমা বুঝতে পারে বাড়ীতে ডাকাতি হচ্ছে। পরে সালমার ডাক চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসলে ডাকাত দল একটি পিকআপ দিয়ে পালিয়ে যায়। ভালুকা মডেল থানার ওসি সামছুল হুদা খান জানান,ডাকাতির খবর পেয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শ করেছে। পুলিশ তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেবে।

ভালুকায় ছুরিকাঘাতে কিশোর আহত

ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা পরিষদ কোয়াটার চত্বরে ব্যাডিমিন্টন খেলা দেখতে গিয়ে মো. ইশরাক শাওন (১২) নামের এক কিশোর ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছে। আহত ওই কিশোরকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে ভালুকা পৌর সভার ৫নম্বর ওয়ার্ডের গ্যাস লাইনমোড়এলাকার শামীম হোসেন ছেলে এবং ভালুকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। পরিবার ও স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ভালুকা পৌর সভার ৫নম্বর ওয়ার্ডের গ্যাস লাইনমোড় এলাকার শামীম আহাম্মেদের ছেলে মো. ইশরাক শাওন ঘটনার রাতে তার খালাতো ভাই প্রান্তের সাথে উপজেলার পরিষদ কোয়াটার চত্তরে মামা মো. শরিফুজ্জামন সুমনের ব্যাডমিন্টন খেলা দেখতে যায়। খেলা চলাকালে অপরিচিত কয়েকজন তরুন শাওনকে ডেকে নিয়ে তার উপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে তার নাক-মুখ বরাবর ছুরি দিয়ে পোছ দেয়া। এতে, তার নাক ও ঠুট কেটে সে গুরুতর আহত হয়। পরে, তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শাওনের বাবা শামীম আহাম্মেদ জানান, বিভিন্ন বয়সের ১৬-১৭ জন তরুন তার ছেলের উপর হামলা করেছে।

পাংশায় তারুণ্য উৎসবের পুরস্কার বিতরণী

পাংসা, রাজবাড়ি প্রতিনিধি : 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' প্রতিপাদ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রাজবাড়ীর পাংশায় তারুণ্য উৎসব -২০২৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠান পাংশা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী এস,এম আবু দারদা।

আটোয়ারীতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ বিতরণ

আটোয়ারী, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : তারুণ্যের উৎসব বুকে ধারণ করে "উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়" এই শ্লোগানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসুচির আওতায় ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে গৃহিত স্কীম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পঞ্চগড়ের আটোয়ারীতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৭জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের জন্য ব্যাটারী চালিত ভ্যানগাড়ী এবং ব্যবসা করার জন্য দোকানঘর সহ মুদি দোকানের সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। বিতরণের আগে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপকারভোগীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাফিউল মাজলুবিন রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপকারভোগীদের উদ্দেশ্যে পরমর্শমূলক বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড় জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক অনিরুদ্ধ কুমার রায় । উপজেলা সমাজসেবা অফিসার(অ.দা.) তৌকির আহমেদ অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক গোলাম ফারুক, রেজিস্ট্রেশন অফিসার মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী সমাজসেবা অফিসার আবু তাহের, উপজেলা সমাজসেবা অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, সুবিধাভোগীরা সহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও মোঃ শাফিউল মাজলুবিন রহমান বলেন, ভিক্ষাবৃত্তি কোন পেশা নয়, ভিক্ষা করে দারিদ্র দূরীকরণ করা যায় না। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কর্মসংস্থানে ফেরাতে ভিক্ষকদের মাঝে উপকরণ হিসেবে ব্যাটারী চালিত ভ্যান ও মুদি দোকানের মালামাল সহ দোকান ঘর বিতরণ করা হয়েছে।

সমাজসেবা অফিসার (অ.দা.) জানান, আটোয়ারীতে ১৭ জন ভিক্ষুকের মাঝে ভিক্ষুক পুনর্বাসন উপকরণ বিতরণ করা হলো। এর মধ্যে ৫জনকে দোকানের মালামাল সহ দোকান ঘর এবং ১২ জনকে ব্যাটারী চালিত ভ্যানগাড়ী প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ভ্যানগাড়ীর মূল্য ৬০ হাজার টাকা এবং প্রতিটি দোকানে খরচ হয়েছে ৫৬ হাজার টাকা করে। দোকান ও ভ্যানগাড়ী বাবদ মোট ১০ লাখ টাকার উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। সুবিধাভোগী ভিক্ষুকরা অনেকেই প্রতিবন্ধী। বিতরণকৃত দোকান ও ভ্যানগাড়ী অফিস থেকে প্রতি মাসে তদারকী করা হবে। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে উপকরণগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করলে তারা পরিবার নিয়ে স্বচ্ছলভাবে চলতে পারবে। এসময় সুবিধাভোগীরাও আলোচনা সভায় নিজের অনুভুতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন।

নগরের কালীঘাট পাইকারি বাজার থেকে মুড়ি কিনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। কালীঘাট, সিলেট।

''চলো নির্যাতিত সাংবাদিকদের গল্প শুনি'' শীর্ষক সভা

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুর জেলা প্রেসক্লাবের আয়োজনে দিনব্যাপী সালনা পর্যটন রিসোর্টে ''চলো নির্যাতিত সাংবাদিকদের গল্প শুনি'' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংবাদিকদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাজীপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি রিপন আনসারীর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ডাঃ মাজহারুল আলম, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মনজুরুল করিম রনি, ডিবিসি নিউজের পরিচালক সালাউদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি সালাউদ্দিন আইয়ুবি, জাগ্রত নব্বইয়ের সদস্য সচিব ভিপি আশরাফ হোসেন টুলু, গাজীপুর মহানগর জাসাসের সভাপতি সৈয়দ হাসান জুন্নুরাইন সোহেল, টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি জাবেদ আহমেদ সুমন, সাধারণ সম্পাদক গাজী সালাউদ্দিন, বাসন থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনির, গাজীপুর মহানগর যুবদলের আহবায়ক মাহমুদুল হাসান রাজু, গাজীপুর মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি রোহানুজ্জামান শুক্কুর, গাজীপুর জেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান, গাজীপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ বোরহান উদ্দিন অরণ্য, সিনিয়র সাংবাদিক বেলাল হোসেন, প্রিন্সিপাল হুমায়ুন কবীর, কাপাসিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এফ এম কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ শামসুল হুদা লিটন, প্রফেসর আসাদুজ্জামান আকাশ, ডেইলী স্টারের গাজীপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক মনজুরুল হক, সাংবাদিক আতিকুর রহমান আমিন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান সাদ সহ গাজীপুর জেলা ও মহানগরের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের দুই শতাধিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে নির্যাতিত সাংবাদিকরা আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। এসময় অনেকেই তাদের উপর হামলা-মামলা ও পুলিশী নির্যাতনের সত্যিকারের গল্প বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অতিথিরা নির্যাতিত সাংবাদিকদের শান্তনা দেন এবং ভবিষ্যতে যে কোন ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

টাঙ্গাইলে পথশিশুদের নিয়ে পিঠা উৎসব

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে স্বেচ্ছাসেবী তরুণদের সংগঠন দশমিক এর পক্ষ থেকে অসহায় পথশিশুদের নিয়ে পিঠা উৎসব করা হয়েছে। টাঙ্গাইল শহরের আটপুকুর পাড় এলাকার ভাসমান ছিন্নমূল ও পথশিশুদের বিনামূল্যে এ উৎসবে পিঠা খাওয়ানো হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন দশমিক এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মিনারুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আশিকুর রহমান, সহ-সভাপতি তাহরিমা খান প্রভা, মহাসচিব আমেনা আক্তার তিলোত্তমা, কোষাধ্যক্ষ মিমি আক্তার, চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক প্রিয়াসা আক্তার, দপ্তর সম্পাদক তানভীর আহমেদ, কার্যকরী সদস্য সুইটি, সদস্য সেজুতি, সুহা, জীম, শান্তা ও নাজাহতুন। স্বেচ্ছাসেবী তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের হাত খরচের জমানো টাকায় ব্যতিক্রমী এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী তরুণদের সংগঠন দশমিক এর উপদেষ্টা বিশিষ্ট সাংবাদিক মোঃ রাশেদ খান মেনন (রাসেল) বলেন, দশমিক এর অতিথি ভোজনের অংশ হচ্ছে এই পিঠা উৎসব। এই ছিন্নমূল শিশুরাই আমাদের বিশেষ অতিথি। সুবিধা বঞ্চিত ছিন্নমূল শিশুরা এ সকল মুখোরোচক পিঠা থেকে হয়তো বঞ্চিত থাকে। এই শিশুদের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। দশমিক পাঠশালাতে যেমন শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষাদানে সময় দেয়া হয়, ঠিক তেমনি শিশুদের জন্য বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। আমরা ভিন্ন স্বাদে শীতের বিভিন্ন মুখোরোচক পিঠার আয়োজন করেছি তাদের জন্যে।

মোল্লাহাটে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা জানুয়ারী ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর একই স্থানে মাসিক সমন্বয় সভা সহ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা হরেকৃষ্ণ অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাহমিনা সুলতানা নীলা, থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অনিমেষ বালা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রাজীব রায়, আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বিভূতি মল্লিক, নির্বাচন কর্মকর্তা ইসহাক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, প্রেসক্লাব প্রতিনিধি প্রমুখ। সভায় গাড়ফা বাজার সড়কের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, হাইওয়েতে পুলিশের টহল জোরদার করন, উন্মুক্ত পরিবেশে বালি বহন নিয়ন্ত্রণ, মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নত করে আইনের আওতায় আনা, অবৈধ ড্রেজার দিয়ে বালি উত্তোল বন্ধ, জাটকা নিধন বন্ধ, ইলিশ মাছ পাচার রোধ, চিংড়ি মাছে পুশিং, ঘেরের পায় নিষ্কাশন নজরদারি, শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গফরগাঁও উপজেলা কৃষকদলের কমিটি গঠন

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা কৃষকদলের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে মোঃ আব্দুল কাইয়ুমকে সভাপতি, মোঃ আতিকুল ইসলাম বাবুলকে সাধারণ সম্পাদক এবং মোঃ আমিনুল ইসলাম চঞ্চলকে সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত করে এই কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়। ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা কৃষকদলের সভাপতি এনামুল হক আকন্দ লিটন ও সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দীন খান।

জাল ফেলে মাছ ধরছেন কয়েকজন। লেমুছড়ি, রাঙামাটি।

আবারও নারী ফুটবলে বিদ্রোহ বাফুফে ভবনে সালাউদ্দিন

স্পোর্টস ডেস্ক : আবারও বিদ্রোহ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে। অনুশীলন বয়কট করেছেন সাবিনারা । এর আগেও বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে অনুশীলন বয়কট করেছিলেন তারা। এর মধ্যেই আজ বাফুফে ভবনে এসেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট কাজী সালাউদ্দিনও। বাফুফের সাবেক প্রেসিডেন্ট হলেও সালাউদ্দীন সাফের প্রেসিডেন্ট পদে আছেন। মূলত সাফের প্রেসিডেন্ট হিসেবেই বাফুফে ভবনে এসেছেন তিনি। সাফের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা এবং বাফুফে ভবনে সাবেক সহকর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই এসেছিলেন। এর আগেও একাধিকবার অনুশীলন বয়কট করেছেন সাবিনারা। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুটো ম্যাচ খেলতে যাওয়ার কথা রয়েছে তাদের। সেখানে প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে অংশ নেবে বাংলাদেশ। এরপর ২ মার্চ একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন ফুটবলাররা। এই দুটি ম্যাচ ও জুনের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১৫ জানুয়ারি জাতীয় নারী দলের ক্যাম্প শুরু হয়েছে। এতদিন সহকারী কোচ মাহবুবুর রহমানের অধীনে অনুশীলন চলছিল। এরপর প্রধান কোচ পিটার বাটলার ইংল্যান্ড থেকে ঢাকায় আসেন সোমবার রাতে। বাফুফে সূত্রের খবর, এই বৃটিশ কোচ আসার পর মঙ্গলবার তার অধীনে প্রথম অনুশীলনে অংশ নেননি সিনিয়র ফুটবলাররা।

ক্রিকেটারদের পেমেন্ট ইস্যু নিয়ে যা বললেন মিরাজ

স্পোর্টস ডেস্ক : বিপিএলের এবারের আসরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রিকেটারদের পেমেন্ট। ক্রিকেটারদের পেমেন্ট দেওয়া না দেওয়া, চেক বাউন্সসহ নানা কারণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে দুর্বার রাজশাহী। সর্বশেষ লিগ পর্বের সব ম্যাচ শেষ হওয়ায় ঢাকায় বাসা থাকা ক্রিকেটারদের হোটেল ছাড়ার কথা বলেছে রাজশাহী। এত এত বিতর্কের মাঝে বিপিএল নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের এমন কাঠামো স্বাভাবিকভাবেই বাইরের ক্রিকেটারদের কাছে বিপিএলকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরছে। ভবিষ্যতে ভালো মানের বিদেশি তারকা বিপিএল খেলতে আসবেন কিনা তাও শঙ্কা রয়েছে। ক্রিকেটারদের পেমেন্ট ইস্যুতে খারাপ লাগছে জাতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজের। সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেছেন, 'অবশ্যই এটা (ক্রিকেটারদের পেমেন্ট না পাওয়া) খারাপ লাগছে। দিনশেষে তো আমরা খেলোয়াড়রা ক্রিকেট খেলি টাকার জন্য। দিনশেষে যদি পারিশ্রমিক না পাই, প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের জন্যই খারাপ। সবাই একটা দিক থেকে আশা করবে অবশ্যই যেহেতু ক্রিকেট বোর্ড আমাদের অভিভাবক, ক্রিকেট বোর্ড অবশ্যই এটার ব্যাপারে কথা বলবে। তারা আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের সাথে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলবে সবার সঙ্গে যারা ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক আছে। সেক্ষেত্রে যদি সমস্যা হয়, ক্রিকেট বোর্ড একটা ভালো সমাধান দেবে আমার কাছে মনে হয়।' নিজ দল খুলনা টাইগার্সের পেমেন্ট নিয়ে অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। মিরাজ জানান, 'আমাদের টিমে ইতোমধ্যে ৪০% পেমেন্ট করে দিয়েছে। আর আমার সঙ্গে ইকবাল ভাইয়ের কথা হয়েছে। তিননি বলেছেন এই সপ্তাহের ভেতর ৩০-৩৫% পেমেন্ট করে দেবে।

'টাকার চেয়ে গৌরবকেই বেছে নিবেন ভিনি'

স্পোর্টস ডেস্ক : শেষ আটে থেকে সরাসরি চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোতে খেলার পথে রিয়াল মাদ্রিদের সামনে আছে বহু চ্যালেঞ্জ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে ফরাসি ক্লাব ব্রেস্তের বিপক্ষে শুধু জিতলেই হবে না তাদের, অন্যান্য ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। এই চাপের মাঝেই কিনা রিয়াল বস কার্লো আনচেলত্তিকে কথা বলতে হচ্ছে তারকা উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের দলবদলের ব্যাপারে! যদিও লস ব্ল্যাঙ্কসদের ইতালিয়ান কোচের বিশ্বাস- ভিনিসিয়ুস 'গৌরব'কে টাকার চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়ে থেকে যাবেন মাদ্রিদেই। এই মাসের শুরু থেকেই ইউরোপ ভিত্তিক গণমাধ্যমগুলো দাবি করে আসছে সৌদি আরবের বেশ কিছু ক্লাব ভিনিসিয়ুসকে দলে টানার ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছে। এর মাঝে মাদ্রিদ ভিত্তিক পত্রিকা মার্কা দাবি করে, সৌদি প্রো লিগের দল আল আহলি নাকি রিয়ালকে রেকর্ড ৩৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের লোভনীয় একটা প্রস্তাব দিবে ভিনিকে দলে ভেড়ানোর জন্য। উল্লেখ্য এর আগে গত গ্রীষ্মেও এই ব্রাজিলিয়ানের জন্য একবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিয়েছিল প্রো লিগের কিছু দল। অন্যদিকে মাদ্রিদ ভিত্তিক আরেক সংবাদমাধ্যম ডিয়ারিও এএস গত সোমবার দাবি করেছে যে, সৌদির একটি ক্লাব ভিনিসিয়ুসকে পাঁচ বছরের চুক্তি প্রস্তাব করতে প্রস্তুত। যাখানে প্রতি মৌসুমে ২০০ মিলিয়ন ইউরো পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। পাশাপাশি ৩০০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি পাবে রিয়াল। যদিও ভিনির বর্তমান চুক্তির রিলিজ ক্লজ ১০০০ মিলিয়ন ইউরো। তবে এই ব্যাপারগুলোকে একদমই গায়ে মাখাচ্ছেন না রিয়াল বস কার্লো। ভিনির ব্যাপারটা বুঝানোর জন্য তিনি সাবেক লস ব্ল্যাঙ্কস তারকা টনি ক্রুসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। ২০২৩ সালের জুনে সৌদি আরব থেকে লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছিলেন জার্মানির সাবেক এই মিডফিল্ডার। সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে ক্রুস রিয়ালেই থেকে যান এবং গত বছর অবসর নেন। আনচেলত্তি সেই দৃষ্টান্ত টেনে বলেন, "আমি ফুটবলে সবকিছুই বুঝি।

নকআউটে খেলা নিয়ে এখন আশাবাদী গার্দিওলা

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপিয়ান ফুটবল থেকে বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি। কিন্তু তা আমলে না নিয়ে নিজেদের মনোবল ধরে রাখছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব। কোচ পেপ গার্দিওলা তো নকআউটে খেলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তার দল ক্লাব ব্রুগকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকবে, বিশ্বাস স্প্যানিয়ার্ড কোচের। লিগ পর্বের টেবিলে শীর্ষ ২৪ এ থাকতে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে গার্দিওলার দলকে জিততেই হবে। অন্য কিছু হলে ২০১২-১৩ মৌসুমের পর প্রথমবার নকআউট পর্বে দর্শক হয়ে থাকতে হবে তাদেরকে। গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে গার্দিওলা বললেন, 'আমি আপনাদের উদ্বেগ বুঝতে পারছি, যদি আমরা এই বাধা পার হতে না পারি। কিন্তু আমি মনে করি আমরা পারবো। আমাদের সামনে একটা পথ খোলা, জিততে হবে। নয়তো এই আসরে থাকতে পারবো না। পরের পর্বে যেতে হলে আমাদের আরও দুটি ম্যাচ খেলার সুযোগ আমরা নিতে চাই। এটা সমস্যা নয়, একে সুযোগ হিসেবে দেখছি।' সিটি সাত ম্যাচ খেলে মাত্র দুটি জিতেছে এবং সেরা ২৪ দলের বাইরে। নবম থেকে ২৪তম দলকে শেষ ষোলোর টিকিট কাটতে দুই লেগের প্লে অফ খেলতে হবে। গাণিতিকভাবে সেরা আটে ওঠার সুযোগের অপেক্ষায় থাকা দুটি দলের একটি কিন্তু ক্লাব ব্রুগ। যদিও ২০তম স্থানে তারা। তবে হেরে গেলে হয়তো প্লে অফে খেলতে পারবে, হতে পারে বিদায়ও। এমন সুযোগ সামনে থাকায় ক্লাব ব্রুগ সর্বশক্তি দিয়ে খেলবে। গার্দিওলা এমন কঠিন পরীক্ষায় বসার আগে বললেন, 'চ্যাম্পিয়নস লিগে আমি বহু বছর ধরে আছি। এই ধরনের খেলা আমি অনেকবার খেলেছি। আগে হোক বা পরে, এই ধরনের ম্যাচ খেলতেই হবে, যদি জিতি তাহলে পরের ধাপে, নয়তো বিদায়। আমরা এই পরিস্থিতিতে কেন, জানি। আমরা যথেষ্ট ভালো খেলিনি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা অনেকবার ছিলাম।' ক্লাব ব্রুগের মুখোমুখি হওয়ার আগে ম্যানসিটি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়েছে গত শনিবার প্রিমিয়ার লিগে চেলসিকে ৩-১ গোরে হারিয়ে। ডিফেন্ডার জসকো জিভারদিওল বলেছেন, 'এটা আমাদের জন্য ফাইনাল বলা চলে। পরের পর্বে আমরা উঠতে চাই। আমাদের আত্মবিশ্বাস বেশ ভালো, বিশেষ করে গত ম্যাচের পর (চেলসির বিপক্ষে)। তারা (ব্রুগ) ভালো দল, তারা যৌক্তিকভাবে চ্যাম্পিয়নস লিগের এখানে। সহজ কিছু হতে যাচ্ছে না।'

সান্তোসে ফিরে গেলেন নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশাল অংকের অর্থ ছাড় দিয়ে আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার পরই মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে, নেইমার নিজের ছোটবেলার ক্লাব সান্তোসে ফেরত যাবেন। সব খবর আগেই জানা গেলেও

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। এবার আনুষ্ঠানিকতাও সেরে নিলো সান্তোস। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি জানিয়ে দিলো, তারা নেইমারের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছে। অর্থাৎ স্পেন, ফ্রান্স ও সৌদি আরব ঘুরে এবার নিজের চেনা ডেরায় ফেরত গেলেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। গত মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে সান্তোসের প্রেসিডেন্ট মার্সেলো তেইশেইরো বলেন, 'এটাই সময় (ফিরে আসার), নেইমার। এটা তোমার নিজের মানুষের কাছে ফিরে আসার সময়। আমাদের ঘরে, আমাদের হৃদয়ের ক্লাবে ফিরে আসার সময়।' তিনি আরও বলেন, 'স্বাগতম, আমাদের ছেলেটি নেইমার! ভিলা (বেলমিরো, সান্তোসের স্টেডিয়াম)-এর ছেলে। আবার সাদা-কালো জার্সি পরে খুশি হতে ফিরে আসো। সান্তোস জাতি তোমাকে উন্মুক্ত বাহুতে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় রয়েছে।' গত সোমবার সমঝোতার মাধ্যমে আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেন নেইমার। তার একদিন পরই সান্তোস নিশ্চিত করলো, ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে তারা নিজেদের দলে ভিড়িয়েছে। ১৯৯২ সালে পৃথিবীর আলো দেখা নেইমার সান্তোসে নাম লেখান ২০০৩ সালে। অর্থাৎ সান্তোসেই বিশ্বের অন্য সেরা তারকার ফুটবলের হাতেখড়ি। ব্রাজিলিয়ান তারকা তখন খেলতেন সান্তোসের ইয়ুথ ক্লাবে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ছোটদের দলেই খেলেছেন নেইমার।

ইসলাম

আয়াতুল কুরসি পাঠের ফজিলত

ধর্ম ডেস্ক : পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় সুরা বাকারা। বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত 'আয়াতুল কুরসি' নামে পরিচিত। এটি কোরআনের প্রসিদ্ধ আয়াত। পুরো আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদ, মর্যাদা ও গুণের বর্ণনা থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে অনেক ফজিলত রেখেছেন। এটি পাঠ করলে অসংখ্য পুণ্য লাভ হয়। বাংলা উচ্চারণ: আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইজনিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহিতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন 'ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ' ওয়াসিআ' কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ওয়ালা ইয়াউ'দুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়্যুল আ'জিম (সূরা আল-বাক্বারা আয়াত-২৫৫)।

অর্থাৎ, আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোনো তন্দ্রা বা নিদ্রা তাকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু তারই মালিকানাধীন। তার হুকুম ব্যতিত এমন কে আছে যে, তার নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তার জ্ঞানসমুদ্র হতে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি দিতে ইচ্ছে করেন তা ব্যতিত। তার কুরসি (সিংহাসন) সমগ্র আসমান ও জমিন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর তত্ত্বাবধান তাকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান। হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজ শেষে আয়াতুল কুরসি পড়েন, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছু বাধা হবে না। হজরত আবু জর জুনদুব ইবনে জানাদাহ (রা.) রাসুলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাজিল হয়েছে? রাসুল (সা.) বলেছিলেন, আয়াতুল কুরসি। হজরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার একটি প্রতিনিধি দলকে এক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। তারা সংখ্যায় ছিল কয়েক জন। তাদেরকে তিনি কোরআন পাঠ করতে বললেন। প্রত্যেকেই যে যা জানত তা পাঠ করে শোনাল। শেষে তিনি এদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী এক ব্যক্তির কাছে এলেন। বললেন, হে অমুক, তোমার কি আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সুরা এবং সুরা বাকারা জানা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার সুরা বাকারা মুখস্থ? লোকটি বলল, জি হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন, যাও, তুমিই এ দলের আমীর। তখন এ দলের একজন নেতৃস্থানীয় লোক বলল, আল্লাহর কসম, (রাতের সালাতে) তা পড়তে না পারার আশঙ্কাই আমাকে এই সুরাটি শিখা থেকে বিরত রেখেছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা কোরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়। কেননা, যে ব্যক্তি কোরআন শিখে, তা তিলাওয়াত করে এবং সালাতে দাঁড়িয়েও তা পড়ে তার জন্য কুরআনের দৃষ্টান্ত হলো- মিসকে ভর্তি চামড়ার একটি থলের মতো। সর্বত্র তার সৌরভ প্রসারিত হয়। আর যে ব্যক্তি তা শিখে ঘুমিয়ে রয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো মুখ বাঁধা মিসকের থলের মতো। (তিরমিজী হাদিস : ২৮৭৬)।

নেক ও পাপ সম্পর্কে নবিজি (সা.) এর বানী

ধর্ম ডেস্ক : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুইটি হাদিস। যার একটির সঙ্গে অন্যটির নিবিড় সম্পর্ক। একটিতে ওঠে এসেছে নেক ও পাপের অনুভূতির দিক থেকে মুমিনের পরিচয়। আর অন্যটিতে ওঠে এসেছে নেক ও পাপের পরিচয়। দুটি হাদিসেই আছে আশ্চর্যজনক মিল। কী সেই মিল? **মুমিনের পরিচয়,** নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন তো সেই ব্যক্তি যার অন্তর নেক আমলে খুশি হয়; আর পাপ কাজে কষ্ট অনুভব করে।' (জামে ৬২৯৪) **নেক ও পাপের পরিচয়,** হজরত নাওওয়াস ইবনু সামআন আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নেকি ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি জবাব দিলেন, নেক বা পুণ্য হলো উন্নত চরিত্র। আর পাপ হলো যা তোমার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ করো। (মুসলিম ২৫৫৩) মুমিনের প্রয়োজন পাপ এড়িয়ে নেক আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা। পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নেক সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া। যে কারণে মুমিনের পরিচয়ে যেমন আছে পাপ ও নেকির সম্পৃক্ততা। তেমনি নেক বলতে বোঝানো হয়েছে উন্নত চরিত্র। আর পাপ দ্বারা বোঝানো হয়েছে অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা। যা মানুষ জানুক তা অপছন্দ করে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নেক কাজ করার উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ যে ব্যক্তিকে শহীদি মর্যাদা দান করবেন

ধর্ম ডেস্ক : ইসলামের অনন্য সৌন্দর্যের একটি এটি যে, মহান আল্লাহ হত্যাকারীকেও জান্নাত দেবেন। কেয়ামতের দিন দুই ব্যক্তিকে দেখে মহান আল্লাহ হাসবেন। তাদের উভয়কে তিনি জান্নাত দান করবেন। হাদিসের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণিত। তারা কারা? কী তাদের পরিচয়? হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন দুই ব্যক্তির প্রতি (ব্যাপারে) হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়েই জান্নাতে যাবে। তাদের একজন আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ হত্যাকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (ইসলামের জন্য) শাহাদাত লাভ করবে। (বুখারি ও মুসলিম), এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম ব্যক্তি ইসলামের জন্য শহীদ হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণের আগে মানুষকে (মুসলিম) হত্যা করবে। এরপর আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এরপর ইসলাম গ্রহণ করবে এবং ইসলামের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেবে। তাওবার গুরুত্ব এত বেশি যে আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুল করে ওই ব্যক্তিকে শহীদি মর্যাদা দান করেন। উভয়কে শহিদ হিসেবে জান্নাত দান করবেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে খাঁটি মুনাফিকের পরিচয়

ধর্ম ডেস্ক : মুনাফিকি একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধির কারণেই মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মানুষের মনকে কলুষিত করার মারাত্মক ব্যাধি মুনাফিকি। কোনো মানুষই স্বেচ্ছায় মুনাফিক হয়ে যায় না, বরং মনের অজান্তেই তা আস্তে আস্তে তা প্রকাশ হতে থাকে। তাহলে খাঁটি মুনাফিকের সঠিক পরিচয় কী? মুনাফিকের সঠিক পরিচয় ওসে এসেছে কোরআন সুন্নাহর দিক দিকনির্দেশনায়। যা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো- **১. কোরআনের নির্দেশনা** কোরআনের আয়নায় মুনাফিক চেনার উপায় একেই বারেই সহজ। আল্লাহ তাআলা তাদের গতি প্রকৃতি এভাবে তুলে ধরেছেন- 'আর তারা (মুনাফিক) যখন ঈমানদারদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ইমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের (অবিশ্বাসীদের) সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো (মুসলমানদের সঙ্গে) ঠাট্টা-বিদ্রোপ করি মাত্র।' (সুরা বাকারা : আয়াত ১৪) মুনাফিকরা সংক্ষেপে নামাজ পড়ে। নামাজ আল্লাহর ভয় ও বিনয়-নম্রতা থেকে খালি হলে তা ধীর-স্থিরতার সঙ্গে আদায় করা বড়ই কঠিন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন- নিশ্চয়ই মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুত তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন এবং যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় আর আল্লাহকে তারা (সংক্ষিপ্ত নামাজের মাধ্যমে) অল্পই স্মরণ করে থাকে।' (সুরা নিসা : আয়াত ১৪২), এ আয়াতের ভিত্তিতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এটা মুনাফিকের নামাজ। এটা মুনাফিকের নামাজ, এটা মুনাফিকের নামাজ। সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য শয়তানের দুইটি শিংয়ের মধ্যবর্তী

স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌঁছে, তখন (তড়িঘড়ি) উঠে চারটি ঠোকর মেরে নেয়।' (মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক) **২. হাদিসের নির্দেশনায়,** হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার মাঝে ৪টি অভ্যাস পাওয়া যাবে; সে নিখাদ মুনাফিক। এ ছাড়া যার মধ্যে এর কোনো একটি পাওয়া যায়, সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি অভ্যাস হিসেবে বিদ্যমান থাকে।

সুস্থ জীবনের জন্য দোয়া ও আমল

ধর্ম ডেস্ক : সুস্থতাই সুখ-শান্তির মূল। অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুস্থ থাকতে আল্লাহর কাছে কীভাবে আবেদন করতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি। দুনিয়াতে সুস্বাস্থ্য, সুস্থতা, আমানতদারিতা, উত্তম চরিত্র ও সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে প্রার্থনা করা যায়- উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাছ ছিহ্হাতা ওয়াল ইফফাতা ওয়াল আমানাতা ওয়া হুসনিল খালক্বি ওয়াররিদা বিলক্বাদরি। (বায়হাকি, মুসনাদে বাজ্জার), অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার কাছে প্রার্থনা করছি সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারীতা, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের উপর সন্তুষ্টি থাকার। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সুস্থ্যতা, পবিত্রতা, আমানতদারীতা এবং উত্তম চরিত্র লাভে ওই দোয়া মাধ্যমে সাহায্য লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

কবরের যে তিন প্রশ্ন করা হবে

ধর্ম ডেস্ক : মৃত্যুর পর মানুষের পৃথিবীর জীবন শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় কবর জীবন। কবরের জগতকে কোরআন ও হাদিসের ভাষায় 'বারযাখ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আরবি 'বারযাখ শব্দের অর্থ পর্দা, আবরণ, ঢাকনা, বেড়া। আলমে বারযাখ বা বারযাখের জগত বলতে ওই জগতকে বোঝায়, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। যেহেতু সে জগতটি দুনিয়ার এ জগত থেকে অন্তরালে বা আড়ালে আছে, কাজেই তাকে বারযাখের জগত বলা হয়। অতএব, বারযাখ কোনো বিশেষ স্থানের নাম নয়। বরং মৃত্যুর পর মানবদেহ বা দেহের অংশসমূহ একত্রিতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে থাকবে ওই স্থানই তার জন্য কবর বা বারযাখ। আলমে বারযাখ বা কবরের জীবন কারো জাহান্নামের গর্ত হবে। কারো জন্য জান্নাতের বাগিচা হবে।

কবরের আজাব কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। দুই পাশের মাটির চাপ, সাপ-বিচ্ছুর দংশন, হাতুড়ি দিয়ে ফেরেশতাদের বিশাল আঘাত ও প্রজ্বলিত অগ্নির মতো ভয়ংকর শাস্তি আছে কবরে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৬০), তবে মুমিন বান্দার জন্য কবর হবে প্রশান্তির বিছানা। জান্নাতের বাগান। এক শান্তিময় ঘুমে কেটে যাবে তার বারজাখের জীবন। (মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ১৮৫৩৪), মৃত্যুর পরে কবরের জীবনে মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। এর সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য জান্নাতের নেয়ামত। উত্তর দিতে না পারলে দেওয়া হবে কঠিন শাস্তি। প্রশ্ন তিনটি রব, নবী ও পৃথিবীর জীবন কীভাবে কাটিয়ে সেই সম্পর্কিত হবে। **তোমার রব কে?** রবের বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষ উদাসীন। দুনিয়ায় যে প্রতিপালকের একত্ববাদ (তাওহিদুর রুবুবিয়্যা) স্বীকার না করে, তাহলে কবরে সে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না।